ওয়াসওয়াসা

শয়তানের কুমন্ত্রণা

ইমাম ইবনু কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ

সমর্পণ

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

[আল-কুরআন ৩৩ : ২১]

ওয়াসওয়াসা

শয়তানের কুমন্ত্রণা

মূল:

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ ﷺ

অনুবাদ:

আশরাফুল আলম সাকিফ

সম্পাদনা:

মানযূরুল কারীম

নিরীক্ষণ:

আবদুল্লাহ্ আল মাসউদ

সূচি

সম্পাদকের কথা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকেই শয়তান মানুষের নিকৃষ্ট শত্রুর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইবলিশ ও তার বাহিনী দিবানিশি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে সচেষ্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে 'ওয়াসওয়াসা' বা কুমন্ত্রণা। কানের কাছে সর্বক্ষণ তাদের এই কর্ম চালু থাকে। ফলে বান্দা আল্লাহর পথ ভুলে শয়তানের পথে ধাবিত হয়।

সূরা নাস পড়ার সময় খান্নাসের ওয়াসওয়াসা থেকে আমরা হয়তো দিনে একবার হলেও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। কিন্তু এ বিষয়ক পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে শয়তানের ওয়াসওয়াসার জাল আমরা ছিন্ন করতে পারিনা, অথচ আমাদের রব জানিয়েছেন শয়তানের কৌশল খুবই দুর্বল। কিন্তু এক দুর্বল মানুষ তার অজ্ঞতার কারণে অপর দুর্বল শয়তানের কৌশলের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়।

সেজন্য মানুষকে জানতে হবে শয়তানের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে, যাতে করে সে প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তুলতে পারে এক দূর্গ, যার ভেতর শয়তানের থাকবে না কোনো প্রবেশাধিকার।

আরবিতে তো এ বিষয়ক কিতাবাদি যথেষ্ট রয়েছে কিন্তু বরাবরের মত অবহেলিত

বাঙালি জনপদে মানুষকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানাবার মত বইয়ের বড় অভাব। সেক্ষেত্রে আশরাফুল আলম ভাইয়ের অনূদিত এই বইটি সেই প্রয়োজন অনেকটাই মেটাতে সক্ষম হবে বলে মনে করি।

বইটি মূলত হাম্বলী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামাহ আল মাকদিসি (রাহ.) এর লিখিত 'যাম্মুল মুওয়াসউইসিন" এর আরবি ব্যাখ্যা গ্রন্থ "মাকাইদুশ শায়াতিন"এর ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর। আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থটির রচয়িতা হাম্বলী মাযহাবের অপর প্রখ্যাত ইমাম, ইবনু কায়্যিম (রাহ.)।

বইয়ের সম্পাদনা যেভাবে করা হয়েছে-

১) যেহেতু এটা ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ তাই ইংরেজি কপিকেই মূল হিসেবে ধরা হয়েছে।

২) ইংরেজি অনুবাদে মূল আরবির পুরোটা আসেনি। অনেক্ষেত্রেই একই বিষয়ের একাধিক দলীল কিংবা লম্বা আলোচনা ও ব্যাকরণিক আলোচনাকে ইংরেজিতে পাঠকের সুবিধার্থে স্থান দেওয়া হয়নি, বাংলা অনুবাদেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে কয়েকটি স্থানে মূল আরবি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

৩) এক্ষেত্রে কায়রোর মাকতাবাতু ইবনু তাইমিয়্যা কর্তৃক ১৪০১ হিজরির রাবিউল আখিরে প্রকাশিত আরবি কপিটি অনুসরণ করা হয়েছে। এটি তাদের প্রথম সংস্করণ ছিল।

৪) মূল কিতাবের টীকাতে হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক বলতে গেল ছিলই না। এক্ষেত্রে প্রায় সকল হাদীসের তাখরীজ সম্পাদক নিজেই করেছে।

৫) যে সকল হাদীস নাম্বার ব্যাবহার করা হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই মাকতাবাতুশ শামেলা থেকে নেওয়া।

৬) আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথীদের তাহকিক মূলত মুসনাদু ইমাম আহমাদ ও সুনানু আবি দাউদে করা তাঁদের তাহকিক থেকে নেওয়া।

৭) সাহাবিদের ও সালাফদের কওলের তাখরীজ ও তাহকীক সেভাবে করা হয়নি। কেবল হাদীসেরই বিস্তারিত তাখরীজ ও তাহকীক যোগ করা হয়েছে।

৮) কিছু ক্ষেত্রে আরবি হাদীস অ্যাপ জামিউল কুতুবিত তিস'আহ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৯) যেহেতু বইটি ফিকহী আলোচনায় ভরপুর কাজেই এতে কিছু জটিলতাও রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেসকল ফিকহী মত আনা হয়েছে তা হাম্বলী মাযহাব ভিত্তিক। তবে ইমাম ইবনু কায়্যিম (রাহ.) অনেক ক্ষেত্রেই ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর তৃতীয় কওলকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তা অপর কোনো মাযহাবের অগ্রগণ্য মতের সাথে মিলে গেছে। এরকম কতিপয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টীকা যোগ করে হাম্বলী মাযহাবের মূল মত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১০) গুটিকয় ক্ষেত্রে ইমাম ইবনু কায়্যিম (রাহ.) অপর মাযহাবের (যেমন হানাফী) এমন মত উল্লেখ করেছেন যা তাদের অগ্রগণ্য মত নয়। তাই সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টীকা যোগ করা হয়েছে।

১১) এছাড়াও আলোচনা বোধগম্য করার জন্য সম্পাদকের পক্ষ থেকে উল্লেখসহ কিংবা ছাড়া বহু টীকা যোগ করা হয়েছে।

১২) মাত্রাতিরিক্ত টীকা এই বইটাকেই একটা ব্যাখ্যাগ্রন্থ বানিয়ে ফেলবে এরকম ভয় থাকায় ব্যাখ্যামূলক টীকা যথাসম্ভব কম রাখা হয়েছে। নয়তো টীকা দেবার মত বহুস্থান এখনো বইটিতে রয়েছে।

আশা করি বইটি পাঠ করে শয়তানের হরেক রকমের কৌশল সম্পর্কে আপনারা জানতে সক্ষম হবেন ফলে সেসব থেকে বাঁচা আপনাদের জন্য সহজ হবে। এতে আগত বিভিন্ন মাস'আলা আপনারা নিজ এলাকার আলেম থেকে জেনে নিতে পারেন এতে করে মাযহাব বিষয়ক দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া সহজ হবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বইটি কবুল করে নিন, এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন, কাল কিয়ামাতে বইটি আমার পক্ষেই সাক্ষ্য হোক বিপক্ষে না হোক এই কামনায়-

মানযূরুল কারীম

নিরীক্ষকের কথা

ওয়াসওয়াসা হলো মানুষের মনের কোনায় শয়তানের জাগ্রত করা বিভিন্ন রকমের ভাবনা, যা ইবাদাত-বন্দেগীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে সন্দিহান ও পেরেশান করে তোলে। সাধারণভাবে এটি মামুলি সমস্যা মনে হলেও বাস্তবতা কিন্তু ঠিক এর উল্টো। কারণ যে ব্যক্তি ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হয় তার দিবানিশির ঘুম হারাম হয়ে যায়। সারাক্ষণই সে অস্থিরতা আর পেরেশানির বালুতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়ে পড়ে বিপন্ন।

প্রথম দিকে আমিও এই রোগকে সাধারণ মনে করতাম। কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে একজন ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তার সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরে। তিনি দিনরাত কতোটা অশান্তির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করেন সেই কথাগুলো বর্ণনা করেন অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে। ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হবার দরুন সৃষ্ট তার দুর্দশার পরিমাণ আন্দায করার জন্য এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, এই কারণে নাকি অনেক সময় তার বিবাহবিচ্ছেদ হবার উপক্রম হয়।

এছাড়াও আরও কিছু ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। একজনকে দেখেছি আমার পাশেই সালাতে দাড়িয়ে বারবার তাকবীরে তাহরীমা বলে সালাত শুরু করে একটু পরেই হাত ছেড়ে দিচ্ছে। তারপর আবার নতুন করে সে আগের চেয়ে আরও বেশি বিশুদ্ধ উচ্চারণে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধছে। এভাবে বহুক্ষণ সে একই কাজ করে যেতে থাকলো। মানে, প্রতিবারই সালাত শুরু করার কিছুক্ষণ পর তার মনে হয়, আগের বার বলা তকবীরে তাহরীমা কোন কারণে

সঠিক হয়নি। তাই সে ওটা বাদ দিয়ে নতুন করে আবার শুরু করে। এটা যে কতোটা যন্ত্রণাদায়ক তার পরিপূর্ণ বাস্তবতা কেবল ভুক্তভোগীই জেনে থাকবেন।

মূলত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এই রোগের উৎপত্তি। একে এক ধরনের মানসিক রোগও বলা যায়। এর প্রতিকারার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। সালাফে সালেহীনও এই বিষয়ে অনেক দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন। সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন পুস্তকের পাতায়। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়টি একটি পুস্তকে তুলে ধরেছেন এমন দৃষ্টান্ত তেমন একটা পাওয়া যায় না।

অষ্টম শতাব্দির বিখ্যাত আলেম ও ফকীহ ইবনু কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'মাকায়িদুশ শায়াতিন ফীল ওয়াসওয়াসাতি' এই বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার একটি গ্রন্থ। এতে তিনি এই রোগের কারণ চিহ্নিত করা সহ এর প্রতিকারের নানান পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। বইটির গুরুত্ব বিবেচনা করে বহু আগেই এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলাভাষায় এটি এখনও পর্যন্ত কেউ ভাষান্তরিত করেনি বলেই আমি জানি। ফলে ওয়াসওয়াসা বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের অভাব রয়ে যায় বাংলা ভাষাতে।

প্রতিভাবান তরুন লেখক প্রিয় আশরাফুল আলম ভাইয়ের কলমে সম্প্রতি এটি অনূদিত হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে এই অভাবটি পূরণ হবে। তিনি মূল অনুবাদ ইংরেজি সংস্করণ থেকে করেছেন। ফলে ভাষার একাধিক প্রাচীর তৈরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মূলের সাথে কোথাও কোথাও কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু আমি আরবীর সাথে মিলিয়ে তা নিরীক্ষণ করে দিয়েছি। এর মাধ্যমে আশা করি ঘাটতিটুকু পূরণ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বইটিকে কবুল করে নিন। একে ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত মানুষদের মুক্তির পাথেয় বানান। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

অনুবাদকের কথা

আমার মহাপরাক্রমশালী ও বিপুল প্রতিপত্তির অধিকারী রব আল্লাহ্ তাআলার সেরূপ প্রশংসা করছি, যেরূপ প্রশংসার তিনি যোগ্য। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা সেই রহমানের প্রতি যিনি, আমাকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম রহমাতুল্লিল 'আলামিন, খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর আসহাবের প্রতি।

আল্লাহ ﷻ আমাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হচ্ছে, শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাত করা। আর তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন আমাদের মধ্যে আমলে কে উত্তম, সেটা দেখার জন্য; যদিও তিনি এ ব্যাপারে পূর্ব হতেই সম্যক অবগত। উত্তম আমলের মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে, সেটা তিনি নবি ﷺ–এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং সেটা অনুকরণের আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং, নবি ﷺ–এর দেখানো পথই সরল পথ, যার অনুসরণই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পন্থা।

সৃষ্টিজগতের সূচনা হতেই ইবলীস-শয়তান মানুষের শত্রু, এবং তার সাথে শত্রুসুলভ আচরণ করতেই আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন। নবি ﷺ–এর দেখানো প্রতিটি সরল পথেই শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে। মানুষকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য সে সর্বদা মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে যায়। এটা যদি সে না পারে, তা হলে সে চায়, মানুষের আমলগুলো যেন সুন্নাহ অনুযায়ী না হয়। তাই সে মানুষের অন্তরে এই চিন্তা ঢেলে দেয় যে, শুধুমাত্র সুন্নাহ'র অনুসরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। যারা তার কানপড়ায় সায় দিয়ে দ্বীনের অংশ ভেবে সুন্নাহ'র

বিপরীত আমল শুরু করে, তারা দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিস সৃষ্টিকারী। আর দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত, প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়!

সুতরাং, যাঁরা রাসূল ﷺ-এর পথ অনুসরণ করে, তাঁরা সরল পথে রয়েছে এবং তাঁরা সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদেরকে আল্লাহ ﷻ ভালোবাসেন ও যাঁদের পাপসমূহ তিনি ক্ষমা করে দেবেন। আর যাদের আমল রাসূল ﷺ-এর কর্ম ও কথা থেকে বিচ্যুত হবে, তারা হচ্ছে বিদআত উদ্ভাবনকারী, শয়তানের অনুসারী; এবং তারা এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাঁদের জন্য আল্লাহ ﷻ ক্ষমা ও পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

ইমাম হাফেয ইবনু ক্যায়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ ﷺ এই গ্রন্থটি লিখেছেন শয়তানের কৌশল ও উম্মাহ'র ওপর শয়তানের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে, যাতে বিচক্ষণ মুসলিম ইলম ও ঈমানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং এর থেকে বিরত থাকতে পারে; পাশাপাশি আমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টিও যাতে বুঝে আসে। তাই বাংলাভাষী মুসলিমেরা যাতে গ্রন্থটি থেকে উপকার নিতে পারেন, সেজন্যই গ্রন্থটি অনুবাদ করেছি। গ্রন্থটি পড়ামাত্রই পাঠকের বুঝে আসবে যে, আমাদের পূর্ববর্তী মুত্তাকী আলিমগণ সুন্নাহ'র প্রতি কেমন আগ্রহ পোষণ করতেন, আর বিদআতের অনুসরণের প্রতি কেমন কঠোর ও উদাসীন ছিলেন! আল্লাহ ﷻ আমাদের অন্তরেও তাঁদের মতো সুন্নাহ'র প্রতি ভালোবাসা এনে দিক ও বিদআতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার তাওফীক দিক। আমীন।

অনুবাদের জগতে এটাই আমার প্রথম গৃহপ্রবেশ। আমি আমার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি গ্রন্থটিকে বাংলাভাষায় সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতে। গ্রন্থের মধ্যে কিছু ব্যাকরণিক আলোচনার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাভাষী যে কেউ পড়ে বুঝতে পারবে না। গ্রন্থটির প্রতিটি দুর্বল হাদীসের সনদ ও উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি অধিকাংশ সহীহ হাদীসের উৎসও উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু হাদীসের সনদ উল্লেখ করা হয়নি। আমার জানামতে সেগুলো অতিপরিচিত সহীহ হাদীস। বইটিতে বিভিন্ন শব্দ ও বিষয়বস্তু বোঝার জন্য নিজ থেকে কিছু অতিরিক্ত টীকা যুক্ত করেছি। আশা করি তার ফলে বইটি পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য হবে। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ফিকহী বিষয়ে একাধিক মত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে যারা আলিম নয়, তারা নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ না করে নিজ মানহাজের বিজ্ঞ আলিমগণের কাছ থেকে মাসআলা গ্রহণ করবেন, ইন শা আল্লাহ। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া

উচিত শারীআতের নিকটবর্তী মত অবলম্বন করা, নিজের সুবিধামতো মত অবলম্বন করে নফসের প্রলোভন মেটানো নয়। তাই পাঠকগণের কাছে অনুরোধ, আপনারা এই বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

গ্রন্থটিতে বিদ্যমান কুরআনের আয়াতসমূহ অধিকাংশই উইন্ডোজ অ্যাপলিকেশন 'Ayat' থেকে নিয়েছি। শেষের দিকে '*http://quranmazid.com*' ওয়েবসাইট চালু হবার পরে সেখান থেকে নিয়েছি। অধিকাংশ হাদীসই আমি নিজ থেকে অনুবাদ করেছি, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে '*ihadith.com*' ওয়েবসাইটের সহযোগিতা নিয়েছি। যাঁরা এসব প্রোজেক্টের পেছনে অবদান রেখেছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নিক।

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে জানা যায় যে, নেক আমলের পথপ্রদর্শক ও উৎসাহদাতাও আমলকারীর মতো সওয়াব লাভ করবেন। আল্লাহর দেখানো পথ ও রাসূল ﷺ–এর সুন্নাহ'র প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও বিদআতকে বিসর্জন দেওয়ার বিষয়ে এই গ্রন্থটির অনুবাদ আমার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার প্রচেষ্টার মধ্যে প্রচুর ভুল রয়েছে—এটা আমি স্বীকার করি; তবুও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি এই ক্ষুদ্র কাজটিকে আমার ও আমার পরিবারের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিক। আমীন।

লেখক পরিচিতি

শায়খের পূর্ণ নাম হচ্ছে আবূ আব্দিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর বিন আইয়্যুব আয-যুরি আদ-দিমাশকি আল-হাম্বলি। তিনি সংক্ষেপে ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ ﷺ বলেই মুসলিম উম্মাহ'র মাঝে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর পিতা দীর্ঘ দিন দামেস্কের আল জাওযিয়্যাহ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বলেই তাঁর পিতা আবূ বাকর ﷺ-কে কায়্যিমুল জাওযিয়্যাহ অর্থাৎ মাদরাসাতুল জাওযিয়্যাহর তত্ত্বাবধায়ক বলা হয়। পরবর্তী কালে তাঁর বংশের লোকেরা এই উপাধিতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তিনি ৬৯১ হিজরি সালের সফর মাসের ৭ তারিখে দামেস্কে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনু কায়্যিম ﷺ এক ইলমি পরিবেশ ও ভদ্র পরিবারে প্রতিপালিত হন। মাদরাসাতুল জাওযিয়্যাহতে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি স্বীয় যামানার অন্যান্য আলিমে দ্বীন থেকেও জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ সর্বাধিক উল্লেখ্য। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র ইবনু কায়্যিম ﷺ-ই ছিলেন তাঁর জীবনের সার্বক্ষণিক সাথি। তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন—আহমাদ বিন আব্দুদ্ দায়িম আল-মাকদিসি ﷺ, তাঁর পিতা কায়্যিমুল জাওযিয়্যাহ ﷺ, আহমাদ বিন আব্দির রাহমান আন্ নাবলুসি ﷺ, ইবনুস্ সিরাজি ﷺ, আল-মাজদ্ আল হাররানি ﷺ, আবুল ফিদা বিন ইউসুফ বিন মাকতুম আলকায়সি ﷺ, হাফেয ইমাম আয-যাহাবি ﷺ, শরফুদ্দীন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দিল হালীম ইবনু তাইমিয়্যা আন্ নুমাইরি

ؒ, তকীউদ্দীন সুলায়মান বিন হামজাহ আদ্ দিমাস্কি ؒ প্রমুখ বিজ্ঞ আলিমগণ।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ؒ-এর পরে ইমাম ইবনু কায়্যিম ؒ-এর মতো দ্বিতীয় কোনো মুহাক্কিক আলিম পৃথিবীতে আগমন করেছে বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন তাফসীরশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, উসূলে দ্বীন তথা আকীদাহর বিষয়ে পর্বতসদৃশ, হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং নুসূসে শরইয়্যা থেকে বিভিন্ন হুকুম-আহকাম বের করার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়।

সুতরাং, একদিকে তিনি যেমন ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা ؒ-এর ইলমি খিদমাতসমূহকে একত্র করেছেন, এগুলোর অসাধারণ প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন, শায়খের দাওয়াত ও জিহাদের সমর্থন করেছেন, তাঁর দাওয়াতের বিরোধীদের জবাব দিয়েছেন এবং তাঁর ফতোয়া ও মাসায়েলগুলোর সাথে কুরআন ও সুন্নাহ'র দলিল যুক্ত করেছেন, সেই সাথে তিনি নিজেও এক বিরাট ইলমি খিদমাত মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন।

তাঁর অধিকাংশ লেখনীতেই দ্বীনের মৌলিক বিষয় তথা আকীদাহ ও তাওহীদের বিষয়টি অতি সাবলীল, সহজ ও আকর্ষণীয় ভাষায় ফুটে উঠেছে। সুন্নাতে রাসূল ﷺ-এর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। বিদআত ও বিদআতীদের প্রতিবাদে তিনি ছিলেন স্বীয় উস্তাদের মতোই অত্যন্ত কঠোর। লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সুন্নাতবিরোধী কথা ও আমলের মূলোৎপাটনে তিনি তাঁর সর্বোচ্চ সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। তাওহীদের ওপর তিনি মজবুত ও একনিষ্ঠ থাকার কারণে এবং শিরক ও বিদআতের জোরালো প্রতিবাদের কারণে তাঁর শত্রুরা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। তাঁকে গৃহবন্দি, দেশান্তর এবং জেলখানায় ঢুকানোসহ বিভিন্ন প্রকার মুসিবতে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এত নির্যাতনের পরও তিনি স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে বিন্দুমাত্র সরে পড়েননি।

আল্লামা ইবনু কাসীর ؒ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আমাদের যামানায় ইবনু কায়্যিম ؒ-এর চেয়ে অধিক ইবাদাতকারী অন্য কেউ আছে বলে জানি না; তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ নামায আদায় করতেন এবং রুকূ ও সিজদাহ লম্বা করতেন। এজন্য অনেক সময় তাঁর সাথিগণ তাঁকে দোষারোপ করতেন। তথাপিও তিনি স্বীয় অবস্থানে অটল থাকতেন।"

তিনি মুসলিম উম্মাহ'র জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশাল দ্বীনি খিদমাত রেখে গেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—আস্ সাওয়াইকুল মুরসালাহ, যাদুল মাআদ ফী হাদ্য়ী খাইরিল ইবাদ, মিফতাহু দারিস সাআদাহ, মাদারিজুস্ সালিকীন,

আল-কাফীয়াতুশ শাফিয়া ফীন্ নাহ্, আল-কাফীয়াতুশ শাফীয়া ফীল ইন্তিসার লিলফিরকাতিন নাজীয়াহ, আল-কালিমুত তায়্যিব ওয়াল আমালুস সালিহ, ই'লামুল মুআক্কিয়ীন, আল-ফুরুসীয়াহ, তরীকুল হিজরাতাইন ও বাবুস্ সাআদাতাইন, আত-তুরুকূল হিকামিয়াহ, আল-ফাওয়াইদ, হাদীউল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ, আল-ওয়াবিলুস্ সায়্যিব, উদ্দাতুস সাবিরীন ও যাখীরাতুশ্ শাকিরীন, আস্ সিরাতুল মুসতাকীম ইত্যাদি।

তাঁর ছাত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছে—ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি ﵀, হাফেয ইমাম ইবনু কাসীর ﵀, আলি বিন আব্দুল কাফি আস্ সুবকি ﵀, হাফেজ ইমাম আয্ যাহাবি ﵀, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি ﵀, মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল ফাইরুযাবাদি ﵀।

মুসলিম উম্মাহ'র জন্য অসাধারণ ইলমি খিদমাত রেখে এবং ইসলামি গ্রন্থাগারের বিরাট এক অংশ দখল করে হিজরি ৭৫১ হিজরি সালের রজব মাসের ১৩ তারিখে এই মহা মনীষী ইহকালের মায়া ত্যাগ করেন। দামেস্কের বাবে সাগীরের গোরস্থানে তাঁর পিতার পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

প্রারম্ভিকা

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর , যিনি তার মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্যের সাথে নিজেকে তাঁর বান্দাদের কাছে প্রকাশ করেছেন এবং তাদের হৃদয়কে সেভাবে আলোকিত করেছেন, যেভাবে তারা আল্লাহর গুণের পরিপূর্ণতার সাক্ষ্য দিয়েছে। তিনি তাঁর নিয়ামাতকে তাদের ওপর পরিপূর্ণ করেছেন, ফলে তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ ﷻ এক, অমুখাপেক্ষী, যাঁর কোনো শরিক নেই—যেমনটি তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ﷻ ছাড়া ইবাদাতযোগ্য কেউ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার নবি এবং রাসূল, যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত মানবজাতির ওপর করুণা হিসেবে। তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সমস্ত বিশ্বাসীদের নেতা, অবিশ্বাসীদের জন্য উদ্বিগ্নতার কারণ এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রমাণস্বরূপ।

আদম-সন্তানের ওপর শয়তানের আক্রমণের কৌশল

আল্লাহ ﷻ তাঁর শত্রু ইবলীসের ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। যখন আল্লাহ ﷻ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন সে আদম ﷺ-কে সিজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে? তখন ইবলীস যুক্তি দেখাল, সে আদম ﷺ-এর থেকে উত্তম। ফলে সে অভিশপ্ত হলো এবং অভিশপ্ত হবার পর সে আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিল। আল্লাহ ﷻ যখন তাকে অবকাশ দিলেন, তখন সে বলেছিল,

﴿قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ﴾

"সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, তাই আমিও শপথ করছি যে, আমি তাদের (মানুষের) জন্য তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের ওপর হামলা করব তাদের সম্মুখ দিক থেকে, তাদের পিছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকেও। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবে না।"[১]

অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, এই উত্তরের মাধ্যমে ইবলীস বিশ্বাসীদের পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে তার দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেছে।

"তোমার সরল পথে"—এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, "তোমার পরিষ্কার দ্বীনে (অর্থাৎ ইসলাম)।"

---

১ সূরা আ'রাফ (০৭) : ১৬-১৭।

ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেছেন, "তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।"

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তা হচ্ছে ইসলাম।"

এবং, মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, "তা হচ্ছে হক।"

এই সবগুলি ব্যাখ্যার একই অর্থ। তা হলো, 'আল্লাহর পথ'।

সাবরাহ বিন আল-ফাকাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ كُلِّهَا

"নিশ্চয় শয়তান আদম-সন্তানের সকল পথেই তার জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে"[২]

আতিয়্যাহ্[৩] ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে,

﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ﴾

অর্থাৎ, "তারপর আমি তাদের ওপর হামলা করব তাদের সম্মুখ দিক থেকে"—আয়াতাংশের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, শয়তান "পার্থিব ব্যাপারসমূহে" আদম-সন্তানদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে।

আলি বিন আবী তালহা[৪] ﷺ বলেছেন, "এই আয়াতাংশ দিয়ে বোঝানো হয়েছে, 'আমি তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে সন্দিহান করে তুলব।'" এই বর্ণনাটি হাসান ﷺ-এর একটি বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেখানে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতাংশ দিয়ে বোঝানো হয়েছে—'আখিরাতের বিষয়সমূহে সে সন্দেহ সৃষ্টি করবে। ফলে একজন ব্যক্তি পুনরুত্থান, জান্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকার করবে'

"সম্মুখ দিক থেকে"—আয়াতাংশ সম্পর্কে মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, "এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেদিক থেকে মানুষেরা অবলোকন করে থাকে।"

---

২ আস সুনান, ইমাম নাসাঈ : ৩১৩৪; আল মু'জামুল কাবির, ইমাম তাবরানি : ৬৫৫৮।

৩ আতিয়্যাহ হচ্ছেন আতিয়্যাহ বিন সা'দ আল আওফি আল কূফি, কুনিয়াত : আবুল হাসান। তিনি আবূ হুরাইরাহ, আবূ সাঈদ ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি, হাশিম ও ইবন আদি (রাহ.) তাঁকে দ্বইফ বলেছেন, তবে ইমাম তিরমিযি (রাহ.) তাঁর বর্ণনাকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। মৃত্যু হয় ১১১ হিজরিতে।

৪ তিনি ছিলেন আলি বিন আবী তালহাহ (রাহ.), বনূ হাশিমের আযাদ দাস ছিলেন। *সহীহ মুসলিমে* ইবন আব্বাস (রা.) থেকে তাঁর বর্ণিত একটি মুরসাল রিয়াওয়ায়াত আছে। এ ছাড়া সুনান আবী দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। মৃত্যু ১৪৩ হিজরিতে।

এরপর, ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ অর্থাৎ,

“তাদের পেছন দিক থেকে”—আয়াতাংশ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, এর অর্থ হলো, “আমি তাদের মাঝে দুনিয়াপ্রীতি সৃষ্টি করব।”

হাসান ﷺ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, “আমি তাদের জন্য দুনিয়াকে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করব। তাদেরকে দুনিয়াবি বিষয় দিয়ে আক্রমণ করব।”

আবূ সালিহ ﷺ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, “আমি তাদেরকে পরকাল সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলব, আর এর থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেব।”

“তাদের ডান দিক থেকে”—আয়াতাংশ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, এর অর্থ হলো, “আমি তাদেরকে দ্বীনী আমল সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলব।”

হাসান ﷺ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “নেক আমলের ব্যাপারে হতাশায় ফেলে দিয়ে তাদের ওপর হামলা করব।”

“এবং তাদের বাম দিক থেকেও”—আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান ﷺ বলেছেন, “এর অর্থ হলো, আমি তাদেরকে মন্দ কাজে আদেশ করব, সেগুলোর ব্যাপারে উৎসাহ দেব। সেগুলোকে তাদের চোখের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলব।”

ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, “শয়তান তাদেরকে ওপর দিক থেকে আক্রমণের কথা বলেনি। কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপরে রয়েছেন।”

শা’বি ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর দিক থেকে রহমত প্রেরণ করেন।”

কাতাদাহ ﷺ বলেছেন, “হে আদম-সন্তান, শয়তান তোমাদের কাছে সব দিক থেকে আসে। শুধুমাত্র ওপরের দিক ব্যতীত। কারণ সে তোমাদের ও আল্লাহর রহমতের মাঝে প্রতিবন্ধক হতে সক্ষম নয়।”

ওয়াহিদি ﷺ বলেছেন, “যারা বলেন—ডান দিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৎ কর্ম আর বাম দিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অসৎ কর্ম—তাদের এই মতটি সুন্দর মত। কারণ

আরবরা বলে, 'আমাকে তোমার ডানে রেখ, কিন্তু বামে রেখ না।' এর অর্থ হলো, আমাকে তোমার নিকটতমদের অন্তর্ভুক্ত করো, দূরবর্তীদের নয়।"

কারও কারও থেকে আযহারি ﷺ বর্ণনা করেছেন, "শয়তান আল্লাহ্ তাআলাকে শপথ করে বলেছিল,

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

'সে বলল, তোমার ক্ষমতার শপথ, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে ছাড়ব।'[৫]

ইবলীস শপথ করেছিল যে, আদম-সন্তানের সবাইকে সে বিপথে পরিচালিত করবে, যেন তারা পূর্ববর্তী মানবসভ্যতার (খারাপ) পরিণতির বর্ণনাসমূহ ও পুনরুত্থানের বিষয়কে অস্বীকার করে। আর লোকেরা যেন দৈনন্দিন আমল নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

আবূ ইসহাক ﷺ, যামাখশারি ﷺ প্রমুখ আলিমগণ ভিন্ন কথা বলেছেন, আবূ ইসহাকের বক্তব্য হচ্ছে, "এই দিকগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। যেমন, 'আমি তাদেরকে সব দিক থেকেই আক্রমণ করব।'। সঠিক কথা হচ্ছে (এর অর্থ হলো), আমি তাদের সব দিক থেকেই পথভ্রষ্ট করব। আল্লাহই ভালো জানেন।"

(চতুর্দিক থেকে আক্রমণ সম্পর্কে) আল্লামা আয-যামাখশারি ﷺ বলেছেন, (এর অর্থ হচ্ছে), "অতঃপর আমি সেই চার দিক থেকে আসব, যে দিকগুলো দিয়ে অধিকাংশ শত্রু আক্রমণ করে থাকে। এটা তার কুমন্ত্রণা ও প্রলোভনের মতোই, যা সে তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং যা দ্বারা সে তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যেমনটা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾

"তাদের মধ্যে তুমি যাকে পারো উস্কে দাও তোমার কথা দিয়ে, তোমার অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনী দিয়ে তুমি আক্রমণ চালাও।"[৬]

---

৫ সূরা সোয়াদ (৩৮) : ৮২।

৬ সূরা বানী ইসরাঈল (১৭) : ৬৪।

শাকিক ﷺ বলেছেন, "প্রতিটি সকালেই শয়তান আমাকে সম্মুখ-পশ্চাৎ-ডান-বাম তথা চতুর্দিক থেকেই আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে। আর বলে, 'ভয় পেয়ো না; কারণ, আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

"তখন আমি তিলাওয়াত করি,

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾

'আমি অবশ্যই সেসব ব্যক্তির প্রতি ক্ষমাশীল, যারা তাওবা করে ফিরে আসে, ঈমান আনে, উত্তম আমল করে। অতঃপর হিদায়াতের পথে চলতে থাকে।'[৭]

"শয়তান যখন পিছন থেকে এসে আমাকে তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন করতে চায় যাদের আমি মৃত্যুর পরে ছেড়ে চলে যাব, তখন আমি তিলাওয়াত করি,

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

'আর ভুপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিয্‌ক আল্লাহর জিম্মায় নেই।'[৮]

"শয়তান যখন আমার ডান দিক থেকে এসে নারীদের ব্যাপারে উত্তেজিত করার প্রয়াস চালায়, তখন আমি তিলাওয়াত করি,

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

'চূড়ান্ত সাফল্য তো তাদের জন্যেই, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।'[৯]

"আর যখন সে আমার বাম দিক থেকে এসে আমার সকল কামনা-বাসনা উত্তেজিত করতে থাকে, তখন আমি তিলাওয়াত করি,

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾

'(আজ) তাদের ও (জান্নাত সম্পর্কিত) তাদের কামনা-বাসনার মধ্যে একটি দেওয়াল (দাঁড় করিয়ে) দেওয়া হবে।'"[১০]

---

৭ সূরা ত্বহা (২০) : ৮২।
৮ সূরা হুদ (১১) : ০৬।
৯ সূরা আল-আ'রাফ (৭) : ১।
১০ সূরা সাবা (৩৪) : ৫৪।

আমি (ইবনু কায়্যিম) বলি, "মানুষ এই চারটি পথের যে-কোনো একটি পথেই চলে। অন্য কোনো পথে চলে না। সে তার ডান, বাম, সামনের বা পিছনের পথ থেকেই যে-কোনো একটি পথ বেছে নেয়। সে প্রত্যেক পথেই শয়তানকে কুমন্ত্রণা দানকারী হিসেবে পায়। কোনো মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চলতে গিয়ে এই পথগুলোর যে-কোনো একটি পথে চলে, তখন সে শয়তানকে প্রতারক হিসেবে, আল্লাহর পথে বাধাদানকারী হিসেবেই পাবে। কিন্তু সেই মানুষটি যদি যে-কোনো একটি পথকে পাপ কাজের জন্য বেছে নেয়, তা হলে শয়তান তাকে উৎসাহিত করবে আর পাপে লিপ্ত হবার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ দেবে।

নিম্নোক্ত আয়াতটি আমাদের নেককার সালাফদের উপরি-উক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾

"আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের ওপর এমন কিছু সঙ্গী নিয়োজিত করে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পিছনের কাজগুলোকে শোভনীয় করে রেখেছিল।"[১১]

আয়াতটির ব্যাপারে কালবি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এর অর্থ, "আমি শয়তানকে তাদের সহচর নিযুক্ত করেছিলাম।"

মুকাতিল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এর অর্থ, "আমি তাদের জন্য শয়তান সহচরদের প্রস্তুত রেখেছি।"

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "তাদের সামনে রয়েছে পার্থিব বিষয়সমূহ, আর তাদের পিছনে রয়েছে পরকালের চিরস্থায়ী বিষয়সমূহ।"

এর অর্থ হলো : সেই সহচরেরা এই দুনিয়াকে তাদের কাছে সুসজ্জিত করে দিয়েছে, যতক্ষণ না তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এমনকি তারা মানুষকে পুরোপুরি আখিরাতকে অস্বীকার করতে ও তা থেকে দূরে সরতে আহ্বান করেছে।

কালবি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "(শয়তান সহচরেরা) তার সামনে আখিরাতের জিনিসগুলোকে এভাবে উপস্থাপন করেছে যে—জান্নাত বলে কিছু নেই, জাহান্নাম বলেও কিছু নেই, আর পুনরুত্থানও নেই। অন্যদিকে দুনিয়াবি বিষয়গুলোকে—যা তার পেছনে

---

১১ সূরা হা-মীম আস-সাজদা (৪১) : ২৫।

রয়েছে—তা তার কাছে সজ্জিত করেছে। অর্থাৎ দুনিয়াবি সব বিভ্রান্তি তার সামনে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করেছে!" এই মতই ফার্‌রা ﷬ গ্রহণ করেছেন।

ইবনু যাইদ ﷬ বলেছেন, "তারা (শয়তানের সাথিরা) আগের এবং পরের পাপগুলোকে তাদের কাছে সুসজ্জিত করে তোলে।"[১২]

যখন আল্লাহর শত্রু শয়তান বলল, "তারপর আমি তাদের ওপর হামলা করব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে"—সে এর দ্বারা এই দুনিয়া ও আখিরাতকে বুঝিয়েছে। আর যখন সে বলল, "তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকেও"—সে এর দ্বারা বুঝিয়েছে যে, মানুষের ডান দিকে থাকা সৎকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তো শুধুমাত্র সৎকর্ম করার উৎসাহ দেন, তাই সৎকর্মে মানুষকে বাধা দেওয়ার জন্য শয়তান সেদিক থেকে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইবে। পক্ষান্তরে বাম দিকে থাকা অসৎকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা অসৎকর্ম করতে আদম-সন্তানকে নিষেধ করেন, তাই শয়তান সেই দিক থেকে আদম-সন্তানের কাছে পৌঁছে অসৎকর্ম করার জন্য তাকে উৎসাহ দেবে। এর সব কিছুই এ আয়াতগুলোতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে,

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

"সে বলল, আপনার তবে আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করে ছাড়ব।"[১৩] এবং,

﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ۝ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে শুধু কতকগুলো দেবীরই পূজা করে, তারা কেবল আল্লাহদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিয়েছেন, কারণ

---

১২ যেমন—তারা যেসব পাপকর্ম করে, শয়তান সে সমস্ত পাপকর্মকে তাদের সামনে সুসজ্জিত করে তোলে, যাতে তারা কৃত পাপের জন্য তাওবা না করে আর তারা যে সমস্ত পাপকর্ম করার জন্য প্রস্তুত, কখনোই যেন সেগুলো ছেড়ে দেবার ইচ্ছা না করে।

১৩ সূরা সোয়াদ (৩৮) : ৮২।

> সে বলেছিল, 'আমি তোমার বান্দাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী হিসেবে গ্রহণ করব। এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে; আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[১৪]

﴿مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ অর্থাৎ, "একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী হিসেবে গ্রহণ করব।"—আয়াতাংশের অর্থ সম্পর্কে দাহ্হাক ﷺ বলেছেন, "মাফরূদ মানে- জানা আছে এমন।"

যাজ্জাজ ﷺ বলেছেন, "নির্দিষ্ট অংশ হচ্ছে একটি অংশ, যা শয়তান নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।"

ফাররা ﷺ বলেছেন, "যেসব লোকদের ওপর শয়তান তার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারবে, সেটাই হলো তার নির্দিষ্ট অংশ।"

আমি (ইবনু কায়্যিম) বলি, "নির্দিষ্ট অংশ মানে নির্ধারিত অংশ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তিই শয়তানকে অনুসরণ করবে ও তাকে মান্য করবে, সে-ই শয়তানের নির্দিষ্ট অংশের বলে গণ্য হবে এবং তার ভাগেই বণ্টিত হবে। কেননা আল্লাহর দুশমনের আনুগত্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই তার জন্য নির্দিষ্ট অংশভুক্ত। আর মানুষ তো মূলত দুই ভাগেই বিভক্ত :

এক. শয়তানের ভাগে পড়া অংশ ও তার ভাগে বণ্টিত।

দুই. আল্লাহর আওলিয়া, তাঁর বাহিনীর লোকেরা (হিযবুল্লাহ) এবং তাঁর খাস বান্দারা।"

আল্লাহর বাণী—"এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব"; অর্থাৎ, শয়তান সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মাধ্যমে এটা করবে।

"আর তাদের মধ্যে নিরর্থক আশা জাগিয়ে দেব"—এ ব্যাপারে ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, "শয়তান তাওবা করার পথে বাধা দিতে ও তা বিলম্বিত করতে সংকল্পবদ্ধ।"

---

১৪ সূরা আন-নিসা (৪) : ১১৭-১২০।

কালবি ﵀ বলেছেন, "(অর্থাৎ) আমি তাদের এই আশা দেব যে, জান্নাত জাহান্নাম ও পুনরুত্থান বলে কিছু নেই।"

যাজ্জাজ ﵀ বলেছেন, "(অর্থাৎ) আমি তাদের এভাবে পথভ্রষ্ট করব, যেন তাদের মাঝে মিথ্যা আশা জাগ্রত হয়। ফলে আখিরাতে তাদের সৌভাগ্য বলে কিছু থাকবে না।"

এটাও বলা হয়ে থাকে—"(অর্থাৎ) গুনাহ ও বিদআত করার জন্য আমি তাদের প্রবৃত্তি ও বিদআতের শিক্ষা দ্বারা ধোঁকায় ফেলব।"

আর এটাকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়—"আমি তাদের দুনিয়াবি নিয়ামাতের স্থায়ীত্বের আশা দেখিয়ে ধোঁকা দেব, যাতে তারা আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়।"

"আর তাদের আদেশ করব, যেন তারা গবাদি পশুর কান কেটে দেয়"—অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এটা দিয়ে আল-বাহীরাহ[১৫]-এর কান কাটাকে বোঝানো হয়েছে।

আলিমরা বলেন যে, এটি শিশুর কান ছিদ্র করার বিধানের একটা দলিল। তাদের মধ্যে কিছু আলিম কেবল কন্যা শিশুদের অলঙ্কারের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন, যার সমর্থন পাওয়া যায় আয়িশা ﵂ বর্ণিত উম্ম যর্ ﵂-এর হাদীসে, যেখানে উম্ম যর্ ﵂ তার স্বামী আবূ যর্ ﵁ সম্পর্কে বলেছেন, أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ "সে আমাকে এত গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা ﵂-কে বললেন, كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ "আবূ যর্ উম্ম যর্-এর নিকট যেমন, আমিও তোমার নিকট তেমন।"[১৬]

ইমাম আহমাদ ﵀-এর মতে কানে ছিদ্র করা কন্যা শিশুর জন্য বৈধ, তবে ছেলে শিশুর জন্য মাকরূহ।

"এবং তাদের আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।"—এই আয়াতাংশ সম্পর্কে ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, "শয়তান এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে বুঝিয়েছে।" আর এটিই হলো ইবরাহীম ﵀, মুজাহিদ ﵀, হাসান ﵀, দাহহাক ﵀, কাতাদাহ ﵀, সুদ্দী ﵀, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ﵀ ও সাঈদ বিন

---

১৫ আল-বাহীরাহ হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের উটনীর (পরপর দশবার মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া উটনী, যেটি আরবরা না খেয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত) মেয়ে সন্তান, যার কান ছিদ্র করে তার মায়ের সাথে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তার দুগ্ধও খাওয়া হতো না।

১৬ আস সহীহ, ইমাম বুখারি : ৫১৮৯

জুবাইর ﵁-এর অভিমত।

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ তার বান্দাদের একটি ফিতরাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হচ্ছে ইসলামি মিল্লাত। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের (ইসলাম) ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাত), যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং তাঁকে ভয় করো, সালাত কায়িম করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হোয়ো না।"[১৭]

আবূ হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত (অর্থাৎ, ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে, এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদি, খ্রিস্টান বা মাজুসিতে[১৮] পরিণত করে। যখন একটি পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয়, তখন কি তোমরা এর কানকাটা দেখো?"

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

"এটাই আল্লাহর ফিতরাত, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন।"[১৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই হাদীসে দুটি বিষয়ের কথা বললেন। এক. ইয়াহূদি বা খ্রিস্টান ইত্যাদিতে পরিণত করার মাধ্যমে কারও ফিতরাত পরিবর্তন করা। দুই. কোনো অঙ্গ কেটে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা। ইবলীস (শয়তান) জানিয়েছিল যে, যেভাবেই হোক সে এই দুটি বিষয় সম্পাদন করবে। তাই সে মানুষকে কুফরে লিপ্ত করিয়ে আল্লাহর দেওয়া ফিতরাতের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং আল্লাহর সৃষ্ট

---

১৭ সূরা রূম (৩০): ৩০-৩১।

১৮ জরাথ্রুস্ট নামক এক ব্যক্তি-প্রবর্তিত প্রাচীন পারস্যবাসীর অগ্নিউপাসনামূলক ধর্ম।

১৯ আস সহীহ, ইমাম বুখারি : ১৩৫৯।

স্বাভাবিক রূপ বিকৃত করেছে।

"সে (শয়তান) তো তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করে"—তার প্রতিশ্রুতি সেগুলোই, যেগুলো কিনা কোনো ব্যক্তির অন্তরে পৌঁছে। যেমন : "তুমি আরও অনেক সময় ধরে বেঁচে থাকবে, যেন তুমি এই জীবনে তোমার কামনা-বাসনাগুলো পুরো করে নিতে পারো। এর মাধ্যমে তুমি নিজের লোকদের চেয়ে এবং শত্রুদের চেয়েও উঁচু মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে।"

এভাবে শয়তান একজনের আশা বাড়িয়ে দেয়—মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং মিথ্যা ও বিকৃত কামনা-বাসনা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে। তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি হয় মিথ্যা এবং তার জাগানো আশা-আকাঙ্ক্ষা হয় অপূরণীয়। নোংরা ও বিকৃত আত্মা সব সময় শয়তান থেকে প্রাপ্ত মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, আর মিথ্যা আশা নিয়ে বেঁচে থাকাটাকেই সে উপভোগ করে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿الشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।"[২০]

এখানে বলা হয়েছে, "শয়তান তোমাদের 'ফাহশা' করার জন্য আদেশ দেয়।"

মুকাতিল ﷺ ও কালবি ﷺ বলেন, "কুরআনে আগত প্রতিটি 'ফাহশা' শব্দ দিয়ে অবৈধ যৌনমিলনকে বোঝানো হয়েছে, তবে এই আয়াত ব্যতিক্রম। এখানে ('ফাহশা' শব্দ দিয়ে) কৃপণতা বোঝানো হয়েছে।"

তবে সঠিক মত হচ্ছে, 'ফাহশা' শব্দটি এখানে সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এটি সব ধরনের মন্দ কাজকে নির্দেশ করে। এখানে যেহেতু নির্দিষ্ট করে (কোনো মন্দ কাজকে) উল্লেখ করা হয়নি, তাই শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, শয়তান মানবজাতিকে মন্দ কাজ ও কৃপণতার আদেশ করে। আল্লাহ উল্লেখিত আয়াতে শয়তানের প্রতিশ্রুতি ও তার আদেশের

২০ সূরা আল-বাকারাহ (০২) : ২৬৮।

উল্লেখ করেছেন। সে মানুষকে মন্দ কাজের আদেশ করে আর (যদি তারা সৎকর্মের ইচ্ছা করে, তবে) তাদের মন্দ পরিণামের ভয় দেখায়।

শয়তান মানুষ থেকে দুটো বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে। এক. সে তাদের সৎকর্ম না করার জন্য উৎসাহ দেয়, তাই তারা সৎকর্ম থেকে বিরত থাকে। দুই. সে তাদের মন্দ কাজের আদেশ দেওয়ার পাশাপাশি এটাকে তাদের কাছে সুশোভিত করে তোলে। যার ফলে তারা সহজেই তা উপভোগ করে।

এরপর যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাঁর আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বস্তু এড়িয়ে চলে, তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে,। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা পাবে। 'ক্ষমা' মানে হচ্ছে ক্ষতি থেকে সুরক্ষা আর 'অনুগ্রহ' মানে কল্যাণপ্রাপ্তি।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إن للمَلك بقلب ابن آدم لمة، وللشيطان لمة، فلمة الملك: إيعاد بالخير، وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان: إيعاد بالشر، وتكذيب بالوعد

"আদম-সন্তানের অন্তরে ফেরেশতার উৎসাহ[২১] যেমন আছে, তেমনই আছে শয়তানের প্ররোচনা। ফেরেশতা কল্যাণের ওয়াদা করে এবং (কল্যাণের) ওয়াদার সত্যায়ন করে। আর শয়তান অকল্যাণের ভীতি প্রদর্শন করে এবং (আল্লাহর দেওয়া কল্যাণের) ওয়াদাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়।

এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।"[২২]

ফেরেশতা ও শয়তান রাত ও দিনের পরিবর্তনের মতোই ব্যক্তির অন্তরের পরিবর্তন করে ফেলে।

---

২১ লাম্মাতুন মানে মনে আসা ভালো কিংবা মন্দ চিন্তা। তুহফাতুল আলমাঈ, আল্লামা সাঈদ আহমেদ পালনপুরি, ৭/১৪৪, যামযাম পাবলিশার্স।

২২ ইগাসাতুল লাফহান, ইমাম ইবনুল কায়্যিম : ১০৮। মশহুর হাদীস; সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ আস সুনান, ইমাম তিরমিযি : ২৯৮৮, হাদীস হাসান গারীব।

শয়তানের কুমন্ত্রণা

শয়তানের কৌশলসমূহের মধ্যে একটি হলো, যখন মুসলিমরা পবিত্রতা (ওজু) ও সালাতের মতো বিভিন্ন আমল পালন করার ইচ্ছা করে, তখন সে এই ব্যাপারে তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে সে তাদেরকে সুন্নাহ'র অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাদের অন্তরে এই ভাবনা জাগ্রত করে যে, সুন্নাহ-প্রদত্ত শিক্ষা আল্লাহর ইবাদাতের জন্য যথেষ্ট নয়। যার ফলে তারা নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াব বৃদ্ধির আশা করে। বস্তুত এভাবে (নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে) তারা (আমলের) সওয়াবের হ্রাস ঘটায় বা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলে।

নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষকে মন্দ চিন্তা ও অন্তরের লোভ-লালসা পূরণের দিকে আহ্বান করে। তার অনুসারীরাই তাকে মেনে চলে, তার ডাকে সাড়া দেয় এবং তার আদেশ পালন করে। এমন লোকেরা নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহকে পরিত্যাগ করে। তাদের কেউ কেউ মনে করে, যদি সে নবিজি ﷺ-এর মতো ওজু করে এবং তাঁর মতো করে ধোয়, তা হলে হয়তো নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারবে না!

রাসূলুল্লাহ ﷺ দামেস্কি ১ রাতল[২৩]-এর তিন ভাগের এক ভাগ পানি দিয়ে ওজু করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সোয়া রাতল পানি দিয়ে গোসল করতেন। যে ব্যক্তির

---

২৩ সিরিয়ান এক রাতল = ৩.২০২ লিটার পানি। তা হলে তিনি ০.৮০ লিটার পানি দিয়ে ওজু করতেন এবং ৪ লিটার পানি দিয়ে গোসল করতেন।

মধ্যে শয়তানের প্রভাব রয়েছে সে মনে করবে, এই পরিমাণ পানি তার হাত ধোয়ার জন্য যথেষ্ঠ নয়।

সহীহ সূত্রে এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজুর ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতেন। আর প্রতিটি ধাপ ৩ বার সম্পন্ন করতেন, এর বেশি করতেন না। এমনকি তিনি ﷺ এটাও বলেছেন যে,

فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ

"যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি করবে সে খারাপ করল, বা সীমালংঘন করল বা জুলুম করল।"[২৪]

রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত—শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তি জালিম। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করে কীভাবে আমরা তাঁর নৈকট্য অর্জন করব?

আরও বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ও আয়িশা رضي الله عنها একত্রে একটি গামলার পানি দিয়ে ফরজ গোসল করতেন। এরপরেও পাত্রে সামান্য কিছু পানি অবশিষ্ট থাকত। শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত কোনো ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে এই অল্প পানি দিয়ে গোসলের বিবরণ শোনে, তা হলে আপত্তি তুলে বলবে—"এটুকু পানি দুই ব্যক্তির ভালোভাবে গোসল সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত নয়!"

রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বড় পাত্রের পানি দিয়ে শুধুমাত্র আয়িশা رضي الله عنها-এর সাথে গোসল করতেন, এমন নয়; বরং তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রী, যেমন—মাইমুনা رضي الله عنها ও উম্মু সালামাহ رضي الله عنها-এর সাথেও ঐ পরিমাণ পানি দিয়েই গোসল করতেন। ইবনু উমার رضي الله عنه বলেছেন, "রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় স্বামীরা ও তাদের স্ত্রীরা একটি পাত্র থেকে ওজু করতেন।

রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনাবলি থেকে বোঝা যায় যে, একটি গামলা থেকে (দুজনের) পবিত্র হওয়াটা অনুমোদিত। যদিও সেটা পানি দিয়ে পরিপূর্ণ না থাকে। যে ব্যক্তি গামলা পূর্ণ না থাকার কারণে তার থেকে পবিত্রতা অর্জন করে না এবং অন্যকে নিজের সাথে পাত্রটি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে দেয় না, বস্তুত সে রাসূলের সুন্নাহকে অবজ্ঞা করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা رحمه الله বলেছেন, "আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত নিয়মের বাইরে

---

২৪ আস সুনান, ইমাম ইবন মাজাহ : ৪২২, আল্লামাহ আলবানি (রাহ.)-এর মতে সনদ হাসান।

গিয়ে নতুন নতুন নিয়ম প্রণয়নকারীদের কঠোরভাবে তিরস্কার করা উচিত। কারণ, তারা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে বাদ দিয়ে নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করে!"

সহীহ সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা কখনোই ওজুর সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করে পানির অপচয় করতেন না। আর পরবর্তী কালে যাঁরা তাঁদের অনুসারী, তাঁদের আমলও অনুরূপ ছিল।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ؒ বলেছেন, "আমি একটি কুঁজার পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতাম, সেটা দিয়েই ওজু করতাম এবং তা থেকে কিছু পানি রেখে দিতাম আমার স্ত্রীর জন্য।"

ইমাম আহমাদ ؒ বলেছেন, "একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অল্প পরিমাণ পানি ব্যবহার করা উচিত।"

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজু করতেন কিংবা সম্পূর্ণ দেহ ধুতেন, তখন তিনি তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে দিয়ে পানি তুলতেন, মুখ ধুতেন এবং নাকে পানি দিতেন।[২৫] শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত ব্যক্তি এতে একমত হবে না। সে এই পানিকে অপবিত্র ভাববে এবং কখনোই পাত্রের পানি তার স্ত্রীর সাথে ভাগাভাগি করতে রাজি হবে না। সে এটা চিন্তা করলেই বিরক্ত বোধ করবে, যেমনটি অবিশ্বাসীরা আল্লাহর নাম উল্লেখ করলে বিরক্ত বোধ করে।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত ব্যক্তিরা ভাবতে পারে যে, "আমরা তো আমাদের দ্বীন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি"। আসলে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাসূল ﷺ-এর সেই সকল হাদীসসমূহ, যেখানে রাসূল ﷺ বলেছেন,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ .

"সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো।"[২৬] এবং,

مَن اتقى الشبهاتِ فقد استَبْرَأَ لدينِه و عِرْضِه.

"যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে

---

২৫ আরবি استنشق মানে নাকের মধ্যে নেওয়া। আল মু'জামুল ওয়াফী, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, পৃ : ৯২, নাকে ঢোকানো বা প্রবাহিত করা। উমদাতুল কারি, ইমাম বদরুদ্দীন আইনি : ২/২৬৩।

২৬ তিরমিযি : ২৫১৮, নাসায়ি : ৫৭১১। আর ইমাম তিরমিযি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

রক্ষা করেছে।"[২৭] এবং,

وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ

"পাপ সেটাই, যেটা কারও অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে।"[২৮]

পূর্ববর্তী কিছু বিজ্ঞ আলিমদের মতে, "গুনাহ হচ্ছে অন্তরে জটিলতা ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী।"

রাসূল ﷺ রাস্তায় পড়ে থাকা খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন,

لولا أَنِّي أخشى أن تَكونَ مِنَ الصَّدقةِ لأَكلتُها

"আমার যদি আশঙ্কা না হতো যে, এটি দানের (খেজুর), তা হলে আমি এটা অবশ্যই খেতাম।"[২৯]

তা হলে, রাসূল ﷺ কি খেজুরটি খাওয়া থেকে বিরত থেকে সতর্কতা অবলম্বন করেননি?

সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে কিছু ফতোয়া :

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং সন্দেহে ভুগছে যে, এটি তার প্রথম তালাক নাকি তৃতীয়, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে ইমাম মালেক ﷺ-এর ফতোয়া হচ্ছে, তখন স্বামী এবং তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মধ্যে অনৈতিক শারীরিক সম্পর্ক প্রতিরোধ করতে সতর্কতাবশত একে তৃতীয় তালাক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।[৩০]

কোনো ব্যক্তি তার কোনো এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ভুলে গিয়ে থাকে যে, সে তার কোন স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, তবে এমন ব্যক্তি সম্পর্কেও তাঁর (ইমাম মালেক ﷺ)

২৭ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১৮৩৭৪; আস সুনান, ইমাম আবূ দাউদ : ৩২৯৭; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

২৮ আল মাকসাদুল উলা ফি যাওয়াইদি আবী ইয়া'লা, ইমাম নুরুদ্দীন হাইসামি : ১০২; ইমাম ইবন হাজার হাইসামি আল মাক্কি (রাহ.) সহীহ সনদে সামান্য শব্দভিন্নতায় বর্ণনা করেছেন। আয যাওয়াজির : ১/২৩২।

২৯ বুখারি, হাদীস : ২৪৩১।

৩০ যদিও ইমাম আবূ হানিফা ﷺ, ইমাম শাফেয়ী ﷺ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﷺ ও অন্যান্য ফকীহগণ ইমাম মালেক ﷺ-এর মত থেকে ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা রয়েছে। [অনুবাদক]

ফতোয়া এই যে, ঐ ব্যক্তির ভুলে যাবার কারণে সতর্কতার খাতিরে এবং সন্দেহ দূরীকরণে তার সকল স্ত্রীই তালাকপ্রাপ্তা হিসেবে বিবেচ্য হবে।

যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, "এই বছরের শেষে তুমি আমার পক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে তালাক (তিনবার)।" তা হলে সতর্কতার কারণে সে তৎক্ষনাৎ তার স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকপ্রাপ্তা হিসেবে বিবেচিত হবে।

ফকীহগণ বলেছেন যে, কেউ যদি তার কাপড়ে নাপাকি লাগার জায়গাটি খুঁজে না পায়, তা হলে সতর্কতাবশত সম্পূর্ণ কাপড়টি ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

তারা আরও বলেছেন, যদি কারও সাথে একাধিক পবিত্র কাপড়চোপড় থাকে এবং তার মধ্যে কয়েকটি কাপড় অপবিত্র হয়ে যায় আর সে নিশ্চিত নয় যে, কোন কাপড়গুলি অপবিত্র হয়েছে, তখন সে অপবিত্র হওয়া কাপড়ের সংখ্যা অনুপাতে এক কাপড়ে সালাত আদায় করে পরে আবার আরেক কাপড়ে সালাত আদায় করবে। তবে পরবর্তী সময়ে সন্দেহ থেকে মুক্তি পেতে ও নিশ্চিত হবার জন্য অতিরিক্ত সালাত আদায় করে নেবে।

আলিমগণ বলেছেন, যদি পবিত্র পানির পাত্রের সাথে অপবিত্র পানির পাত্র মিলে যায়, তা হলে ব্যবহারকারী উভয় পাত্র থেকে পানি ব্যবহার পরিহার করে ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নেবে। কেউ যদি কিবলা কোন দিকে, তা নিয়ে সন্দিহান হয়, তা হলে কিছু আলিমদের মতে নিশ্চিত ও সন্দেহ থেকে মুক্তি পেতে তার চারদিকে ফিরে চারবার সালাত আদায় করতে হবে।

আলিমগণ বলেছেন, কেউ যদি একদিনে যে-কোনো ওয়াক্ত সালাত আদায় না করে, এবং কোন ওয়াক্ত আদায় করেনি, তা সে ভুলে যায়, তা হলে তাকে ঐ দিনের ৫ ওয়াক্ত সালাত আবার পড়তে হবে।

রাসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন, যখন কেউ সালাতে সন্দেহ করে, তখন সে যেন সন্দেহ ত্যাগ করে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। তিনি শিকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার শিকার করা প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হচ্ছে, প্রাণীটি তার তিরের আঘাতে শিকার হয়েছে, না অন্য কারও। এমনিভাবে (শিকার করা প্রাণীটি) পানিতে পড়ে গেলেও একই হুকুম।

এগুলো হচ্ছে সন্দেহ ও সতর্কতার মতো দীর্ঘ বিষয়ের কিছু উদাহরণমাত্র।

সতর্কতা অবলম্বন ও সন্দেহ ত্যাগ করে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর আমল করা ইসলামে নিষেধ নয়, যদিও কিছু মানুষ একে শয়তানের কুমন্ত্রণা বলে।

যদি আমরা নিজেদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করি এবং সন্দেহ ত্যাগ করে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর আমল করি এবং সেগুলো করি, যা আমাদের অন্তরে সন্দেহ তৈরি করে না, এবং সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করি, তা হলে এটা শারীআতের শিক্ষার বাইরেও যাবে না, আবার বিদআতও হবে না। এটা বরং সেই ব্যক্তির আমল থেকে উত্তম, যে তার সন্দেহযুক্ত আমলসমূহকে কবুল হয়েছে বলে মনে করে সর্বদা উদাসীনতার সাথে আমল করতে থাকে। যেমন : ওজুর জন্য কতটুকু পানি ব্যবহার করেছে, তা খেয়াল না রাখা; কোথায় সালাত আদায় করছে, সে খেয়াল না রাখা; পরিহিত পোশাক পবিত্র কি না, সেদিকে খেয়াল না রাখা। এসব লোক সন্দেহজনক বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করে না এবং সব কিছুকেই পবিত্র ও সঠিক ধরে নেয়, যদিও তা সন্দেহজনক হয়!

বিজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন, "ফরয বিষয়সমূহ পালন বা নিষিদ্ধ বস্তু এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে আমরা সকল সতর্কতা অবলম্বন করি। উদাসীনতার সাথে আমল করার চেয়ে এটা ভালো। কারণ, উদাসীনতা ফরয আমলকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয় এবং একসময় নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত করে।"

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"[৩১]

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তা হলে আমাকে অনুসরণ করো।"[৩২]

﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

---

৩১ সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ২১।
৩২ সূরা আল-ইমরান (০৩) : ৩১।

"এবং তাঁর (রাসূলের) অনুসরণ করো, যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পারো।"[৩৩]

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾

"নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চলো না।"[৩৪]

সঠিক পথ হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথ, যে পথের অনুসরণ সাহাবাগণ ‎ করেছেন; এবং যেটা অনুসরণের জন্য আল্লাহ ﷻ আমাদের আদেশ দিয়েছেন। এই পথ থেকে সামান্য বিচ্যুতিই সীমালঙ্ঘন। আর সীমালঙ্ঘনের ধরন হতে পারে গুরুতর বা কম, এবং এই দুয়ের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়, যা শুধুমাত্র আল্লাহ ﷻ-ই পরিমাপ করতে পারেন।

সুতরাং, সীমালঙ্ঘন ও সৎকর্ম পরিমাপের জন্য জন্য মানদণ্ড হচ্ছে রাসূল ﷺ ও সাহাবাগণের সুন্নাহ। একজন সীমালঙ্ঘনকারী জালিম হতে পারে, হোক সে একজন মুজতাহিদ[৩৫] বা মুকাল্লিদ। এদের মধ্যে কতক শাস্তির উপযুক্ত এবং কতক আছে ক্ষমার যোগ্য। তাদের কেউ কেউ নিজেদের নিয়ত ও আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদাতের আপ্রাণ চেষ্টা করার কারণে পুরস্কৃত হবে।

সাহাবাগণ আমল করেছেন রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথে। তাঁর ﷺ নির্দেশনার মধ্যেই আমাদের জন্য পথনির্দেশ রয়েছে যে, আমরা উক্ত দুটি পন্থার কোনটি অনুসরণ করব?

অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে সীমালঙ্ঘন ও অপচয় নিষেধ এবং মিতব্যয়িতা ও সুন্নাহ'র অনুসরণই দ্বীনের প্রধান উদ্দেশ্য।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾

---

৩৩ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ১৫৮।

৩৪ সূরা আল-আনআম (০৬) : ১৫৩।

৩৫ শারীআতের পরিভাষায় ঐ ব্যক্তিকে মুজতাহিদ বলা হয়, যিনি শরয়ী দলিল প্রমাণ থেকে শারীআতের বিধিবিধান আহরণ করতে পারেন। দলিলগুলো হচ্ছে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। এজন্য তাকে অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ, উসূলুল ফিকহ, পূর্বে সংঘটিত ইজমা, মাকাসিদুশ শারঈয়্যাহর জ্ঞান এবং ইজতিহাদের সামর্থ্য রাখতে হবে। বিস্তারিত—আল ওয়াজিয ফী উসূলিল ফিকহ, ড. আব্দুল কারীম যাইদান, পৃ : ৩৭৫-৩৭৯, মুওয়াসসাসাতুর রিসালা, বাইরূত, লেবানন।

"হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোরো না।"[৩৬]

﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾

"এবং অপব্যয় কোরো না।"[৩৭]

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾

"এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম কোরো না।"[৩৮]

﴿وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন,

"আল-আক্কাবাহ'র দিন সকালে উটের পিঠে ওঠার সময় রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, الْقُطْ لِي حَصًى 'আমার জন্য কিছু কঙ্কর সংগ্রহ কর।' তাই আমি তাঁর ﷺ জন্য ৭টি কঙ্কর সংগ্রহ করলাম। সেগুলো আকারে ক্ষুদ্র ছিল। অতঃপর তিনি সেগুলোকে নিজ হাতের তালুতে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ، فَارْمُوا—"তোমরা এই আকারের ক্ষুদ্র কঙ্কর নিক্ষেপ করবে", পুনরায় বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

'হে লোকেরা, দ্বীনের মাঝে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা বিরত থেকো, কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদেরকে দ্বীনী বিষয়ে বাড়াবাড়িই ধ্বংস করেছে।[৩৯]

---

৩৬ সূরা আন-নিসা (০৪) : ১৭১।

৩৭ সূরা আল-আন'আম (০৬) : ১৪১।

৩৮ সূরা আল-বাকারাহ (০২) : ২২৯।

৩৯ আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবন আবী শাইবাহ : ১৩৯০৯; আস সুনান, ইমাম ইবন মাজাহ : ৩০২৯; মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, ইমাম বাইহাকি :১০১১৩।

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ

"রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ কোরো না, তা হলে আল্লাহ তোমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করবেন। এক জাতি ওপর কঠোরতা আরোপ করেছিল, আল্লাহ তাদের ওপর কঠোরতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন; যার নিদর্শন এখনো তাদের গির্জা ও ঘরের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।'

অতঃপর তিনি ﷺ তিলাওয়াত করলেন,

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

'সন্ন্যাসবাদ, যা তারা উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের জন্য এটি ফরয করিনি[৪০]।"[৪১]

ইসলামের নির্দেশনার বাইরে দ্বীনের ভিতর অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি নিজের ওপর দ্বীনকে কঠিন করে নেবার কারণেই আল্লাহ ﷻ তার ওপর কঠোরতা আরোপ করেন। আর তা হয় ভাগ্যের মাধ্যমে কিংবা ইসলামি আইনের মাধ্যমে।

ইসলামি আইনের মাধ্যমে কারো ওপর কঠোরতা আসে, যখন সে দৃঢ় অঙ্গীকার করে নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করে এবং তা পালনের জন্য বদ্ধপরিকর থাকে। আর ভাগ্যের মাধ্যমে কঠোরতা আসে, যখন কেউ শয়তানের দেওয়া কুমন্ত্রণার দ্বারা সে প্রভাবিত থাকে।

বুখারি رحمه الله বলেন, "প্রকৃত জ্ঞানীগণ (আহলুল ইলম) ওজুতে বাড়াবাড়ি করা অপছন্দ করতেন এবং রাসূলের সুন্নাহ থেকে অতিরিক্ত করাও অপছন্দ করতেন।"

ইবনে উমার رضي الله عنه বলেছেন, "সঠিকভাবে ওজু করা হচ্ছে পবিত্রতা।"

উবাই বিন কা'ব رضي الله عنه বলেছেন, "রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথ ও সুন্নাহ'র অনুসরণ করো। রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথ ও সুন্নাহ'র অনুসরণকারীদের সামনে

---

৪০ সূরা আল হা্দীদ : ২৭।

৪১ তাখরিজুল আহাদিসিল মারফু'আহ, ইমাম বুখারি : ৬২৬; আস সুনান, ইমাম আবূ দাউদ : ৪৯০৪; আল আহাদিসুল মুখতারাহ, ইমাম যিয়াউদ্দিন মাকদিসি : ২১৭৮, তাঁর মতে সনদ হাসান।

আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে, আল্লাহর ভয়ে তাদের শরীর কাঁপতে থাকে। ফলে তাদের পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়, যেভাবে শুকনা গাছের পাতা ঝরে পড়ে। কোনো বিষয়ে সুন্নাত-পরিপন্থী ইজতিহাদ অনুসরণের চেয়ে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ'র অনুসরণই উত্তম। কাজেই, আপনার আমল মধ্যপন্থী হওয়ার জন্য আপনি যেন নবিদের কর্মপন্থা ও সুন্নাতের অনুগামী হন।

শায়খ ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি ﷺ তাঁর 'যাম্মুল মুওয়াস্ওয়াসিন' গ্রন্থে বলেছেন[৪২], "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর সীমাহীন দয়ার মাধ্যমে আমাদের পথ দেখিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। তিনি আমাদের রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণে সহযোগিতা করেছেন এবং সুন্নাহ অনুসরণকে তাঁর ﷻ ভালোবাসা ও দয়া পাবার উপকরণ বানিয়েছেন।

তিনি ﷻ বলেছেন,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তা হলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহ ও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।"[৪৩]

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾

"আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রেখেছে। সুতরাং আমি তাদের জন্য কল্যাণের ফয়সালা করব, যারা পাপকাজ থেকে বিরত থাকে, যাকাত দেয়, এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। তাঁদের, যাঁরা আনুগত্য অবলম্বন করে রাসূলের, যিনি এমন নবি, যিনি পড়তে ও লিখতে জানেন না।"[৪৪]

﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

---

৪২ পূর্বের প্রারম্ভিক আলোচনার পর এখান থেকেই ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রাহ.) প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম ইবন কুদামাহ (রাহ.)-এর মূল কিতাব 'যাম্মুল মুওয়াসওয়াসিন'-এর ব্যাখ্যা লেখা শুরু করেছেন।

৪৩ সূরা আ ল-ইমরান (০৩) : ৩১।

৪৪ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ১৫৬-১৫৭।

"সুতরাং তোমরা সবাই ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী (যিনি পড়তে ও লিখতে পারেন না) নবির ওপর। যে ঈমান আনে আল্লাহ্ এবং তাঁর সমস্ত বাণীর ওপর, তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো, যাতে তোমরা সরল পথপ্রাপ্ত হতে পারো।"[৪৫]

নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ শয়তানকে মানুষের শত্রু বানিয়েছেন। সে (শয়তান) সরল পথে তার বিরুদ্ধে অপেক্ষা করে এবং সকল দিক হতে তাকে আক্রমণ করে। যেমনটি আমরা আল্লাহর কাছ থেকে জেনেছি,

﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

"সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, তাই আমিও শপথ করছি যে, আমি তাদের (মানুষের) জন্য তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের ওপর হামলা করব তাদের সম্মুখ থেকে, তাদের পিছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকেও। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবে না।"[৪৬]

আল্লাহ ﷻ শয়তানকে অনুসরণের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করেছেন এবং তার শত্রু ও বিরোধী হতে আদেশ করেছেন। তিনি ﷻ বলেছেন,

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব, তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো।"[৪৭]

﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾

"হে বানী-আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে।"[৪৮]

শয়তান আমাদের পিতা-মাতার (আদম ﷺ ও হাওয়া ﷺ) সাথে কী করেছিল,

---

৪৫ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ১৫৮।

৪৬ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ১৬-১৭।

৪৭ সূরা ফাতির (৩৫) : ০৬।

৪৮ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ২৭।

আল্লাহ সেগুলো আমাদের জানিয়েছেন, যাতে আমরা শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক হই এবং শয়তানের অনুসরণ করার পর যেন কোনো ওজর পেশ না করতে পারি। তিনি তাঁর দেখানো সরল পথ অনুসরণের জন্য আমাদের আদেশ দিয়েছেন, এবং অন্য পথে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

"তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।"[৪৯]

আল্লাহ-প্রদত্ত সঠিক পথ সেটাই, যেটা রাসূল ও তাঁর সাহাবারা অনুসরণ করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন,

﴿يس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"ইয়া-সীন। প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ। নিশ্চয়ই আপনি প্রেরিত রাসূলগণের একজন। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।"[৫০]

﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾

"নিশ্চয়ই আপনি সরল পথেই আছেন।"[৫১]

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।"

সুতরাং, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর পথ অনুসরণ করে, সে সরল পথে রয়েছে এবং তাঁরা সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদেরকে আল্লাহ ﷻ ভালোবাসেন ও যাঁদের পাপসমূহ তিনি ক্ষমা করেন। আর যে ব্যক্তির (আমল) রাসূল ﷺ-এর কর্ম ও কথা থেকে বিচ্যুত হবে, সেই বিদআতী, শয়তানের অনুসারী এবং তারা এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাঁদের জন্য আল্লাহ ﷻ ক্ষমা ও পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

---

৪৯ সূরা আল-আন'আম (০৬) : ১৫৩।
৫০ সূরা ইয়া-সীন (৩৬) : ০১-০৪।
৫১ সূরা আল-হাজ্জ (২২) : ৬৭।

মানুষের মধ্যে যারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত, তারা শয়তানেরই অনুসরণ করে এবং রাসূল ﷺ-এর ও সাহাবাদের অনুসরণ ত্যাগ করে। শয়তানের অন্ধ অনুসারী মনে করে যে, রাসূল ﷺ যেভাবে ওজু করেছেন, সেভাবে ওজু করলে ওজু বাতিল হয়ে যাবে; তিনি যেভাবে সালাত আদায় করেছেন, সেভাবে সালাত আদায় করলে তা সহীহ হবে না! তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, রাসূল ﷺ-এর দেখানো উপায়ে শিশুদের খাওয়ালে এবং কয়েকজনে মিলে একটি পাত্র থেকে খাবার খেলে খাবার নোংরা ও অপবিত্র হয়ে যাবে।

এসব লোকদের ওপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ তাদেরকে শয়তানের অন্ধ অনুসরণ করতে বাধ্য করেছে। এটা কূট-দার্শনিকদের চিন্তাধারার মতো, যারা সৃষ্টির বাস্তবতা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য বিষয়কে অস্বীকার করে। প্রয়োজনীয় এবং নিশ্চিত বিষয়ে মানুষ যে নিজের সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তারা তাও অস্বীকার করে। এসব লোকেরা নিজেকে নিজে পরিষ্কার করে, নিজের জিহ্বা দিয়ে পড়ে, নিজের কান দিয়ে শোনে; তবুও তাদের সন্দেহ জাগে যে, তারাই কাজগুলো করেছে কি না! এমনকি তারা অন্তস্তল থেকে নিজেদের যে নিয়তের ব্যাপারে নিশ্চিত, শয়তান সে বিষয়েও তাদের সন্দিহান করে তোলে। এভাবে ইবলীস যখন বলে, তুমি তো সালাতের নিয়ত করোনি এর ইচ্ছাও পোষণ করোনি, তখন সে নিজের নিয়ত নিয়ে নিজের সাথেই লড়াইয়ে শুরু করে (অর্থাৎ করেছি, নাকি করিনি)! এসব হচ্ছে শয়তানের অনুগত্যের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন এবং তার কুমন্ত্রণা গ্রহণ করে নেওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এই পর্যায়ে পৌঁছয়, সে সম্পূর্ণ শয়তানের কব্জায় চলে যায়।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত ব্যক্তি তার কথা শুনে নিজের ক্ষতি করে। কোনো কোনো সময় তারা নিজেদের ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে রাখে অথবা ঠাণ্ডা পানিতে নিজেদের চোখ ডুবিয়ে রাখে, যতক্ষণ না তাঁর জন্য সেটা পীড়াদায়ক হয়।

আবুল ফারাজ ইবনুল জাউযি রহিমাহুল্লাহ, আবুল ওয়াফা বিন উকাইল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, "এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি পানিতে অনেকবার ডুব দিই, কিন্তু তবুও আমার সন্দেহ হয়, আমি ঠিকমতো পরিচ্ছন্ন হলাম কি না! অতএব, এ ব্যাপারে আপনার মত কী?' শায়খ তাকে বলেছিলেন, 'যাও, তোমার ওপর থেকে সালাতের বাধ্যবাধকতা উঠে গিয়েছে।' সে বলল, 'আপনি এমন কথা কেন বললেন?' শায়খ উত্তরে বললেন, 'কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে : বোধহীন পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জেগে ওঠে এবং নাবালক শিশু যতক্ষণ না সে সাবালক হচ্ছে।'[৫২] এবং যে ব্যক্তি অনেকবার পানিতে ডুব দিয়ে থেকেও সন্দিহান থাকে, যে ভিজেছে কি না, সে পাগল!"

ইবনু কুদামাহ ﷺ এর সাথে যুক্ত করে বলেছেন, "কিছু মানুষের অন্তরে শয়তান এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা সময়মতো জামাতে সালাত আদায় করতে পারে না; অথবা তারা নিজেদের সালাতের নিয়ত করায় ব্যস্ত রাখায় কখনো কখনো তাকবীরে-উলা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় বা এক রাকাত চলে যায় বা এর থেকেও বেশি।

আমাকে বলা হয়েছিল, শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত এক ব্যক্তি সালাতের আগে নিয়ত করা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিল। একদিন সে বারবার 'আমি সালাত আদায় করি' এবং 'এই নামাজ, এই নামাজ' পড়ছিল।

শয়তান শেষ পর্যন্ত কিছু মানুষকে জোগাড় করেছে, যাদেরকে সে পরকালের আগেই যন্ত্রণা ভোগ করাবে। সে (শয়তান) তাদের রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে দূরে নিয়ে যাবে; এমনভাবে তারা দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে চরমপন্থা ও বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে, যদিও তারা ভাবে যে, তারা ভালো কাজ করছে।

কেউ যদি এসব ফিতনা থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাকে নিশ্চয়তার সাথে বিশ্বাস করতে হবে যে, কথায় ও কাজে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণের মাঝেই রয়েছে সত্য। তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে সঠিক পথেই রয়েছে। আর এই পথ ব্যতীত সকল পথই শয়তানের প্রলোভন, যা কুমন্ত্রণার ভিন্ন রূপমাত্র।

একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শয়তান তার স্পষ্ট শত্রু, সে শুধু খারাপ কাজেরই প্রলোভন দেখায়। আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

---

৫২ আস সুনান, ইমাম আবূ দাঊদ : ৪৪০১; আস সুনান, ইমাম দারিমি : ২৩৪২, এর মুহাক্কিক হুসাইন সালিম আসাদের মতে সনদ সহীহ; আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি : ৫৫৯৬।

"সে তার অনুসারীদের আহ্বান করে, যেন তারা জাহান্নামী হয়।"[৫৩]

তাকে অবশ্যই সুন্নাহবিরোধী কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূল ﷺ সরল সঠিক পথেই ছিলেন এবং যে এই সত্যের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, সে অমুসলিম ও কাফিরে পরিণত হবে। এজন্য সাহাবি ও তাবেয়িদের দিকে নজর দিতে হবে এবং অনুকরণ করতে হবে, যাঁরা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করতেন। ইবরাহীম আন-নাখয়ী ﷺ বলতেন, "আমার পূর্বে এমন এক জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে (সাহাবিরা) যে, যদি তাঁরা ওজুর সময় নখ না ধুতেন, তা হলে আমিও ধুতাম না।"

যাইনুল আবেদিন ﷺ একবার তাঁর ছেলেকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, "হে আমার পুত্র, আমার জন্য কিছু কাপড় এনে দেবে, যখন আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাব। কারণ, আমি দেখেছি যে, কিছু মাছি মলের ওপরে বসে আবার কাপড় স্পর্শ করে।" অতঃপর তিনি উপলব্ধি করলেন যে, রাসূল ﷺ বা তাঁর সাহাবাগণ তো কখনো দুয়ের অধিক কাপড় পরতেন না! তাই তিনি তার অনুরোধ ফিরিয়ে নিলেন।

যখন উমার বিন খাত্তাব ﷺ কোনো কাজ করার জন্য মনঃস্থ করতেন, এবং তাকে বলা হতো যে, রাসূল ﷺ কখনো এমন কাজ করেননি, তখন তিনি তাঁর ধারণা পরিত্যাগ করতেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই কাপড়টি আর পরব না, কারণ আমি শুনেছি যে, এটা বৃদ্ধ মানুষের প্রস্রাব দিয়ে রঙ করা হয়!" তখন উবাই ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন আপনি এটা পরা ত্যাগ করবেন? রাসূল ﷺ এটা পরতেন এবং তার সামসময়িক সবাই পরতেন। যদি আল্লাহ ﷻ এটাকে হারাম করতেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূলকে এটা জানাতেন।" তখন উমার ﷺ বললেন, "তুমি সঠিক বলেছ।"

একজন্য জেনে রাখা আবশ্যক, কোনো সাহাবিই ওয়াসওয়াসা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না, কেননা ওয়াসওয়াসা যদি ভালো কিছু হতো, তা হলে আল্লাহ তাআলা সেটা নবিজি ﷺ ও সাহাবিদের থেকে গোপন রাখতেন না। তাঁরা তো ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দের সৃষ্টি। যদি এরকম কেউ রাসূল ﷺ-এর যুগে থাকত, তা হলে তিনি তাদের ঘৃণা করতেন। আর যদি উমার ﷺ-এর যুগে থাকত, তা হলে তিনি তাদের শাস্তি দিতেন।

---

৫৩ সূরা ফাতির (৩৫) : ০৬।

পবিত্রতা ও সালাতের নিয়ত

নিয়ত হচ্ছে কোনো কাজের পেছনের উদ্দেশ্য কিংবা কোনো কাজের ইচ্ছা করা। এর স্থান অন্তরে, জিহ্বার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নবি এবং সাহাবিগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা প্রতিটি কাজেই নিয়ত করতেন। যেসব শব্দসমষ্টি[৫৪] ওজু ও সালাতের আগে পড়ার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলো শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে জনগণের মাঝে বিবাদের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শয়তান সর্বদা তাদের শব্দগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণের কথা মনে করিয়ে দেয়, তাই আপনি তাদের কষ্টের সাথে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে দেখবেন; যদিও তা সালাতের অংশ নয়; বরং নিয়ত হচ্ছে কোনো কাজের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মনের সংকল্প। কেউ যখন ওজু করতে বসে, তখন তার ওজুর নিয়ত হয়ে যায় এবং কেউ যখন সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তখন তার সালাতের নিয়ত সম্পন্ন হয়ে যায়।

অতএব, কোনো কাজের ইচ্ছা করলে এমনিতেই নিয়ত করা হয়ে যায়, এর জন্য অতিরিক্ত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কেউ যদি কোনো কাজ করে, তা হলে সেই কাজ থেকে নিয়তকে সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। আল্লাহ যদি তার বান্দাকে কোনো নিয়ত ছাড়া ওজু ও সালাত আদায় করতে আদেশ করতেন, তা হলে তা মানুষের সামর্থ্যের ঊর্ধ্বের বিষয় হতো। যদি কোনো ব্যক্তি একটি কাজ করার পরে

---

৫৪ শব্দগুলো হচ্ছে—"'আমি ওজুর জন্য নিয়ত করছি' অমুক অমুক সালাতের জন্য'—'নাওয়াইতুয়ান উছল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা'" ইত্যাদি।

মনে করে যে, সে কাজটি করার নিয়ত করেনি, তা হলে এটি পাগলের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা যেতে পারে। কারণ, সাধারণ বিষয়সমূহে একজন মানুষ নিজের সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কীভাবে একজন সুস্থ মানুষ নিজের কৃত কাজের ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারে?

যখন কোনো ব্যক্তি যোহরের সালাতের জন্য ইমামের পেছনে দাঁড়ায়, কীভাবে সে এই কাজের ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারে? যদি এ সময় কেউ তাকে অন্য কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তা হলে নিশ্চয় সে উত্তরে বলে দেবে যে, "আমি ব্যস্ত আছি। যোহরের সালাত আদায় করতে যাচ্ছি।"

এসব থেকেও যে বিষয়টা আমাকে বেশি বিস্মিত করে, তা হচ্ছে এই লোকের আশেপাশের লোকেরাও তো তার অবস্থা থেকে নিশ্চিতভাবে তার নিয়ত সম্পর্কে জানতে পারছে। যদি সালাতের সময় কোনো ব্যক্তিকে কাতারে বসে থাকতে দেখা যায়, তা হলে মানুষ নিশ্চিত বুঝবে যে, সে সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে। এবং ইকামাতের সময়ে যদি সে আশেপাশের লোকের সাথে দাঁড়ায়, তা হলে তারা জানতে পারছে যে, সে সালাতের জন্য দাঁড়িয়েছে। যদি সে সবার সামনে গিয়ে একাকী দাঁড়ায়, তা হলে মানুষ বুঝে নেয় যে, সে সালাতে ইমামতি করবে।

অতএব, যদি আশেপাশের মানুষ তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে তার নিয়ত সম্পর্কে জেনে যায়, তা হলে সেই ব্যক্তি কীভাবে নিজের নিয়তকে অস্বীকার করে? 'সে কোনো কাজের আগে নিয়ত করেনি'—শয়তানের এমন কানপড়ায় সায় দিয়ে সে সত্যকে অস্বীকার করে এবং শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আল্লাহর কিতাব, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ও সাহাবিদের ﷺ পথ থেকে সুস্পষ্ট বিচ্যুতি।

কারো নিজের নিয়তের ব্যাপারে এরূপ সন্দেহ সত্যিই আশ্চর্যজনক! যখন কেউ তার সালাত শুরু করতে যাবে, তখন যদি ইমাম রুকূতে থাকে এবং সে রাকাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করে, তা হলে সে দ্রুত তাকবীর বলে ইমামের সাথে রুকূতে শরীক হবে। যদি কেউ দাঁড়ানো অবস্থাতেই নিয়ত না করে, যখন সে চিন্তামুক্ত ছিল, তা হলে কীভাবে উক্ত অবস্থায় নিয়ত করবে, যখন সে এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে যে, রাকাত ছুটে যায় কি না?

কীভাবে নবি ﷺ, সাহাবিগণ ও তাদের অনুসারীদের কেউই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিল না? কীভাবে বিষয়টি চিহ্নিত হলো এমন ব্যক্তির কাছে, যে শয়তানের কানপড়ায় প্রভাবিত? এসব ব্যক্তি কি অজ্ঞতার সাথে বিশ্বাস করে যে, শয়তানই হচ্ছে উত্তম

উপদেষ্টা? সে কি জানে না, শয়তান কখনো ভালো কাজের দিকে ডাকে না এবং ভালো কাজে পথও দেখায় না? সে নবি ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে কী বলবে এবং যারা তার মত সালাত আদায় করেনি, তাদের ব্যাপারেই বা কী বলবে? এদের সবার সালাত কি অসম্পূর্ণ ছিল?

যদি কেউ বলে, 'আমি এরকম সমস্যায় ভুগছি', তা হলে আমাদের উত্তর হবে, "হ্যাঁ, এর কারণ হচ্ছে, আপনি শয়তানের দেওয়া কুমন্ত্রণা গ্রহণ করেছেন। আর সুন্নাহ থেকে এমন বিচ্যুতি আল্লাহ ক্ষমা করেন না। আপনি কি দেখেন না, মাত্র একবার শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তার কথা অনুযায়ী কাজ করায় আদম ﷺ ও হাওয়া ﷺ জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে? অবশেষে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছিল। অবশ্য তাদের ক্ষমা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল, কারণ তাদের আগে এমন কেউ করেছে বলে তাদের সামনে কোনো উদাহরণ ছিল না। আর যেখানে আল্লাহ ﷻ আপনাকে শয়তানের ফিতনা ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, শয়তানের সাথে আমাদের শত্রুতার নমুনা দেখিয়েছেন এবং অনুসরণের জন্য সঠিক পথও বলে দিয়েছেন, সেখানে নবি ﷺ সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতির কারণ হিসেবে কোনো ওজর আপনি পেশ করতে পারবেন না।"

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ বলেছেন, "মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা এমন নতুন ১০টি বিদআত আবিষ্কার করেছে, যেগুলো নবি ﷺ কিংবা তার সাহাবিরা কখনো করেননি। তারা বলে, আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তাআলার জন্য ইমাম হিসেবে কিংবা মুক্তাদি হিসেবে যোহরের চার কারআত ফরয আদায়ের নিয়ত করছি। তারপরে তারা শরীর ঝাঁকি দিয়ে মাথা নিচু করে চিৎকার করে এমনভাবে 'আল্লাহু আকবার' বলে, যেন তার শত্রুকে বলছে!"

শয়তানের কুমন্ত্রণার একটি দিক, যা সালাতকে নষ্ট করে, তা হচ্ছে, একই শব্দকে বারবার উচ্চারণ করা। যেমন : যখন তাকবীর উচ্চারণ করে, তখন আক..কা-কা-কাব্বার করতে থাকা, এবং তাহিয়্যাত বলার সময় 'আত... আত... তাহিইয়া' বলা। এই দৃশ্যমান ব্যাপারটি সালাত নষ্টের একটি নিয়ামক হতে পারে এবং যদি সে ইমাম হয়, তা হলে সে সকলের সালাত নষ্টের কারণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত সালাতই তাকে আল্লাহ ﷻ থেকে বেশি দূরে ঠেলে দেবে, যতটা না সে কবীরা গুনাহ করলে আল্লাহ ﷻ থেকে দূরে সরে যেত! অন্যান্য বিষয়, যা সালাতকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে না, তা হচ্ছে মাকরূহ। কারণ, তা নবি ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি।

এরকম ব্যক্তি শয়তানের প্রবল ওয়াসওয়াসায় পড়ে আওয়াজ উঁচু করতে পারে, যা অন্যদেরকে তার ব্যাপারে বাজে কথা বলার জন্য প্রলুব্ধ করতে পারে। অতএব, সে অনেকগুলো বদ আমলকে নিজের মাঝে একত্রিত করেছে। যেমন : শয়তানের অনুসরণ, সুন্নাহ থেকে ভিন্ন আমল করা, ইবাদাতে বিদআত সৃষ্টি করা, নিজেকে কষ্ট দেওয়া ও সময় নষ্ট করা, এমন কাজে ব্যস্ত থাকা যেসব কাজে আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব কমে এবং উপকারী বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়া, নিন্দার পথ খুলে দেওয়া, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিকে এই বলে নিজের অনুসারী হতে প্রলুব্ধ করা যে, এগুলো যদি উপকারী না-ই হতো, তা হলে সে এগুলো করত না ইত্যাদি। তার অবস্থা এমন থাকে যেন সুন্নাহ অসম্পূর্ণ!

আবূ হামিদ গাজ্জালি ﷺ এবং অন্যান্যরা বলেছেন, "কুমন্ত্রণা অনুভবের কারণ হচ্ছে শারীআত সম্পর্কে অজ্ঞতা বা পাগলামো এবং উভয়টি গুরুতর ত্রুটি।"

ইমাম মুসলিম ﷺ তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে উসমান বিন আবিল আস ﷺ থেকে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, "তিনি বলেছেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান আমার সালাত ও কিরাআতের মাঝে এসে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার মনে সংশয় তৈরি করে।' অতঃপর নবি ﷺ বললেন,

ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا

> 'এটা খিনযাব নামক শয়তানের কাজ। যখন তুমি এর প্রভাব অনুভব করবে, তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে।' আমি তা-ই করলাম এবং আল্লাহ ﷻ তাকে আমার থেকে বিতাড়িত করলেন।"[৫৫]

অতএব, শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত ব্যক্তিরা খিনযাব ও তার সহযোগীদের জন্য আনন্দ ও উল্লাসের বিষয়। আমরা আল্লাহর কাছে তাদের (শয়তানদের) থেকে আশ্রয় চাই।

---

৫৫ আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ২২০৩(৬৮); তাখরিজু মুশকিলিল আসার, শু'আইব আল আরনাউত্ব : ৩৭১।

ওজু ও গোসলে অতিরিক্ত পানির ব্যবহার

ইমাম আহমাদ ﵀ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "নবি ﷺ সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﵁-র কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় সা'দ ﵁ ওজু করছিলেন। তিনি ﷺ বললেন, ما هذا السَّرَفُ يا سَعدُ ؟—'হে সা'দ! এত অপচয় কেন?' সা'দ ﵁ উত্তরে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, ওজুর মধ্যেও কি অপচয় আছে?' তিনি ﷺ বললেন, نعَم ، وإن كنتَ على نَهْرٍ جارٍ—'হ্যাঁ, আছে। যদিও তুমি প্রবহমাণ নদীতে (ওজু করে) থাক।'"[৫৬]

উবাই ইবনু কাব ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا، يُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ المَاءِ

"ওজুর সময় (সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি করার জন্য) একটি শয়তান রয়েছে। তার নাম 'ওয়ালাহান'। অতএব, (ওজুর সময়) পানির ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে থাক।"[৫৭]

---

৫৬ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১২/২৩, আল্লামা আহমাদ শাকির (রাহ.)-এর মতে সনদ সহীহ।

৫৭ আস সুনান, ইমাম তিরমিযি : ৫৭, ইমাম তিরমিযি (রাহ.) বলেছেন, মুহাদ্দিসিনদের নিকট এর সনদ শক্তিশালী ও সহীহ নয়; আস সহীহ, ইমাম ইবন খুযাইমাহ : ১২২, তবে ইমাম ইবন খুযাইমাহ (রাহ.) এতে কোনো মন্তব্য করেননি এবং এর মুহাক্কিক ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল আযামি এর সনদকে দ্বইফ বলেছেন।

“এক বেদুঈন আরব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে ওজু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি দেহের প্রতিটি অংশ তিনবার ধুয়ে দেখালেন। এরপরে বললেন,

هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ

এটাই হচ্ছে ওজু। যে এর বেশি করল, সে মন্দ কাজ করল বা সীমালঙ্ঘন করল বা জুলুম করল।”[৫৮]

উম্ম সা'দ ﷺ বর্ণনা করেছেন, নবি ﷺ বলেছেন, “এক মুদ্দ পরিমাণ পানি ওজুর জন্য যথেষ্ট এবং এক ‘সা’ পরিমাণ পানি গোসলের জন্য যথেষ্ট।[৫৯] এমন কিছু লোক আসবে, যারা এই পরিমাণকে যথেষ্ট মনে করবে না, এরা আমার সুন্নাহ’র অনুসারীদের বিপরীত হবে। কিন্তু যারা আমার সুন্নাহকে ধারণ করবে, তারা জান্নাতের পবিত্র বাগানের মধ্যে থাকবে।”[৬০]

সুনান আল-আছরামে বর্ণিত আছে, সালিম বিন আবুল জাদ ﷺ, জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, “এক ‘মুদ্দ’ পরিমাণ পানি ওজুর জন্য যথেষ্ট, এবং এক ‘সা’ পরিমাণ পানি ফরজ গোসলের জন্য যথেষ্ট।” এক ব্যক্তি বলল, “এটা আমার জন্য যথেষ্ট নয়।” জাবির ﷺ এত ক্ষেপে গেলেন যে, তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল; তিনি বললেন যে, “এ পরিমাণ পানি তো তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির জন্যও যথেষ্ট ছিল, যাঁর মাথার চুলও তোমার থেকে বেশি ছিল অর্থাৎ, নবি ﷺ।”

আয়িশা ﷺ বর্ণনা করেছেন, তিনি এবং নবি ﷺ এমন এক পাত্র থেকে একসাথে গোসল করেছেন, যেটাতে তিন মুদ্দ পানি ধরে।[৬১]

হাবিব আল-আনসারি ﷺ বর্ণনা করেন, “আমি আব্বাদ বিন তামিমকে তাঁর দাদী

---

৫৮ আস সুনান, ইমাম ইবন মাজাহ : ৪২২; ইমাম ইবন দাকিকুল ঈদ (রাহ.) এর সম্পর্কে বলেছেন, যারা আমর ইবন শু'আইবের হাদীসকে সহীহ বলে, তাদের নিকট সহীহ। আল ইমাম : ২/৪৬।

৫৯ ‘সা’ ও ‘মুদ্দ’ হচ্ছে পরিমাপের কিছু একক। এক ‘মুদ্দ’ হচ্ছে ৬০০ গ্রাম পানি ও এক ‘সা’ হচ্ছে ২.৫ কেজির সামান্য বেশি।

৬০ এই হাদীসটি লেখক ইমাম শাফিঈ (রাহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করলেও তা খুঁজে পাইনি। তবে এর প্রথমাংশ একটি জায়্যিদ সনদের হাদীসে পাওয়া যায়, যেখানে এটুকু আছে—يُجْزِئُ من الوضوءِ مُدٌّ ، و من الغسلِ صاعٌ— ওজুর জন্য এক মুদ্দ যথেষ্ট আর গোসলের জন্য এক সা যথেষ্ট। সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানি : ২৪৪৭(সম্পাদক)।

৬১ আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ৩২১; আস সহীহ, ইমাম ইবন হিব্বান : ১২০২।

উম্ম উমারাহর সূত্রে বলতে শুনেছি, 'নবি ﷺ ওজু করলেন। সেজন্য একটি পাত্রে এক মুদ্দের এক তৃতীয়াংশ পানি তাঁর কাছে আনা হলো।"[৬২]

ইবরাহীম আন-নাখয়ী ﵀ বলেছেন, "সাহাবারা পানি অপচয়ের ব্যাপারে তোমার থেকে বেশি সতর্ক ছিল। তাঁরা এক মুদ্দের এক চতুর্থাংশ পানি ওজুর জন্য যথেষ্ট মনে করতেন।"

এটা বেশ অতিরঞ্জন, কেননা এক চতুর্থাংশ মুদ্দ দামেস্কের পরিমাপে এক আউন্স বা তার অর্ধেকও হয় না।

আর বুখারি ও মুসলিমে আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, "তিনি বলেন, নবি ﷺ এক 'সা' (৪ মুদ্দ) হতে পাঁচ মুদ্দ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং ওজু করতেন এক মুদ্দ দিয়ে।'[৬৩]

সাফীনাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, "নবি ﷺ এক মুদ্দ পানি দিয়ে ওজু করতেন আর এক সা পানি দিয়ে অপবিত্রতার (ফরয) গোসল করতেন।"[৬৪]

আল কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর ﷺ এক মুদ্দের অর্ধেক বা এর কিছু বেশি পরিমাণ পানি দিয়ে ওজু করতেন।

মুহাম্মাদ বিন আযলান ﵀ বলেছেন, "আল্লাহর দ্বীনের ফিকহ হচ্ছে, অল্প পানি প্রবাহিত করে ওজু করা। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল ﷺ বলেছেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ

'এই উম্মাহ'র কিছু মানুষ পবিত্রতা ও দুআর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে।'"[৬৫]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"—আপনি যদি আল্লাহর

---

৬২ আস সুনানুস সুগরা, ইমাম নাসাঈ : ৭৪।

৬৩ বুখারি, হাদীস : ২০১; মুসলিম, হাদীস : ৩২৫।

৬৪ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ২১৯৩০, আল্লামাহ শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সহীহ লি গাইরিহ।

৬৫ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১৬৭৯৬,১৬৮০১, আল্লামাহ শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে হাসান লি গাইরিহ; আস সুনান, ইমাম আবূ দাউদ : ৯৬।

এই কথার সাথে নবি ﷺ-এর হাদীসের তুলনা করেন, তা হলে আপনি জানবেন যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার ইবাদাত দেখতে ভালোবাসেন। এবং আপনার বুঝতে হবে যে, শয়তানের কানপড়ায় সায় দিয়ে করা ওজু ইবাদাত হিসেবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না।

শয়তানের কুমন্ত্রণার একটি নষ্ট দিক হচ্ছে, এটি একজনকে প্রয়োজনের তুলনার বেশি পানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে, বিশেষ করে যখন তা অন্যের কিংবা হাম্মামের[৬৬] পানি নয়।

---

৬৬ মধ্যযুগে প্রচলিত এক ধরনের গণগোসলখানা।

ওজু নষ্টের কুমন্ত্রণা উপেক্ষা করা

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"তোমাদের কারও যখন মনে হবে পেটে কিছু হয়েছে এবং এতে মনে সন্দেহের সৃষ্টি হবে যে, পেট হতে কিছু (বায়ু) বের হলো কি না, এমতবস্থায় যতক্ষণ না সে তার কোনো শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়, সে যেন মাসজিদ থেকে বের হয়ে না যায়।"[৬৭]

আবদুল্লাহ বিন জায়িদ ﷺ বলেছেন, "নবি ﷺ-কে জানানো হলো যে, এক ব্যক্তি সালাতের মধ্যে সন্দেহে পড়ে যায় যে, তার কিছু হয়ে গেছে (অর্থাৎ ওজু ভেঙে, গেছে)। তিনি বললেন,

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

(বায়ু নির্গত হওয়ার) শব্দ না শোনা কিংবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত (কেবল

---

৬৭ আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ৩৬২(৯৯); আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি : ৫৭১।

সন্দেহের ভিত্তিতে) সে সালাত ছেড়ে দেবে না।"[৬৮]

আবূ সাঈদ খুদরি ؓ বর্ণনা করেন, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَأْخُذُ شَعْرَةً مِنْ دُبُرِهِ، فَيَمُدُّهَا فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"সালাতের সময় শয়তান তোমাদের কারও কাছে আসে, এরপর পেছন থেকে তার চুল ধরে টানে। ফলে সে ভাবে যে সে বুঝি বায়ু নিঃসৃত করেছে, কাজেই কিছুতেই শব্দ না শুনে কিংবা গন্ধ না পেয়ে সালাত ত্যাগ করবে না।"[৬৯]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ، أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ

"যখন তার কাছে শয়তান উপস্থিত হয়ে বলে তুমি তো বায়ু নিঃসৃত করেছ। তা হলে নাকে গন্ধ না পেলে কিংবা কানে আওয়াজ না শুনলে সে যেন বলে তুই মিথ্যা বলেছিস"[৭০]

শায়খ আবূ মুহাম্মদ বিন কুদামাহ আল-মাকদিসি ؒ বলেছেন, "মন থেকে সন্দেহ দূর করতে প্রস্রাব করার পরে যৌনাঙ্গ ও কাপড়ে (পাজামা) পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। এবং কেউ যদি কাপড় ভেজা অবস্থায় পায়, তা হলে সে বলবে, এটা সেই ছিটিয়ে দেওয়া পানি।"

---

৬৮ আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ৩৬১(৯৮), শব্দ মুসলিমের। সামান্য পার্থক্যসহ আছে—আস সহীহ, ইমাম বুখারি : ১৩৭; আস সহীহ, ইমাম ইবন খুযাইমাহ : ২৫।

৬৯ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১১৯১২, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে হাদীস হাসান।

৭০ আস সুনান, ইমাম আবূ দাঊদ : ১০২৯; আস সুনানুস সুগরা, ইমাম নাসাঈ : ৫৯২, আল্লামাহ শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সহীহ লিগাইরিহি।

হাকাম ইবনু সুফ্‌ইয়ান আস-সাকাফি ﵁ বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ

"আমি নবি ﷺ কে দেখেছি যে, তিনি প্রস্রাব করলেন অতঃপর তাঁর নিম্নাঙ্গে পানি ছিটালেন।[৭১]

---

৭১ আস সুনান, ইমাম আবূ দাউদ : ১৬৭, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে ইযতিরাবের কারণে দ্বইফ।

এখানে মনে রাখা জরুরি যে, এসব হাদীস তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা সন্দেহপ্রবণ। কেউ যদি নিশ্চিত থাকে যে, তার বায়ু নিঃসরণ হয়েছে, তবে কোনো শব্দ হওয়া বা গন্ধ না ছড়ালেও নামাজ ছেড়ে দিয়ে ওজু করে আবার জামাতে শরীক হতে হবে, বা সময় না থাকলে একাই সালাত আদায় করে নিতে হবে। না হয়, সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। নবি ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তির হাদাস হয়, তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওজু করে। হাযরা-মাওতের জনৈক ব্যক্তি বলল, 'হে আবূ হুরাইরা, হাদাস কী? হাদাস কী?' তিনি বললেন, 'নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া।'" [বুখারি]

"ইবনু 'উমার বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, 'তাহারাত (পবিত্রতা) ব্যতীত সালাত কবুল হয় না।' [বুখারি]

"তোমাদের কারও ওজু নষ্ট হলে পুনরায় ওজু না করা পর্যন্ত তার সালাত কবুল হয় না।" [বুখারি]
-অনুবাদক

নবি ﷺ-এর উদারতা সত্ত্বেও কিছু মানুষের কঠোরতা অবলম্বন

প্রস্রাবের পরে পবিত্রতা অর্জনে কিছু মানুষের অনুসৃত পদ্ধতি শয়তানের শক্তিশালী কুমন্ত্রনার লক্ষণ :

তারা তাদের লজ্জাস্থান ধরে থাকে, কাশি দিয়ে প্রস্রাবের অবশিষ্ট বের করার চেষ্টা করে, কয়েক পা হাঁটে, এমনকি লাফ দিয়ে তাৎক্ষণিক বসে পড়ে। তারা আবার তাকিয়ে পরীক্ষা করে যে, প্রস্রাবের অবশিষ্ট আছে কি না, বা আরও পানি ব্যবহার করে এক টুকরা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে পরীক্ষা করে কিছু প্রস্রাব ভিতরে থেকে গিয়েছে কি না, যা পরে তার ওজু নষ্ট করবে—এই সন্দেহ থেকেই তারা এসব কাজ করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেছেন, এগুলো সবই শয়তানের কুমন্ত্রণা ও দ্বীনের মধ্যে সৃষ্ট বিদআত। রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে,

إذا بال أحدُكم فلْيَمْسَحْ ذكرَه ثلاثَ مراتٍ

'তোমাদের কেউ যখন প্রস্রাব শেষ করে, তখন তার লজ্জাস্থান যেন তিনবার

মুছে নেয়।'[৭২]—এই অপ্রমাণিত গরীব হাদীস সম্পর্কে আমি (ইবনু কায়্যিম ﷺ) শায়খকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন, 'এটা বৈধ নয়।'

তিনি আরও বলেন, 'এটা সুন্নাহ হলে নবি ﷺ ও সাহাবারা এর ওপর আমল করতেন। এক ইয়াহূদি সালমান ফারিসি ﷺ-কে বললেন, 'আপনাদের নবি প্রতিটি বিষয় আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন; এমনকি পায়খানা-পেশাবের শিষ্টাচারও?' সালমান ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ''[৭৩]। কাজেই উপরি-উক্ত কাজগুলোর বা অনুরূপ কিছু আমাদের নবি ﷺ কোথায় শিখিয়েছেন?

---

৭২ বুলুগুল মারাম, ইমাম ইবন হাজার আসকালানি : ৩৯, তাঁর মতে দ্বইফ। ইমাম নববি (রাহ.) বলেছেন, এটা দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত, অধিকাংশজন মুরসাল বলেছেন। আল মাজমু : ২/৯১।

৭৩ আস সুনান, ইমাম আবূ দাউদ : ৭, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সহীহ।

নবি ﷺ-এর উদারতা সত্ত্বেও কিছু মানুষের কঠোরতা অবলম্বনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত

কিছু কাজ এমন রয়েছে, যেগুলো নবি ﷺ উম্মাহ'র স্বার্থে হালকাভাবে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু কিছু লোক এতে অতি আগ্রহ দেখায়। যেমন : রাস্তায় খালি পায়ে হেঁটে তারপরে পা না ধুয়েই মাসজিদে সালাত আদায় করা।

ইমাম আবূ দাউদ رحمه الله তাঁর আস-সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা বলেছেন, "আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মাসজিদে যাতায়াতের রাস্তাটির কিছু অংশ ময়লা-আবর্জনা ভরা, বৃষ্টি হলে আমরা কী করব?' তিনি ﷺ বললেন, أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟—পরের রাস্তাটুকু কি পবিত্র নয়?' মহিলাটি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর তিনি ﷺ বললেন, فَهَذِهِ بِهَذِهِ—'এটা (নাপাকি) ওটার দ্বারা (পাক রাস্তা) দূর হয়ে যাবে।'[৭৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেছেন, "মাটিতে হাঁটার কারণে আমরা ওজু করতাম না।"

আলি ইবনু আবী তালিব رضي الله عنه সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বৃষ্টিভেজা মাটিতে হাঁটতেন, এরপরে তিনি মাসজিদে ঢুকে পা না ধুয়েই সালাত আদায় করতেন।

---

৭৪ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ২৭৪৫২; আস সুনান, ইমাম আবূ দাউদ : ৩৮৪, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সনদ সহীহ।

কেউ একজন ইবনু আব্বাস ﵁ কে প্রশ্ন করল যে, 'কেউ যদি কোনো নাপাক জিনিসে পা দেয়, সেক্ষেত্রে সে কী করবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'যদি তা শুকনো হয়, তা হলে তো সমস্যাই নেই কিন্তু যদি তা ভেজা হয়, তা হলে ঐটুকু অংশ ধুয়ে নেবে।'

হাফস বিন আফফান আল-হানাফি আল-ইয়ামানি ﵀ বলেছেন, "আমি আব্দুল্লাহ বিন উমারের সাথে হেঁটে মাসজিদে যাচ্ছিলাম। যখন পৌঁছলাম, তখন ওজুর জায়গায় পা ধোয়ার জন্য যেতে চাইলে তিনি ﵁ আমাকে বলেন, 'তোমার এগুলো ধোয়ার দরকার নেই। কেননা তুমি প্রথমে ময়লা দাগে পা ফেলেছ, পরে আবার পরিষ্কার স্থানেও হেঁটেছ, তাই তোমার পা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।' তখন, আমরা মাসজিদে প্রবেশ করলাম এবং সালাত আদায় করলাম।"

আবুশ শা'সা ﵀ বলেছেন, "ইবনু উমার ﵁ মিনায় শুকিয়ে যাওয়া রক্ত লেগে থাকা রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটতেন। এরপরে তিনি মাসজিদে প্রবেশ করতেন, এবং পা না ধুয়েই সালাত আদায় করতেন।"

ইমরান বিন হুদাইর ﵀ বলেছেন, "জুমুআর সালাতে আমি আবূ মিজলাযের[৭৫] (রাহ.) সাথে হেঁটে মাসজিদে যেতাম। রাস্তায় কিছু ময়লা দাগ থাকত। কিন্তু তিনি তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় বলতেন, 'এগুলো কেবল শুষ্ক কালো দাগ।' তিনি খালি পায়ে হেঁটে মাসজিদে ঢুকতেন এবং পা না ধুয়েই সালাত আদায় করতেন।"

---

৭৫ একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ, মৃত্যু ১০০ বা ১০৬ কিংবা ১০৯ হিজরিতে। তাঁর ব্যাপারে ইমাম যাহাবি (রাহ.) বলেছেন, সিকাত তাবিঈদের একজন তবে তাদলীস করতেন। মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৩৫৬।

জুতা পরে সালাত আদায়

যদি কারও মোজা অথবা জুতায় নাপাকি লাগে, তা হলে সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী এগুলো মাটিতে ঘষে সম্পূর্ণ তুলে ফেলে সালাত আদায় করা অনুমোদিত। ইমাম আহমাদের এই বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে মুহাক্কিক যাঁরা, তাঁরা এই মতটিই গ্রহণ করে নিয়েছেন।

আবূ হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত নবি ﷺ বলেছেন,

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ

"যদি তোমাদের কারও জুতায় নাপাকি লাগে, তা হলে তার জন্য মাটিই পবিত্রকারক।"[৭৬]

আবূ সাঈদ আল খুদরি ﵁ বলেছেন, "যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সালাতে ইমামতি করছিলেন, তখন তিনি তার জুতা খুলে বাম পাশে রাখলেন। সাহাবিরা দেখে নিজেদের জুতাগুলোও খুলে রাখলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟—'তোমরা কেন জুতা খুললে?' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনাকে খুলতে দেখেছি, তাই আমরাও খুলে রেখেছি।'

৭৬ আস সুনান, ইমাম আবূ দাউদ : ৩৮৫, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সহীহ লিগাইরিহ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

'জিবরীল আমার কাছে এসে আমাকে জানিয়েছে যে, তাতে নাপাকি ছিল। যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে আসবে, তখন সে তার জুতো খুলে দেখবে, যদি তাতে নাপাকি দেখ, তা হলে সে মাটি দিয়ে মুছে নেবে, তারপর সেটা পরে সালাত আদায় করবে।"[৭৭]

মহিলাদের লম্বা পোশাকের ক্ষেত্রেও একই আইন। এক মহিলা উম্মু সালামাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি এমন এক নারী যে কাপড়ের আঁচল ঝুলিয়ে রাখে, আমি নাপাক স্থানেও চলাফেরা করি'; উম্ম সালামাহ উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ—'এর (ময়লার) পরে যা(রাস্তা)আছে, তা তাকে পবিত্র করে দেবে।'[৭৮]

নবি ﷺ নারীদের কাপড় ছেড়ে দেবার অনুমতি দিয়েছেন, যদিও সেটা ময়লা স্থান স্পর্শ করে। কিন্তু তিনি ﷺ তৎক্ষণাৎ তা ধুয়ে ফেলতে আদেশ দেননি। বরং ময়লা লাগা কাপড় মাটি দ্বারাই পবিত্র হয়ে যাবে।

---

৭৭ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১১১৫৩; আস সুনান, ইমাম আবূ দাঊদ :৬৫০, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৭৮ মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক : ৪৯; আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ২৬৪৮৮।

জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায়

শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত ব্যক্তি জুতা পরে সালাত আদায় করাকে সঠিক (এমনকি আরামদায়ক) মনে করে না, যদিও কিছু পরিস্থিতিতে নবি ﷺ তা করেছেন এবং সাহাবাদের এমন করতে আদেশ দিয়েছেন।

সাঈদ বিন ইয়াযিদ আল আযদি ﷺ আনাস বিন মালিক রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'নবি ﷺ কি জুতো পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"।[৭৯]

সাদ্দাদ বিন আউস ﷺ বর্ণনা করেন, নবি ﷺ বলেছেন,

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ

"তোমরা ইয়াহূদিদের বিরোধিতা করো। তারা মোজা বা জুতা পরে সালাত আদায় করে না।"[৮০]

ইমাম আহমাদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, "কেউ কি জুতা পরে সালাত আদায় করতে পারবে?" তিনি উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ!"

আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

---

৭৯ আস সহীহ, ইমাম বুখারি : ৩৮৬।

৮০ আস সুনান, ইমাম আবূ দাউদ : ৬৫২, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সনদ হাসান।

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

"যদি তোমাদের কেউ মাসজিদে আসে, তা হলে তার জুতা পরীক্ষা করা উচিত। যদি তাতে নাপাকি পাও, তা হলে পরিষ্কার করে সেটা পরে সালাত আদায় করবে।"[৮১]

---

৮১ আস সুনান, ইমাম আবূ দাঊদ : ৬৫০; আস সুনানুস সুগরা, ইমাম বাইহাকি : ৪২৫০, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিরা সহীহ বলেছেন।

উটের আস্তাবলে সালাত আদায়

রাসূল ﷺ শুধুমাত্র নিষিদ্ধ স্থানসমূহ, যেমন : কবরস্থান, শৌচাগার, গোসলখানা, উটের আস্তাবল ব্যতীত যে-কোনো স্থানে থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন। তিনি ﷺ বলেছেন,

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَيْنَمَا أَدْرَكَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ صَلَّى

"সমস্ত জমিন আমার জন্যে মাসজিদ (সালাতের স্থান) ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে ব্যক্তি যেখানে সালাত পাবে, সেখানেই সালাত আদায় করবে।"[৮২] তিনি কখনো কখনো খোঁয়াড়েও সালাত আদায় করেছেন।

ইবনুল মুনযির ﷺ বলেছেন, "সমস্ত বিজ্ঞ আলিমগণ একমত যে, খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করা বৈধ, শুধুমাত্র ইমাম শাফেয়ী ﷺ ব্যতীত। তিনি বলেছেন, 'আমি এটা মাকরূহ মনে করি। তবে যদি খোঁয়াড়ে পশুর গোবর না থাকে, তা হলে তা ভিন্ন কথা।'

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

---

৮২ আস সুনানুল কুবরা, ইমাম নাসাঈ : ৮১৭; আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি : ১০১৯।

"বকরির খোঁয়াড়ে সালাত আদায় কর, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে নয়।"[৮৩]

ইমাম আহমাদ ﵀ আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল ﵁-র একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, "নবি ﷺ বলেছেন,

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ

'তোমরা বকরির খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করতে পারো, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে সালাত পড়ো না। কেননা, তা শয়তানের থেকে সৃষ্ট।'[৮৪]

একই হাদীস জাবির বিন সামুরাহ ﵁, বারা বিন আযিব ﵁, উসাঈদ বিন হুদাইর ﵁ এবং যুল গুররাহ[৮৫] ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

নবি ﷺ বলেছেন,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ

"গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত সমগ্র জমিনই মাসজিদ (সালাত আদায়ের স্থান)।"[৮৬] সুতরাং, সন্দেহপ্রবণ সেসব মানুষ, যারা কার্পেটের ওপর জায়নামাজ বিছানো ব্যতীত সালাত আদায় করে না—এ ব্যাপারে নির্দেশনা কোথায়?

ইবনু মাসঊদ ﵁-এর বক্তব্যই এসব লোকদের প্রাপ্য যে, "হয় আপনি নবি ﷺ-এর সাহাবিদের থেকে বেশি হেদায়েতপ্রাপ্ত, না হয় আপনি পথভ্রষ্ট!"

---

৮৩ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১৬৭৯৯; আস সুনান, ইমাম তিরমিযি : ৩৪৮, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সহীহ।

৮৪ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ২০৫৭১, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সনদ সহীহ।

৮৫ যুল গুররাহ আল জুহানি (রা.), একজন সাহাবি ছিলেন। তাঁর নাম ও নসব নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। তাকরীবুত তাহযীব, ইমাম ইবন হাজার আসকালানি : ৩১৪।

৮৬ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১১৭৮৮; আস সুনান, ইমাম আবূ দাঊদ : ৪৯২; আস সুনান, ইমাম ইবন মাজাহ : ৭৪৫, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে হাদীস সহীহ।

সাহাবিদের খালিপায়ে মাসজিদে গমন

ইয়াহইয়া বিন ওয়াসসাব ﷺ বলেছেন, "আমি ইবনু আব্বাস ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেউ যদি ওজু করে, তা হলে কি সে খালিপায়ে মাসজিদে যেতে পারবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, এতে কোনো সমস্যা নেই।'

কুমাইল ইবনু যিয়াদ ﷺ বলেছেন, "আমি আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ-কে দেখেছি ভারী বৃষ্টিতে হাঁটতে, অতঃপর মাসজিদে গিয়ে পা না ধুয়ে সালাত আদায় করতে।"

ইবরাহীম নাখয়ী ﷺ বলেছেন, "নবি ﷺ-এর সাহাবিরা ﷺ বৃষ্টিতে হাঁটতেন (ভেজা কাদামাটিতে), এবং মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতেন।"

ইবনুল মুনযির ﷺ বলেছেন, "ইবনু উমার ﷺ খালিপায়ে মিনায় এলেন, অতঃপর পুনরায় ওজু করা ব্যতীত সালাত আদায় করলেন।" তিনি আরও বলেছেন, "যারা এই মতকে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছে—আলকামাহ ﷺ, আসওয়াদ ﷺ, আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল ﷺ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ﷺ, শা'বি ﷺ, ইমাম আহমাদ ﷺ, ইমাম আবূ হানীফা ﷺ, ইমাম মালেক ﷺ এবং শাফেয়ী ﷺ মাজহাবের কিছু আলিম। এটাই অধিকাংশ আলিমদের মত; কারণ, যদি এটা ওজু ভঙ্গের কারণ হতো, তা হলে আল্লাহর বান্দাদের জন্য এটা কষ্টকর হয়ে যেত, যা ইসলামের উদ্দেশ্যের বিপরীত; যেমনটি কাফেরদের খাদ্য ও পোশাকের ক্ষেত্রে রয়েছে।

আবুল বারাকাত ইবনু তাইমিয়্যা[৮৭] ﵀ বলেছেন, "এসব কিছু শুষ্কতার সাথে সাথে মাটির পবিত্রতা বাড়ায়। কেননা বাজার, মাসজিদ কিংবা অন্য যেসব পথে মানুষ বেশি চলাচল করে, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে নাপাকি পাওয়া যায় না। যদি মাটি শুষ্ক হবার পরেও পাক না হয় আর নাপাকির প্রভাব রয়ে যায়, তা হলে যে সেটা দেখবে, সে নাপাক এলাকটুকু এড়িয়ে যাবে"।

নবি ﷺ মানুষকে মাসজিদে ঢোকার আগে স্যান্ডেল মাটিতে ঘষা দিতে আদেশ দিতেন, যদি তাতে কোনো নাপাকি দেখা যেত। যদি এতে মাটি অপবিত্র হয়ে যেত, তা হলে তিনি ﷺ এটা করতে বলতেন না। কারণ, অন্যান্যরা খালিপায়ে সেই পথে আসবে।"

এটা হচ্ছে ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-এর অভিমত। আবূ কিলাবাহ ﵀ বলেছেন, "মাটির শুষ্কতাই তার পবিত্রতা।"

---

৮৭ তিনি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা (রাহ.)-এর দাদা। হাম্বলি মাযহাবের অন্যতম স্তম্ভ এবং হাম্বলি মাযহাবে শাইখুল ইসলাম হিসেবে বরিত। তাঁর অমরকীর্তি আল মুন্তাকা মিন আহাদিসিল আহকামের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে ইমাম শাওকানি (রাহ.) রচিত নাইলুল আওতার।

কাপড়ে মযি[৮৮] লাগার বিধান

সাহল বিন হুনাইফ ﵁ ঘনঘন মযি বের হওয়া নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন। তাই সে নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন, إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ—'এ ক্ষেত্রে তোমার জন্য ওজুই যথেষ্ট।' তিনি ﵁ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা যদি আমার কাপড়ে লাগে, তখন আমার কী করতে হবে?

يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ

তিনি ﷺ উত্তরে বললেন, 'এক অঞ্জলি পানি নিয়ে যেখানে লেগেছে বলে দেখতে পাবে, সেখানে ঐ পানি ছিটিয়ে দেবে।'[৮৯]

সুতরাং মযি লাগা স্থানে পানি ছিটা মারা জায়েয, যেমনটা ঘটে ছেলে শিশুর প্রস্রাবের ক্ষেত্রে[৯০]।[৯১]

শায়খ ইবনে তাইমিয়্যা ﵀ বলেছেন, "এটাই সঠিক মত; কারণ, যুবকদের এটি ঘনঘন ঘটার কারণে এই নাপাকি প্রতিরোধ করা কঠিন।

---

৮৮ উত্তেজনার অবস্থায় লজ্জাস্থান দিয়ে যে হালকা আঠালো পানি নির্গত হয় তাকে মযি বলা হয়। এটি মনি বা বীর্যের চেয়ে অনেক পাতলা হয়।

৮৯ আস সুনান, ইমাম তিরমিযি : ১১৫, ইমাম তিরমিযি (রাহ.)-এর মতে হাসান সহীহ।

৯০ এটা হাম্বলি মাযহাবের মত। বাকি তিন মাযহাব এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। দরসে তিরমিযি, মুফতি তাকি উসমানি : ১১৫ এর আলোচনা।

৯১ উম্মু কায়স বিনতু মিহসান ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি তার শিশু পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। তার শিশু পুত্রটি তখনও কঠিন খাদ্য খেতে শুরু করেনি। তিনি শিশুটিকে রাসূল ﷺ-এর কোলে রেখে দিলেন। সে তাঁর কাপড়ে প্রস্রাব করে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে তিনি পানি ছিটিয়ে দেয়া ছাড়া অধিক কিছুই করলেন না। [বুখারি, মুসলিম ও সুনান রচয়িতা চার ইমাম হাদীসটিকে লিপিবদ্ধ করেছেন]

শৌচকাজের পরে পবিত্রতা অর্জনে পাথরের ব্যবহার এবং পুঁজের ব্যাপারে শারীআতের হুকুম

শীত কিংবা গ্রীষ্ম উভয় সময়েই নবি ﷺ (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার পরে) পবিত্রতা অর্জনে পাথর ব্যবহার করতেন—এই সুন্নাহ'র ব্যাপারে সমস্ত আলিমদের ইজমা (ঐক্যমত) সংঘটিত হয়েছে। যদিও যায়গাটি ঘামে-ভেজা থাকত এবং কাপড়ের ভিতরের ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল; তবুও তিনি ﷺ কখনো তা ধুয়ে ফেলতে আদেশ করেননি।

এ ছাড়াও কোনো প্রাণী—যেমন : ঘোড়া, গাধা, সিংহ ইত্যাদির মল লাগলে তা থেকে যে-কোনো ধরনের পবিত্রতা অর্জন থেকে তিনি আমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন—এই মর্মে ইমাম আহমাদ ﵀ কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত একটি বর্ণনায় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এগুলো এড়ানো কঠিন বিধায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা ﵀-ও এর অনুমোদন দিয়েছেন।

আল ওয়ালিদ বিন মুসলিম ﵀ বলেছেন, "আমি আওযায়িকে বললাম, 'যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম, সেসব প্রাণীর মূত্রের ব্যাপারে (শরীয়তের নীতিমালা) কী হবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'যুদ্ধের সময় তাঁরা (সাহাবারা) এসব দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁদের দেহ বা কাপড় থেকে তা ধুয়ে ফেলতেন না।

শায়খ ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেছেন, শরীর বা কাপড় থেকে পুঁজের দাগ পরিষ্কার করা

জরুরি নয়, কারণ, এটা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই।

আল-বারাকাত ﷺ এর মতো কিছু আলিম দাবি করতেন যে, পুঁজ পবিত্র; যেহেতু ইবনে উমার ﷺ তার দেহে পুঁজ দেখলে কখনো সালাত বন্ধ করতেন না, যেমনটি রক্ত দেখলে বন্ধ করতেন। হাসান থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

যখন পুঁজ শরীরে কাপড়ে লাগে, (তখন করণীয় সম্পর্কে) আবূ মিজলায ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, 'এটা অপবিত্র নয়; কারণ, আল্লাহ্ তাআলা রক্ত (অপবিত্র হিসেবে) উল্লেখ করেছেন, পুঁজের কথা উল্লেখ করেননি।

ইসহাক ইবনু রাহওয়াইয়্যাহ ﷺ বলেছেন, 'আমার কাছে রক্ত ব্যতীত বাকি সব কিছুই দুর্গন্ধযুক্ত ঘামের মতো, যাতে ওজু করতে হয় না।

ইমাম আহমাদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, "আপনার বিচারে রক্ত ও পুঁজ কি সমান?" তিনি উত্তরে বললেন, "না, কেউ কখনো রক্তের অপবিত্রতার ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করেনি, যেমনটি পুঁজের বেলায় করেছে।" তিনি আরও বললেন, "আমার নিকট জমাটবদ্ধ গাঢ় পুঁজ, পাতলা প্রবাহিত পুঁজ এবং ফোঁড়ার রস রক্ত থেকে সহজতর।"

ইমাম আবূ হানীফা ﷺ বলেছেন, "যদি একটি ইঁদুরের মল গমের মধ্যে পতিত হয়ে মিশে যায় বা চর্বিতে মিশ্রিত হয়, তা হলে ততক্ষন পর্যন্ত খাওয়া জায়েজ, যতক্ষণ না এর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি পানিতে পতিত হয়, তা হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে।"

ইমাম শাফিয়ী ﷺ-এর এক সাথি বলেছেন যে, যদি গম মাড়াইয়ের সময় গাধার প্রস্রাব মেশে, তবুও তা ধোয়া ব্যতীতই খাওয়া জায়েজ। এবং তিনি এটাও বলেছেন যে, সালাফগণ এই এর থেকে বেঁচে থাকতেন না।

আয়িশা ﷺ বলেছেন, "আমরা গোশত খেতাম, তখনও রান্নার পাত্রে রক্তের দাগ লেগে থাকত (গোশত থেকে ঝরা রক্ত)।"

কুকুর কর্তৃক শিকারকৃত পশু খেতে আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু কখনো তা থেকে কুকুরের মুখের দাগ পরিষ্কারের হুকুম দেননি; না কখনো নবি ﷺ হুকুম দিয়েছেন, আর না সাহাবিদের কেউ!

সাহাবাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ও তাঁদের সাথিরা—যেমন: আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ,

আতা ইবনু আবী রাবাহ্ ﷺ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ﷺ, তাউস ﷺ, সালিম ﷺ, মুজাহিদ ﷺ, শাবি ﷺ, ইবরাহীম নাখয়ী ﷺ, যুহরি ﷺ, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আনসারি ﷺ, হাকাম ﷺ, আওযায়ি ﷺ, মালিক ইবনু আনাস ﷺ, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইয়্যাহ্ ﷺ, আবূ সাওর ﷺ এবং ইমাম আহমাদ ﷺ প্রমুখ সকলেই এই মর্মে রায় দিয়েছেন যে, যদি কেউ সালাতের পরে কোনো নাপাকির চিহ্ন বা ছাপ তার দেহে বা কাপড়ে দেখতে পায়, কিন্তু এ ব্যাপারে সে অবহিত ছিল না অথবা জানত কিন্তু মনে ছিল না কিংবা তা অপসারণে অক্ষম, তা হলে তার সালাত হয়ে যাবে; তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না।

সালাতের সময় শিশুদের বহন

রাসূলুল্লাহ ﷺ জয়নাব ﵂-এর কন্যা উমামাকে কাঁধে রেখেই সালাত আদায় করেছেন। তিনি রুকূ করার সময় তাঁকে রেখে দিতেন। দাঁড়ালে আবার কাঁধে তুলে নিতেন। এমনিভাবে তিনি তাঁর সালাত শেষ করেছেন।[৯২]

এই হাদীসটি স্তন্যদানকারিণী মায়ের পোশাকে, কিংবা মাসিক চলাকালীন নারীর পোশাকে বা শিশুদের নিয়ে সালাত আদায় করার বৈধতার প্রমাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত এতে নাপাকি থাকার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা না যায়।

আবূ হুরাইরা ﵁ বলেছেন, "আমরা নবি ﷺ-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি ﷺ সিজদায় গেলেন, তখন হাসান ﵁ ও হুসাইন ﵁ তাঁর পিঠে চড়ে বসল। যখন তিনি ﷺ মাথা তুললেন তখন তাঁদের মৃদুভাবে পেছন থেকে ধরলেন এবং জমিনে নামিয়ে রাখলেন। তিনি আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলে তারাও চড়ে বসল। তিনি ﷺ সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত এমনটি করলেন।"[৯৩]

শাদ্দাদ বিন আল-হাদ ﵁ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "নবি ﷺ হাসান অথবা হুসাইন ﵁-কে কাঁধে নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তিনি তাঁকে রেখে সালাতে ইমামতি করার জন্য তাকবীর বললেন। অতঃপর সালাত আদায় করলেন।

---

৯২ আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ৫৪৩; আস সুনানুস সুগরা, ইমাম নাসাঈ : ৮২৭।

৯৩ আস সুনান, ইমাম আহমাদ : ২০৫১৬, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে হাদীস সহীহ, সনদ হাসান।

সালাতের সময় একটি সিজদাহ তিনি দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর (সালাত) শেষে তিনি বললেন,

ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ

'আমার নাতী আমার পিঠে চড়েছিল, তাঁর প্রয়োজন শেষ হবার আগেই তাড়াহুড়ো করা আমি অপছন্দ করেছি"[৯৪]

আয়িশা ﵂ বলেছেন, "আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই কম্বলের নিচে রাত কাটাতাম। অথচ আমি তখন হায়িয অবস্থায় থাকতাম। আমার হায়িযের রক্ত তাঁর শরীরে লেগে গেলে তিনি শুধু ঐ স্থানটুকু ধুয়ে ফেলতেন, এর অতিরিক্ত ধুতেন না। অতঃপর তিনি ঐ কাপড়েই সালাত আদায় করতেন।"[৯৫]

আয়িশা ﵂ আরও বর্ণনা করেছেন, "আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবি ﷺ-কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, তিনিও পাত্রের সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন।"[৯৬]

---

৯৪ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১৬০৩৩, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সনদ সহীহ।

৯৫ আস সুনান, ইমাম আবূ দাঊদ : ২৬৯; আস সুনানুস সুগরা, ইমাম নাসাঈ : ২৮৪।

৯৬ আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ৩০০(১৪)।

মুশরিকদের তৈরি পোশাক

নবি ﷺ মুশরিকদের তৈরি পোশাক পরে সালাত আদায় করেছেন। উমার বিন খাত্তাব ؓ প্রস্রাবে রঞ্জিত একটি কাপড় পরার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই উবাই ؓ তাঁকে বললেন, 'আপনি এগুলো নিজের জন্য কেন হারাম করে নিচ্ছেন? নবি ﷺ এগুলো পরেছেন এবং এটি তাঁর সমসাময়িক লোকজনও ব্যবহার করেছেন। যদি এটা পরা অবৈধ হতো, তা হলে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিতেন।' উমার ؓ উত্তরে বললেন, 'তুমি সঠিক (বলেছ)।'

যখন উমার ইবনুল খাত্তাব ؓ জাবিরায় আসলেন, তিনি একজন খ্রিস্টানের কাছ থেকে এক ফালি কাপড় কিনলেন এবং (গায়ের) ওপর জড়িয়ে নিলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তাঁর নিজের কাপড় ধুচ্ছেন। তিনি খ্রিস্টানদের একটি পাত্র ব্যবহার করে ওজুও করলেন।

সালমান ফারিসি ؓ এবং আবূ দারদা ؓ এক খ্রিস্টান মহিলার বাড়িতে সালাত আদায় করেছেন। আবূ দারদা ؓ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার বাড়িতে কি কোনো পবিত্র যায়গা আছে, যেখানে আমরা সালাত আদায় করতে পারি?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমরা অন্তর পরিষ্কার কর, এবং যেখানে তোমার পছন্দ হয়, সেখানে সালাত আদায় কর।' অতঃপর সালমান ফারিসি ؓ আবূ দারদা ؓ-কে বললেন, 'তার কথা মেনে নিন।'

উন্মুক্ত পাত্রের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার

সাহাবিগণ এবং তাবেয়িগণ উন্মুক্ত পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) ওজু করতেন। তথাপি তাঁরা কখনো জিজ্ঞাসা করেননি যে, (এই পানি) পবিত্র কি না?

ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ﵀ বলেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ আমর ইবনুল আস ﵁-সহ একদল লোকের সাথে বাইরে যাত্রা শুরু করলেন। যখন তাঁরা একটি হাউজের কাছে পৌঁছুলেন, তখন হাউজের মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আপনার হাউজ থেকে কি সিংহ (বা বন্য প্রাণী) পানি পান করে?' উমার ﵁ বাধা দিয়ে ঐ লোককে বললেন, 'আপনার আমাদের বলার দরকার নেই; কেননা তারা (সিংহ বা বন্য প্রাণী) আমাদের পানি খায়, আমরা তাদের পানি খাই।'[৯৭]

নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আমরা কি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওজু করতে পারি? তিনি ﷺ বললেন, نعم وبما أفضلت السباع كلها—হ্যাঁ, এবং সকল হিংস্র জানোয়ারের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়েও।"[৯৮]

যদি কারও ওপরে ছাদের নালা দিয়ে কিছু পড়ে এবং সে নিশ্চিত নয় যে, সেটা

---

৯৭ হাদীসটি ইমাম মালেক ﵀ তাঁর আল-মুয়াত্তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৯৮ আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি : ১১৭৮; ইমাম নববি (রাহ.)-এর মতে দ্বইফ, আল মাজমু : ১/১৭৩।

পানি নাকি প্রস্রাব, তা হলে এটা নিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। যদি কাউকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তা হলে পতিত জিনিসের অপবিত্রতা সম্পর্কে জানা থাকলেও তার উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ একবার তার সঙ্গীর সাথে হাঁটছিলেন, এবং (এমন সময়) তাঁর মাথায় কিছু একটা পরল। তাঁর সঙ্গী মানুষদের জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের পানি কি পবিত্র?' উমার ﵁ বাধা দিয়ে তাদের বললেন, 'হে মানুষেরা, আমাদের বলার দরকার নেই (এটা পবিত্র নাকি অপবিত্র)। এবং (তারপর) হেঁটে চলে গেলেন।'[৯৯]

শায়খ ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেছেন, 'একইভাবে যদি নরম কোনো বস্তু কারও পায়ে বা লম্বা কাপড়ে লাগে এবং সে এর প্রকৃতি (পবিত্র নাকি অপবিত্র) সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে, তা হলে ঐ ব্যক্তির তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা উচিত নয়।' উমার ﵁-এর উদাহরণই এ ক্ষেত্রে তাঁর জন্য সেরা।

এটাই ফিকহ[১০০]। কারণ, আইন একজনের ওপর কার্যকর হয়, তাঁর যুক্তি ও কারণ জানার পরে, অন্যথায় তা ক্ষমাযোগ্য। যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা করা হয়েছে, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত নয়।

---

৯৯ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ﵀ লিপিবদ্ধ করেছেন।

১০০ ফিকহ (আরবি ভাষায় : الفقه) হলো ইসলামি আইনশাস্ত্র, যা অধ্যয়নের মাধমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল বিষয়ে ইসলামি শারীআতের বিধান জানা যায়। কুরআন ও হাদীসের মৌলিক বিধানগুলোর যে প্রায়োগিক রূপ হলো ফিকহশাস্ত্র। বাংলা ভাষায় এটিকে ফিকহ, ফিকহশাস্ত্র এবং ইলমুল ফিকহও বলা হয়। [অনুবাদক]

অল্প রক্ত বের হওয়া অবস্থায় সালাত আদায়

ইমাম বুখারি ﷺ বলেছেন, "হাসান আল-বাসরি বলেছেন, 'ক্ষত নিয়েও মুসলিমরা সালাত আদায় করতে পারে।'

তিনি আরও বলেছেন, "ইবনু উমার ﷺ একটি ক্ষতে চাপ দিলে তা থেকে রক্ত বের হলো অথচ তিনি পুনরায় ওজু করলেন না। ইবনু আবী আওফা রক্তমিশ্রিত থুতু ফেললেন এবং তখনো তিনি সালাত চালিয়ে গেলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়া অবস্থায়ও সালাত আদায় করতেন।"

দুধ পান করানো নারীর কাপড়

নবি ﷺ-এর সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত (বাচ্চাদের) দুধ পান করানো নারীরা তাঁদের সাধারণ পোশাকেই সালাত আদায় করে, যদিও বাচ্চারা তাদের কাপড়ে বা দেহে বমি করে দেয়। এবং তাদের সেটা পরিষ্কারের প্রয়োজন নেই, কারণ বাচ্চার মুখনিঃসৃত লালা তার মুখকে প্রয়োজনের কারণে পবিত্র করে, যেমন বিড়ালের মুখের লালা তার মুখকে পবিত্র করে।

আল্লাহর নবি ﷺ বিড়াল প্রসঙ্গে বলেছেন,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"সে অপবিত্র নয় এবং তোমাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে ও তোমাদের আশ্রিত প্রাণী।"[১০১] তিনি ﷺ একবার একটি পানির পাত্র বিড়ালের জন্য কাত করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিড়ালটি পাত্রটি থেকে সামান্য পান না করে।[১০২]

অতএব নবি ﷺ সেই পানি থেকে ওজু করতেন, যেই পানি থেকে বিড়াল পান করত, যদিও সে ইঁদুর ও অন্যান্য সৃষ্টি ভক্ষণ করে।

সাহাবিরা ﷺ এবং তাবিঈরা তাঁদের রক্তমাখা তলোয়ার বহন করে সালাত আদায় করতেন। তাঁরা সেগুলো কেবল (রক্ত) মুছে ফেলতেন।

ইমাম আহমাদ ﷺ কসাইয়ের ছুরি শুধুমাত্র মুছে ফেললেই পবিত্র হবে বলে মত দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, অপবিত্র কাপড় দড়ির ওপরে নাড়া হলে পরবর্তী কালে দড়ি যদি রোদের নিচে থাকে, তা হলে সেটা পবিত্র হয়ে যায়। এর ওপরে পরবর্তীতে পবিত্র কাপড়ও নাড়া যাবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ﷺ-এরও মত যে, পৃথিবীর মাটি সূর্য ও বাতাসের মাধ্যমে এই পরিমাণ পবিত্র হয় যে, এই মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা বৈধ।

ইবনু উমার ﷺ বলেছেন, "কুকুর এসে মাসজিদে প্রস্রাব করে যেত, এবং সাহাবারা কখনোই তাঁর ওপর কোনো পানি ছিটিয়ে দেননি"। কারণ, মাটি সূর্য ও বাতাসের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়।[১০৩]

নবি ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের সুন্নাহ অনুযায়ী পানি তখনই অপবিত্র হয়, যখন এর (বর্ণ

---

১০১ আস সুনান, ইমাম আবূ দাঊদ : ৭৫, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সহীহ।
১০২ নাসবুর রায়া, ইমাম যাইলাঈ : ১/১৩৩, এর সনদে ওয়াকিদি আছেন, যার ওপর কালাম করা হয়েছে।
১০৩ সেসময় মাসজিদ একরকম উন্মুক্তই ছিল, আর মেঝে ছিল মাটির।

ও স্বাদে) পরিবর্তন ঘটে, এমনকি তা যদি সামান্য পরিমাণেও হয়।[১০৪]

এটা হচ্ছে মদীনার এবং আমাদের অধিকাংশ সালাফদের অভিমত। এটা হচ্ছে—আতা ইবনু আবী রবাহ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, জাবির বিন যাইদ, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরি, মালিক বিন আনাস, আব্দুর রহমান বিন মাহদি এবং ইবনে মুনযির ﷬ প্রমুখ আলিমদের মত। এটা ইমাম আহমাদ ﷬ ও আমার সামসময়িক—যেমন : ইবনে উকাইল, আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস, এবং তাঁর শায়েখ ইবনু আবী উমার প্রমুখ আলিমদের অভিমত।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, "নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

'নিশ্চয় পানিকে কোনো কিছু অপবিত্র করে না।'"[১০৫]

আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ বলেছেন, "একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আমরা কি (মদীনাহ'র) 'বুদাআহ' নামক কূপের পানি দিয়ে ওজু করতে পারি? কূপটির মধ্যে মেয়ে লোকের হায়িযের ন্যাকড়া, কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ—'পানি পবিত্র, কোনো কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না।'[১০৬]

আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

---

১০৪ মূলত এটা মালিকী মাযহাবের গৃহীত মাসআলা। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রাহ.) ও তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনু কায়্যিম (রাহ.) এ ক্ষেত্রে মালিকীদের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এই মতও ইমাম আহমাদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত আছে। অন্য দিকে হাম্বলি মাযহাবের মূল মত হচ্ছে পানি যদি দুই কুল্লাহর বেশি হয়, তা হলে নাপাকি পড়ার কারণে এর রং, গন্ধ বা স্বাদের কোনো একটি বা একাধিকটি পরিবর্তিত হলে পানি নাপাক বলে বিবেচ্য হবে; কিন্তু পানি যদি দুই কুল্লাহর কম হয়, তা হলে নাপাকি পড়লেই তা নাপাক বলে বিবেচ্য হবে। আল উমদাতুত তালিব, ইমাম বুহুতি (রাহ.), কিতাবুত তাহারাত।

কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ—"পানি দুই কুল্লাহ হলে তাকে কোনো কিছু নাপাক করে না।" আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ৪৮০৩, আল্লামাহ শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে হাদীস সহীহ, সনদ হাসান।

আধুনিক হিসেবে দুই কুল্লাহ কত লিটার হবে এ নিয়ে হাম্বলি উলামাদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মতে হচ্ছে ১৯০ লিটার। আধুনিক মতটা জানিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন শাইখ সালিহ আল ফাওযান ও শাইখ নাসির আশ শাসরির (হাফি.) ছাত্র মাওলানা মাইনুদ্দিন আহমাদ(হাফি.)।—সম্পাদক

১০৫ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ২১০০; আস সুনানুস সুগরা, ইমাম নাসাঈ : ৩২৫, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সহীহ লি গাইরিহ।

১০৬ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১১২৫৭; আস সুনান, ইমাম তিরমিযি : ৬৬, ইমাম তিরমিযি (রাহ.)-এর মতে হাদীস হাসান।

الماءُ لا ينجِّسُهُ شيءٌ إلا ما غلبَ على ريحِهِ وطعمِهِ ولونِهِ

"গন্ধ বা স্বাদ কিংবা রঙের পরিবর্তন না ঘটালে কোনো কিছুই পানিকে অপবিত্র করে না"[১০৭]

আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, নবি ﷺ-কে মক্কা ও মদীনার মাঝের ঐ পুকুরের পানির পবিত্রতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যা থেকে হিংস্র প্রাণি, কুকুর এবং গাধা নিয়মিত পানি পান করে। তিনি উত্তরে বললেন, لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُور—"যা তারা পেটে পুরেছে, সেগুলো তাদের; আর এ ছাড়া যা রয়েছে, তা আমাদের জন্য পবিত্র"[১০৮]

ইমাম বুখারি ﷺ বলেন, যুহরি ﷺ বলেছেন, "কোনো পানির স্বাদ, গন্ধ ও রঙ পরিবর্তনের আগে সেটা ব্যবহারে কোনো ক্ষতি নেই।"

---

১০৭ আস সুনান, ইমাম ইবন মাজাহ : ৫২১; ইমাম বূসিরির (রাহ.) সনদকে দ্বইফ বলেছেন। দেখুন সুনান ইবন মাজাহতে আল্লামা মুহাম্মাদ ফু'আদ আল বাকির (রা.) তালীক। আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (রাহ.) লিখেছেন ,এই হাদীস সনদের দিক দিয়ে দ্বইফ তবে অর্থগতভাবে সহীহ। মাজমুউল ফাতাওয়া : ১১/৮৮; ইমাম ইবন আব্দুল বারর (রাহ.); এজন্য বিধানগতভাবে এই হাদীসকে সাবিত বলেছেন; আল ইযতিযকার : ১/২০১।

১০৮ আস সুনান, ইমাম ইবন মাজাহ : ৫১৯, ইমাম বূসিরির (রাহ.) মতে সনদ দ্বইফ, দেখুন ইবন মাজাহতে আল্লামা মুহাম্মাদ ফু'আদ আল বাকির (রাহ.) তা'লীক।

আহলে কিতাবদের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ

নবি ﷺ আহলে কিতাবদের[১০৯] দাওয়াত কবুল করতেন এবং তাদের দেওয়া খাদ্য খেতেন। একজন ইয়াহুদি তাঁকে দাওয়াত দিয়েছিল এবং তাঁকে যবের তৈরি রুটি ও চর্বি খেতে দিয়েছিল। মুসলিমরাও আহলে কিতাবদের দেওয়া খাদ্য খেত।

উমার ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه আহলে কিতাবদের ওপর এই আইন জারি করেছিলেন যে, তাদের মুসলিম মুসাফিরদের দাওয়াত দিতে হবে। তখন তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের খাদ্য থেকে তাদের (মুসলিম মুসাফির) খাওয়াও।" আর আল্লাহ তাআলা কুরআনে এর বৈধতা প্রদান করেছেন।

যখন উমার رضي الله عنه শামে[১১০] এসেছিলেন, তখন আহলে কিতাবেরা তাঁকে দাওয়াত দিয়েছিল এবং তাঁর জন্য খাবার প্রস্তুত করেছিল। তিনি رضي الله عنه জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এটা কোথায়?' তারা উত্তরে বলেছিল, 'এটা গির্জার মধ্যে।' তিনি গির্জায় প্রবেশ নিজের জন্য অপছন্দনীয় মনে করেছিলেন এবং আলি رضي الله عنه-কে বলেছিলেন, 'লোকদের ভিতরে নিয়ে যাও।' আলি رضي الله عنه মুসলিমদের নিয়ে গির্জায় প্রবেশ করেছিলেন এবং তাদের দেওয়া খাবার খেয়েছিলেন। আলি رضي الله عنه গির্জার দেয়ালে টানানো একটি ছবির দিকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'কী হতো, যদি বিশ্বাসীদের নেতা এখানে ঢুকতেন এবং খাবার খেতেন?'

---

১০৯ আহলে কিতাব হচ্ছে, যাদের ওপর আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন। যেমন বর্তমানের খ্রিস্টান ও ইয়াহুদি সম্প্রদায় হচ্ছে আহলে কিতাব। (অনুবাদক)

১১০ প্রাচীন শাম বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, ইসরাইল ও জর্দান জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

পৌত্তিলকতা এবং বৈধ বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করার মধ্যে সাদৃশ্যতা

ইমাম আহমাদ ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, নবি ﷺ বলেছেন, بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ— "আমি উদার সঠিক ধর্মসহ প্রেরিত হয়েছি।"[১১১] অতএব, ইসলাম যে সঠিক ও উদার, তিনি ﷺ স্বীয় সত্তায় এই বাস্তবতাকে একত্রিত করেছেন। তাওহীদের দিক দিয়ে ইসলাম সঠিক এবং আমলের ব্যাপারে ইসলাম উদার। ইসলাম দুটি বিষয়ের বিরোধিতা করে। একটি হচ্ছে বহু-ঈশ্বরবাদ (শিরক) এবং অপরটি হালালকে হারাম সাব্যস্ত করা, উভয় বিষয়ই নবি ﷺ উল্লেখ করেছেন হাদীসে কুদসীতে; যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِيَ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ بِهِ سُلْطَانًا

"আমি আমার সব বান্দাকে সঠিক দ্বীনের ওপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের কাছে আসে এবং দ্বীন (ইসলাম) থেকে তাদের পথভ্রষ্ট করে। এরপর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি, তা তাদের হারাম করে দেয়, এবং আমার

---

১১১ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ২২২৯১; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে সনদ দ্বইফ। তবে হাসান সনদে সামান্য শব্দপার্থক্যসহ একই অর্থে বর্ণিত আছে "إني أُرسلت بحنيفية سمحة", আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ২৪৮৫৫।

সাথে শিরক করতে নির্দেশ দেয়, যে বিষয়ে আমি তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নাযিল করিনি।"[১১২]

বহু-ঈশ্বরবাদ এবং হালালকে হারাম মনে করা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। সূরা আল-আন'আম ও সূরা আল-আ'রাফ-এ আল্লাহ তাআলা বহু-ঈশ্বরবাদীদের তিরস্কার করেছেন।

নবি ﷺ দ্বীনের মধ্যে সংকীর্ণতাকে অপছন্দ করতেন এবং এর অন্তঃসারহীনতার ব্যাপারে আমাদের জানিয়ে বলেছেন,

أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

"অধিক ঝগড়া ও বচসাকারীরা ধ্বংস হবে"—কথাটি তিনি তিনবার বললেন।"[১১৩]

ইবনু আবী শাইবা ﷺ বলেছেন, "আবূ উসামা বর্ণনা করেছেন যে, মিসআর বলেছেন, 'মা'ন বিন আব্দির রহমান আমার কাছে একটি কিতাব নিয়ে আসলেন এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন যে, এটি তাঁর পিতা লিখেছেন। সেই কিতাবে এটা লেখা ছিল যে, আব্দুল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ عَلَى الْمُتَنَطِّعِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنِّي لَأَرَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ أَشَدَّ خَوْفًا عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ

আল্লাহর শপথ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। গোঁড়াপন্থী সীমালংঘনকারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অধিক কঠোর অন্য কাউকে আমি দেখিনি। তেমনিভাবে তাদের বিরুদ্ধে আবূ বাকর ﷺ-এর চেয়ে অধিক কঠোর আর কাউকেও দেখিনি। আর তাদের বিরুদ্ধে বা তাদের জন্য উমার ﷺ-এর চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর আর কাউকে দেখিনি।"[১১৪]

নবি ﷺ তাদের অপছন্দ করতেন, যারা সুন্নাহ অনুসরণে পণ্ডিতি করতেন। একবার

---

১১২ শরহু মুশকিলিল আসার, ইমাম তহাভি : ৩৮৭৫; আস সহীহ, ইমাম ইবন হিব্বান : ৬৫৫।

১১৩ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ৩৬৫৫; আস সুনান, ইমাম আবূ দাঊদ : ৪৬০৮; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে এর সনদ ইমাম মুসলিম (রাহ.)-এর শর্তে সহীহ।

১১৪ আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবন আবী শাইবাহ : ৪২৮; আস সুনান, ইমাম দারিমি : ১৪০, মুহাক্কিক হুসাইন সালিমের মতে সহীহ।

যখন তিনি সাওমে বিসাল[১১৫] করতে দেখলেন, তিনিও তাঁদের সাথে সওমে বিসাল করলেন এবং চাঁদ দেখার পর বললেন,

لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ

"যদি চাঁদ দেরি করে উঠত, তা হলে আমিও তোমাদের সাওমের সময় বাড়িয়ে দিতাম", তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার জন্য।[১১৬]

সাহাবি ﷺ-গণ কখনোই অতিরিক্ত আমল করে নিজেদের ওপর বোঝা বাড়াননি। তাঁরা সাধারণভাবেই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, রাসূল ﷺ (এর সুন্নাহ)-কে অনুসরণ করতেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾

"বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।"[১১৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, "কেউ যদি অন্য কারও পন্থা অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের পন্থা অনুসরণ করে, যারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে। কারণ জীবিত ব্যক্তি (দ্বীনের ব্যাপারে) ফিতনা হতে নিরাপদ নয়। আর তাঁরা হচ্ছেন রাসূল ﷺ এর সাহাবিগণ, যাঁরা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁরা ছিল অধিক ধর্মভীরু ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং শুধু সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই তাঁরা আল্লাহর ইবাদাত করতেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর নবির সাহচর্য এবং আপন দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের মান ও মর্যাদা উপলব্ধি করার চেষ্টা করো, তাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করে চলো। কারণ, তারা সরল সঠিক পথে ছিলেন।"[১১৮]

আনাস বিন মালেক ﷺ বলেছেন, "আমরা উমারের সাথে ছিলাম। তখন তিনি

---

১১৫ ইফতার না করে বিরতিহীন সিয়াম পালন করা।

১১৬ আস সহীহ, ইমাম বুখারি : ৭২৯৯; আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ১১০৩ (৫৭)।

১১৭ সূরা সা'দ (৩৮) : ৮৬।
তাফসীর : এই আয়াতের অর্থ—আল্লাহ ﷻ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি তা থেকে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলব না, এর বাইরে বাড়তি কিছুই আমি চাই না। বরং, আমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই আমি আদায় করে দিয়েছি। আমি এর থেকে কিছু বাড়াবও না এবং কিছু কমাবও না। আমি শুধু এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাত কামনা করি। [ইবনে কাসীর]-অনুবাদক।

১১৮ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ﷺ লিপিবদ্ধ করেছেন।

বললেন, "আমাদেরকে কষ্টক্লেশ না করতে বলা হয়েছে।"

মালিক বিন আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, "উমার বিন আবদুল আযীয ﷺ বলেছেন, 'নবি ﷺ তাঁর পরবর্তী শাসকগণ আইন (বা সুন্নাহ) প্রণয়ন করেছেন এবং এর বাস্তবায়ন হচ্ছে আল্লাহর কিতাবে সত্যায়ন করা ও আল্লাহর দ্বীনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিবেদিত করা, আল্লাহর দ্বীনের ওপর দৃঢ় থাকা, দ্বীনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন না করা, এবং কোনো বিকল্প না খোঁজা, এমনকি এর বিপরীত কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না করা। যে তার সাহায্য চাইবে, যে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যে এর (সুন্নাহ'র) বিরোধিতা করবে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে খারাপ গন্তব্য জাহান্নামের পথ দেখাবেন।"

মালিক ﷺ বর্ণনা করেছেন, উমার ﷺ বলেছেন, "সুন্নাহ তোমার জন্য অনুসরণীয় এবং ফরজ আমলগুলো তোমার জন্য বাধ্যতামূলক। তোমাদের সরল পথে রাখা হয়েছে, যদি না তোমরা ডানে ও বামে বিচ্যুত হও।"

এই জ্ঞান সালাফদের প্রত্যেক উত্তরসূরিগণ ধারণ করেছেন, যারা সংকীর্ণমনাদের ভ্রষ্টতা, মিথ্যাবাদীদের বিচ্যুতি ও অজ্ঞদের প্রদানকৃত ব্যাখ্যার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

নবি ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, ওপরে বর্ণিত দলগুলোই (সংকীর্ণমনা, মিথ্যাবাদী,অজ্ঞ) ইসলামের বিকৃতি সাধন করেছে। আল্লাহ যদি তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য মানুষকে নিযুক্ত না করতেন, তবে পূর্ববর্তী নবিদের ধর্মের মতো ইসলামের পরিণতিও একই হতো।

শব্দ উচ্চারণে শয়তানের কুমন্ত্রণা

এই বিষয়ে আলিমগণ যা বলেছেন আমরা তা তুলে ধরবো।

আবুল-ফারাজ ইবনুল জাওযি ﵀ বলেছেন, "ইবলীস শয়তান কিছু মুসল্লিকে হরফের মাখরাজের ব্যাপারে সন্দিহান করে। তুমি দেখবে তারা বলছে, আল-হামদু ... আল-হামদু। সালাতের আদব হিসেবে থাকা বিভিন্ন কালিমা বারবার উচ্চারণ করছে। তুমি আরও দেখবে যে, তারা 'الْمَغْضُوبِ' শব্দের 'ض' অক্ষরটিকে দৃঢ়ভাবে তাহকিকের সাথে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেছেন, "আমি কিছু মানুষকে দেখেছি 'ض' অক্ষর তীক্ষ্ণভাবে উচ্চারণের চেষ্টা করছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা থুথু বের করে দিচ্ছে। ইবলীস এসব মানুষদের অর্থের থেকে মনোযোগ সরিয়ে অক্ষরের প্রতি মনোযোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এগুলো সবই ইসলিসের দেওয়া কুমন্ত্রণার ফল।"

মুহাম্মাদ বিন কুতাইবাহ ﵀ মুশকিলুল কুরআনে বলেছেন, "মানুষ নিজের ভাষায় (আরবি) কুরআন তিলাওয়াত করত। এরপর অনারব ভূমির লোকেরা এল, যারা এই ভাষায় পারদর্শী নয়। কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে বহু অক্ষর দ্রুত পড়ে যেত, ফলে তিলাওয়াত বিকৃত হত। তাদের মাঝে নেককার হিসেবে পরিচিত এক ব্যক্তির তিলাওয়াত শুনে মনে হলো যে, এরকম অস্থির তিলাওয়াত আগে কখনো শুনিনি। তার শব্দবিভ্রাট ঘটে, একটি শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণ করে এবং পরের শব্দ খারাপভাবে উচ্চারণ করে। সে কিছু অক্ষর উচ্চারণে অন্য পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে, যা আরবের আরবিভাষীদের থেকে ভিন্ন। সে তার কঠিন ও বিভ্রান্ত তিলাওয়াত তার ছাত্রদের

ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাআলা ও নবি ﷺ তার উম্মতের জন্য সব কিছুকে সহজ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তিনি সালাতে যখন তার উদ্ভাবিত পন্থায় তিলাওয়াত করে, তখন তার ছাত্রদেরকে বাধ্য করে তার পেছনে সালাত আদায় করতে।

যখন ইবনু উয়াইনাহ ﵀ উক্ত ব্যক্তির শেখানো পদ্ধতিতে কাউকে সালাতে তিলাওয়াত করতে দেখতেন কিংবা তিনি এমন ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতেন, যে উক্ত পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করেন; তখন তিনি (ইবনু উয়াইনাহ) পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে বলে মনে করতেন। অনেক আলিম তার এই মতের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। যার মধ্যে বিশর ইবনুল হারিস ﵀ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ আছেন।

এরকম তিলাওয়াত নবি ﷺ, সাহাবিগণ, তাবেয়িগণ এবং তাদের পরবর্তী অনুসারী কিংবা কুরআনের ক্বারীদের মধ্যে কারও পদ্ধতি নয়। বরং, তাদের তিলাওয়াত ছিল সহজ ও নম্র।

আল-খাল্লাল ﵀ তার আল-জামে কিতাবে বলেছেন, "আবূ আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আমি ওই লোকের (ইবনু কুতাইবা যার কথা বলেছেন) তিলাওয়াত পছন্দ করি না। ইবনুল মুবারক ﵀ রাবি বিন-আনাস ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছিলেন।

ফাযল বিন যিয়াদ ﵀ বলেছেন, "এক ব্যক্তি আবূ আব্‌দিল্লাহকে বললেন, 'তিলাওয়াতে কোন বিষয় এড়িয়ে চলব?' তিনি উত্তরে বললেন, ইদগাম[১১৯] এবং শব্দকে এমনভাবে ভাগ করে পড়া, যা আরবদের ভাষায় রয়েছে বলে জানা যায় না।"

হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হারিছ ﵀ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ কেরাত কেউ শিখবে, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "আমি এটি খুবই অপছন্দ করি এবং তা একটি নতুন আবিষ্কৃত কিরা'আত।" তিনি একে এতই অপছন্দ করতেন যে, রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে যেতেন।

বর্ণিত আছে যে, ইবনু সুনাঈদ ﵀-কে উক্ত তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, "আমি এটাকে খুব অপছন্দ করি।" তাঁকে বলা হলো, "আপনি

---

১১৯ অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া, ছয়টি আরবি বর্ণ আছে, যা অনেক অঞ্চলে কুরআন তিলাওয়াত করার সময় মিলিয়ে পড়া হয়।

তা কেন অপছন্দ করেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "এটা নতুন আবিষ্কার, আগে কেউ এভাবে তিলাওয়াত করেনি।"

আব্দুর রহমান বিন মাহদি ﷺ বলেছেন, "যদি এমন ঘটে যে, আমাকে এমন কোনো ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতে হচ্ছে, যার তিলাওয়াত উক্ত ধরনের, তা হলে আমি অবশ্যই পুনরায় উক্ত সালাত আদায় করব।"

আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ এর মূল মত হচ্ছে, সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। যদিও অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী ব্যক্তিকে পুনরায় ঐ সালাত আদায় করতে হবে না।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, আলিমগণ এমন তিলাওয়াতকে অপছন্দ করতেন, যাতে অক্ষরগুলোকে জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হতো এবং অক্ষর উচ্চারণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নতুন পন্থা অবলম্বন করা হতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিদায়াত সম্পর্কে ভাবলে যে কেউ পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে যে, কুরআনের তিলাওয়াতের সময় হরফ উচ্চারণের যে ওয়াসওয়াসা হয়, তা তাঁর সুন্নাতের মাঝে কোথাও নেই।

শয়তানের কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির দেওয়া ওজরের জবাব

তাদের ভাষ্যমতে, "আমরা যা করি, সেগুলো শয়তানের কুমন্ত্রণা নয় বরং সতর্কতা অবলম্বন।"

এর জবাবে আমরা বলি যে, 'এটাকে আপনারা যা ইচ্ছা বলুন। আমাদের জানার বিষয় হলো, 'এটা কি নবি ﷺ-এর সুন্নাহ নাকি সাহাবিগণের পন্থা? নাকি এটা তাদের পন্থার বিপরীত?'

"যদি আপনারা একে নবি ﷺ-এর সুন্নাহ বলেন, তা হলে এটা মিথ্যা কথা এবং এই দাবি আপনাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। বরং এটা সুন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক। এরপর একে সতর্কতা হিসেবে চিহ্নিত করা আপনার উচিত হবে না।"

এটা তাদের কাজ, যারা একটি অবৈধ কাজ করে তার অন্য নাম দেয়। যেমন, মদজাতীয় পণ্যের বিভিন্ন নামকরণ ও সুদকে ব্যবসা হিসেবে নামকরণ করা।

এটা মনে রাখতে হবে যে, নবি ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং সুন্নাহবিরোধী কর্ম থেকে বিরত থাকাটাই হচ্ছে সতর্কতা। যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজে উপকৃত হতে পারবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভ করবে।

যেসব বিষয়ে ফকীহদের মতবিরোধ রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে দ্রুত তালাকের ঘোষণা দেওয়া। যেমন : জোরপূর্বক তালাক আদায়, মাতাল অবস্থায় তালাক প্রদান, কেবল নিয়তের মাধ্যমে তালাক দেওয়া, তিন তালাক একসাথে দেওয়া, তালাকের শপথ করা এবং অন্যান্য তালাকের পদ্ধতি। যদি কোনো মুফতি কুরআন-সুন্নাহ'র কোনো

দলিল ছাড়াই শুধু প্রচলিত রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে এসব ক্ষেত্রে (স্বামীর পক্ষ থেকে দেওয়া) তালাক গ্রহণ করে এই যুক্তিতে যে, 'এটা অবৈধ যৌনমিলন রোধ করতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।', তা হলে তিনি এই বিষয়ে প্রকৃত সতর্কতার অর্থ উপেক্ষা করেছেন। কারণ তিনি একজনের জন্য যৌনমিলন অবৈধ ঘোষণা করলেও অন্যজনের জন্য ঠিকই তা বৈধ ঘোষণা করেছেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, "তা হলে এই বিষয়ে সতর্কতামূলক অবস্থান কী?" ওপরোক্ত পন্থার বিপরীতে, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী উম্মাহ'র সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মত পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যদি সে এই তালাক গ্রহণ না করে, তা হলে আমরা বলব, এটাই হচ্ছে সতর্কতা। এটাই একজন মাতাল কর্তৃক (তার স্ত্রীকে) তালাক দেওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ﵀-এর মতামত।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেছেন, "সতর্কতা ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম, যতক্ষণ না এটা একজন মুফতিকে সুন্নাহ'র বিপরীতে দাঁড় করায়। যদি এরকম হয়, তা হলে এই ক্ষেত্রে 'সতর্কতা ব্যবস্থা' না নেওয়াই সতর্কতা।"

তাদের এসব যুক্তি এবং অজুহাতের উত্তর নবি ﷺ-এর হাদীস থেকে দিচ্ছি, যেখানে নবি ﷺ বলেছেন,

فمَنْ اتَّقَى الشبهَاتِ استَبرَأَ لدينِهِ وعِرضِهِ

"যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতের ব্যাপারে দায়মুক্ত হয়েছে।"[১২০] এবং

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

"যাতে তোমার দ্বিধা আছে, তা পরিত্যাগ করে যাতে তোমার দ্বিধা নেই, তা গ্রহণ করো।"[১২১] এবং

والإثمُ ما حاكَ فى القلبِ

১২০ আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ১৫৯৯।

১২১ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১৭২৩; আস সুনান, ইমাম তিরমিযি : ২৫১৮, ইমাম তিরমিযি (রাহ.)-এর মতে হাদীস সহীহ।

"গুনাহ হচ্ছে তা, যা অন্তরে চিন্তা (দ্বিধা) সৃষ্টি করে।"[১২২]

এ সমস্ত হাদীস শয়তানের কুমন্ত্রণা উপেক্ষা করার প্রমাণ বহন করে।

যখন হক ও বাতিল, হালাল ও হারাম এমনভাবে মিলে থাকে যে, কোনো এক দিককে প্রাধান্য দেবার মত দলিল পাওয়া যায় না, তখন সেটা সন্দেহজনক অবস্থায় পরিণত হয়। এজন্য নবি ﷺ আমাদের সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ করে শুধুমাত্র স্পষ্ট বিষয় বেছে নিতে ইশারা করেছেন।

শয়তানের কুমন্ত্রণার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন মুসলিমের অন্তরে এই সন্দেহের সৃষ্টি করা যে, তার আমল সুন্নাহসম্মত হচ্ছে নাকি বিদআত (অর্থাৎ, নতুন উদ্ভাবিত পন্থায়) হচ্ছে? নবি ﷺ-এর সুন্নাহ ও নির্দেশনা অনুসরণের একটি স্পষ্ট রাস্তা হচ্ছে—তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণ, যা তিনি উম্মাহ্'র জন্য হিদায়াতস্বরূপ নির্ধারণ করে গেছেন। কেউ যদি জীবনে সন্দেহজনক রাস্তা বেছে নেয়, তা হলে সে যেন সুন্নাহ'কে অবহেলা করে বিদআতকে বেছে নিল এবং সে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরে গেল এবং যা তাঁকে অসন্তুষ্ট করে, সেটা বেছে নিল। সে নিজেকে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে নিয়ে গেল, কারণ আল্লাহর নিকটবর্তী হবার একমাত্র পন্থা হচ্ছে, নিজের পছন্দমত আমল না করে তাঁর হুকুম অনুযায়ী আমল করা।

পড়ে থাকা খেজুর না খেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বলেছিলেন,

فَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا,

"যদি আমি এই ভয় না পেতাম যে, তা সাদাকার মাল,[১২৩] হতে পারে তা হলে অবশ্যই তা খেয়ে নিতাম"[১২৪]

এটা ছিল সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা বিষয়ক ব্যাপার। যে বিষয় হালাল না হারাম তা নিয়ে সন্দেহ আছে, তিনি তা ত্যাগ করেছিলেন। খেজুরটা তিনি বাড়িতেই পেয়েছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে সাদাকাহর খেজুর আনতেন, যাতে করে তিনি দান করতে পারেন। অন্য দিকে তাঁর পরিবারের লোকেরাও বাসায় খেজুর আনত। তিনি

---

১২২ আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ : ১৮০০১, আল্লামা শু'আইব আওনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথিদের মতে অত্যন্ত দুর্বল।

১২৩ তাঁর ও তাঁর আহলে বাইতের জন্য সাদকাহর মাল খাওয়া জায়েয ছিল না।

১২৪ আল মুসান্নাফ, ইমাম আব্দুর রাযযাক : ৬৯৪৪; ইমাম আব্দুর রাযযাক (রাহ.) থেকেই ইমাম মুসলিম (রাহ.) বর্ণনা করেছেন, আল মুসনাদুল মুস্তাখরাজ আলা সহীহ মুসলিম, ইমাম আবূ নু'আইম : ২৩৯৩।

জানতেন না, এই খেজুর কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তিনি ﷺ এটা খাওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। এই হাদীস সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্কতার শিক্ষা দেয়, কিন্তু এটা ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত লোকদের সাথে মোটেও সম্পৃক্ত নয়। তাদের তর্ক তো পুরোপুরি বাতিল।

আপনাদের আরেকটি দলিল হলো,

"যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং সন্দেহে ভুগছে যে, এটি তার প্রথম তালাক নাকি তৃতীয়—এমন ব্যক্তির ব্যাপারে ইমাম মালেক ﵀-এর দেওয়া ফতোয়া হচ্ছে, তখন স্বামী এবং তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মধ্যে অনৈতিক শারীরিক সম্পর্ক প্রতিরোধ করতে সতর্কতাবশত একে তৃতীয় তালাক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।"—ইমাম মালিকের এই মতকে যদি (সতর্কতার দলিল হিসেবে) তর্কের বিষয় বানানো হয়, তা হলে আমরা বলব, হ্যাঁ, এটা ইমাম মালিকের মত। কিন্তু এটা কি ইমাম শাফেয়ী ﵀, ইমাম আবূ হানীফা ﵀, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀ ও সমস্ত ফকীহ, যাঁরা সবাই ইমাম মালিক ﵀-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে কোনো দলিল? তাঁরা কি সবাই নিজেদের মত ত্যাগ করে ইমাম মালিক ﵀-এর মত গ্রহণ করেছেন?

ইমাম মালিক ﵀-এর এই মত শয়তানের ওয়াসওয়াসার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এই মতের দলিল হচ্ছে, তালাক স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য অবৈধ হওয়াকে আবশ্যক করে। কিন্তু রাজ'আহ[১২৫] অবৈধকরণকে বাতিল করে। যেমনটি ইমাম মালিক ﵀ বলেছেন যে, স্ত্রী হারাম হওয়ার কারণ তো সুনিশ্চিত। তা হলো তালাক। আর রাজআহ, এর মাধ্যমে হারামকে বাতিল করে দেওয়া সন্দেহপূর্ণ। কারণ এখানে সম্ভাবনা রয়েছে, এটি তালাকে রজঈ হওয়ার কারণে রাজাআহ; এর মাধ্যমে স্ত্রী অবৈধ হওয়াটা বাতিল হতে পারে, আবার তিন তালাক হলে সেক্ষেত্রে রাজআহ অকার্যকরও হতে পারে। তো দেখা গেল, হারামের কারণটা সুনিশ্চিত আর হারামকে বাতিল করে দেওয়ার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ।

অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, "বিবাহ নিশ্চিত। এর বাতিলকরণ সন্দেহপূর্ণ। কারণ,

১২৫ নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার পরে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়াকে রাজআহ বলে। এই সুযোগ তিন তালাকে রজঈ এর আগ পর্যন্ত থাকে। তালাকে রজঈর ক্ষেত্রে নতুন করে বিবাহ করা লাগে না। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে শুধু স্বামী-স্ত্রী সুলভ আচরণ করার দ্বারাই স্ত্রী আবার ফিরে আসে। আর তালাক বাইন এর ক্ষেত্রে শুধু বিবাহ নবায়ন করলেই হয়। অন্যত্র বিবাহ করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু তিন তালাক হয়ে গেলে তাকে তালাক মুগাল্লাযা বলে। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয়ে সেই স্বামীর সাথে মিলনের পর যদি কখনো সে তালাক দেয় তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর পূর্বের স্বামী তাকে আবার বিবাহ করার সুযোগ পাবে।

হতে পারে এটি তালাকে রজঈ ছিল, যা বিবাহকে বাতিল করে না। আবার হতে পারে, এটি তালাকে বায়িন ছিল, যা বিবাহকে বাতিল করে। তো এখানে বিবাহের বিষয়টা নিশ্চিত আর বিবাহ বিদূরীকরণ সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং বিবাহ বহাল থাকাই হলো নীতিসম্মত। যতক্ষণ না আমরা একে বাতিলকারী সুনিশ্চিত কোনো কারণ পাচ্ছি।"

যদি আপনারা বলেন যে, "এখানে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হওয়াটাই বরং নিশ্চিত, আর বৈধ হওয়াটা সন্দেহজনক।" এর জবাবে আমরা বলব, "রাজআহ আপনাদের মতে হারাম নয়। সেজন্যই তো আপনারা (তালাকে রজঈর পর) সহবাসের বৈধতা দেন। যদি এমতাবস্থায় কেউ রাজআহর নিয়ত করে, তা হলে স্ত্রী পুনরায় ফিরে আসবে।"

আপনি যদি বলেন, "তবুও এটা অবৈধ। আর যৌনমিলনের সময় রাজআহ, এর নিয়ত করা হয়েছে বিধায় স্ত্রী পুনরায় ফিরে এসেছে", তা হলে আমরা বলব যে, "এই যুক্তিও আপনাদের পক্ষে না। কারণ, সে এমন অবৈধতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে, যা রাজআহ, এর মধ্যে দূর হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এমন অবৈধতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি, যাতে রাজআহ ক্রিয়াশীল হতে পারে।

কোনো অনিশ্চিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তালাকের কসম খাওয়া

যদি কেউ অনিশ্চিত কোনো বিষয়ে ধারণাবশত ওয়াদা করে তালাক দেবার নিয়ত করে, যেমন : যদি এই বাদামে দুটি বিচি না থাকে, তা হলে আমার স্ত্রী তালাক; এবং পরবর্তীতে ফলাফল তার ধারণার বিপরীত হয়, তা হলে অনেক আলিমের মতে ঐ ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে না। (অর্থাৎ, ধারণা ঠিক না হওয়ায় তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে না।)

অনুরূপভাবে, যদি কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতা থাকে, তা হলে একজনের সন্দেহের কারণে বিবাহ বাতিল হবে না, বরং নিশ্চিতরূপে বহাল থাকবে।

ইমাম মালিক ﵀-এর দেওয়া একটি ফতোয়া রয়েছে, যার ওপর অন্য আলিমগণ আপত্তি তুলেছেন। তাঁর দেওয়া ফতোয়ার দাবি এই যে, কারও তালাকের ওয়াদা সন্দেহজনক হলেও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাকের প্রকৃতিতে সন্দেহ থাকলে তা প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি তার কোনো স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে যদি সন্দেহে থাকে যে, এটা কাকে দিয়েছিল, তা হলে সেই ব্যক্তি স্ত্রীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরই তালাক হয়ে যাবে। অর্থাৎ, (অনিশ্চিত বিষয়ের ভিত্তিতে) তালাকের কসম করার সময়ে সন্দেহের কারণেই তালাক সম্পন্ন হয়ে যাবে। যে বিষয় ধারণা করে কসম করা হয়েছিল, এবং ফলাফল যদি ধারণার

বিপরীত হয়, তা হলে কসম ভেঙে যাবে। যদি এটা কোনো সংবাদের ওপরে ভিত্তি করে হয়, তা হলে সংবাদটি মিথ্যা প্রমাণ হলে কসম ভঙ্গ হবে। (ভেঙে যাওয়া মানে তালাক হবে)

ইমাম মালিক ﵀ আরও একটি শর্ত যুক্ত করেছেন যে, যদি সন্দেহের ভিত্তিতে তালাকের কসম করা হয়, তা হলে ধারণা সঠিক হোক বা না হোক, তার ওয়াদা ভঙ্গ হবে। (অর্থাৎ, তালাক সম্পন্ন হবে)

অতএব, এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শপথ ভঙ্গের ওপর, কারণ, এখানে সন্দেহের অবকাশ আছে। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে ধারণাবশত তালাকের শপথ করে, তখন তার যদি সন্দেহ থাকে যে, সে শপথ ভঙ্গ করেছে কি না, তা হলে মালিকী ফকীহগণ তাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়কে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবার নির্দেশ নেয়।

এই আদেশ কি বাধ্যতামূলক, নাকি পরামর্শমূলক?

এই বিষয়ে দুটি মত বিদ্যমান। একটি ইমাম মালিক ﵀-এর এবং অন্যটি ইমাম ইবনুল-কাসিম ﵀-এর। মালিক ﵀-এর এ ক্ষেত্রে বিবাহ বহাল আছে বলেই বিবেচনা করতেন। কিন্তু ইবনুল কাসিম ﵀ বলেছেন, “যেহেতু বিবাহের অবস্থা সন্দেহজনক হয়ে পড়েছে, স্বামীকে অবশ্যই স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। যদিও অধিকাংশ আলিমের মতে, স্বামীর স্ত্রীকে তালাক দেবার প্রয়োজন নেই, এবং তালাক দেবার ব্যাপারে তাকে উৎসাহ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। কারণ, শারীআতের নীতি হচ্ছে, সন্দেহজনক বিষয়ের তেমন শক্ত কোনো ভিত্তি নেই মূল জ্ঞাত বিষয়কে বাতিল করার; যে বিষয়টি নিশ্চিত, তা একমাত্র বাতিল করা যায়—এর থেকে বেশি শক্তিশালী বা সমপরিমাণ বিষয়ের মাধ্যমে।

সন্দেহজনক তালাকের ক্ষেত্রে শারঈ আইন

যে ব্যক্তি তার কোনো এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ভুলে গিয়েছে বা তালাক দিয়েছে কিন্তু স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেনি, তার ব্যাপারে শারীআতের হুকুম সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ﵀, ইমাম শাফেয়ী ﵀, ইমাম সাওরি ﵀ এবং হাম্মাদ ﵀ বলেছেন, "সে যে-কোনো একজনকে বাছাই করে তাকে তালাক দিতে পারে। যে ব্যক্তি তালাক দিয়ে ভুলে গিয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিষয়টি পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার কোনো স্ত্রীর সংস্পর্শে যাবে না কিন্তু তাদের খরচ বহন করবে।" যদি সে তার কোন স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে ভুলে যায়, এবং সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তা হলে ইমাম আবূ হানীফার মতে 'ঐ ব্যক্তির সকল স্ত্রী তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে ঐ স্ত্রীর অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে।' ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, "তারা একমত না হওয়া পর্যন্ত মিরাস বণ্টন স্থগিত থাকবে"। মালিকী ফিকহ অনুযায়ী, "যদি কোনো স্বামী কারও নাম উল্লেখ না করে তার কোনো স্ত্রীকে 'তোমাকে তালাক দিলাম' বলে, কিন্তু জানে না যে, কাকে দিয়েছে, তা হলে তালাক সকল স্ত্রীর ওপর কার্যকর হবে। যদি সে নাম নিয়ে কাউকে তালাক দেয়, কিন্তু পরবর্তী কালে কাকে তালাক দিয়েছে ভুলে যায়, তা হলে সে সকল স্ত্রী থেকে পৃথক থাকবে, যতক্ষণ না মনে করতে পারবে। সে যদি এতে লম্বা সময় ব্যয় করে, তা হলে তাকে মনে করার জন্য সময়সীমা দিয়ে দেওয়া হবে অথবা তাকে সকল স্ত্রীকে তালাক দিতে

হবে। যদি কেউ এই ঘোষণা করে যে, 'তোমাদের একজনকে আমি তালাক দিলাম, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তার নাম উল্লেখ না করে, তা হলে তার সকল স্ত্রীর তার থেকে তালাকপ্রাপ্তা হবে।" ইমাম আহমাদ ﷺ বলেছেন, "সে উভয় ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে একজনকে বেছে নেবে।" এটি তার কিছু সাথিদের দ্বারা আলি ﷺ ও ইবনু আব্বাস ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই ফিকহের স্পষ্ট মতামত হচ্ছে, নাম উল্লেখবিহীন তালাক ও তালাক দিয়ে ভুলে যাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ইবনু কুদামাহ্ ﷺ বলেছেন, "নাম উল্লেখবিহীন স্ত্রীকে সে লটারির মাধ্যমে বেছে নেবে। যদি কাকে তালাক দিয়েছে ভুলে যায়, তা হলে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকবে, যতক্ষণ না কাকে তালাক দিয়েছে, তা নিশ্চিত না হয় এবং এই সময়টুকুতে সে সকলের ব্যয়ভার বহণ করবে। সে মারা গেলে মিরাসের বণ্টনের জন্য তাদের মাঝে লটারি করতে হবে।"

ইসমাঈল বিন-আহমাদ ﷺ, ইমাম আহমাদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ভুলে যাওয়া তালাকের ক্ষেত্রে লটারি করা উচিত নয়, কিন্তু সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে এটা করা যেতে পারে। ইসমাইল ﷺ বললেন, "আমি ইমাম আহমাদকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি তার কোনো এক স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন, কিন্তু কাকে তালাক দিয়েছেন, সেটা ভুলে গিয়েছে।" তিনি উত্তরে বললেন, "আমি এ ক্ষেত্রে লটারি করে নির্বাচন করাকে ঘৃণা করি।" আমি বললাম, "যদি সে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে?" তিনি উত্তরে বললেন, "আমি লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে বলি, কারণ কে সম্পত্তির ভাগ পাবে, সেই সিদ্ধান্তে আসতে এটা প্রয়োগ করা হয়।

পবিত্রতা সম্পন্ন হবার ব্যাপারে সংশয়

ওজু ভেঙেছে নাকি ভাঙেনি—এ বিষয়ে যে সন্দিহান, তার ব্যাপারে হাসান, ইবরাহীম নাখয়ী ﷺ এবং ইমাম মালেক ﷺ (এক বর্ণনা মতে)-এর অভিমত হচ্ছে, তাকে সতর্কতাবশত পুনরায় ওজু করতে হবে, এবং সন্দেহ নিয়ে সালাতের জন্য মাসজিদে প্রবেশ করবে না। কিন্তু এই মতের ওপরে অনেক আলিমই আপত্তি তুলেছেন।

ইমাম শাফেয়ী ﷺ, ইমাম আহমাদ ﷺ, ও ইমাম আবূ হানীফা[১২৬] ﷺ, এবং তাদের সঙ্গীদের ও ইমাম মালিক ﷺ-এর অপর মত অনুযায়ী, তার পুনরায় ওজু করার প্রয়োজন নেই। এবং সে উক্ত ওজু দিয়ে সালাত আদায় করতে পারবে যদিও এ বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে। তারা তাদের অভিমতের সমর্থনে আবূ হুরায়রা ﷺ-এর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"তোমাদের কারও যখন মনে হবে পেটে কিছু হয়েছে এবং এতে মনে সন্দেহের সৃষ্টি হবে যে, পেট হতে কিছু (বায়ু) বের হলো কি না, এমতবস্থায় যতক্ষণ না সে তার কোনো শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়, সে যেন মাসজিদ থেকে বের হয়ে না

---

১২৬ হানাফি মাযহাব অনুযায়ী যদি এমন হয় যে—ওজু করার কথা মনে আছে কিন্তু তারপর ওজু ভেঙেছে নাকি ভাঙেনি, তা মনে নেই, তা হলে এমতাবস্থায় ওজু আছে বলে ধরে নেবে এবং সেই ওজু দিয়ে সালাত আদায় করা জায়েয। তবে পুনরায় ওজু করে নেওয়া উত্তম। দুররুল মুখতার, ইমাম হাসকাফি : ১/১১১।

যায়।"[১২৭]

এই হাদীসের হুকুমই সালাত কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রথম মতের অনুসারীরা বলেন, কোনো ব্যক্তির সালাতের অবস্থা তার নিশ্চিত অবস্থার অভাবের ওপর নির্ভর করে। যখন সে সন্দেহে থাকে যে, তার ওজু ভেঙেছে কিনা? অতএব, যতক্ষণ না কেউ ওজু আছে কি নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহের সাতে সালাত আদায় করা উচিত নয়।

অন্যরা বলেছেন যে, এটা এমন সালাত, যার ভিত্তি পবিত্রতার জ্ঞাত অবস্থার ওপর রয়েছে আর (পবিত্রতার) ভঙ্গ হয়েছে কি হয়নি, তা সন্দেহজনক। কাজেই যতক্ষণ নিশ্চয়তা রয়েছে, ততক্ষণ সন্দেহকে পাত্তা দেওয়া কারও উচিত নয়।

একইভাবে, কারও যদি সন্দেহ হয় যে, তার কাপড়ে নাপাকি লেগেছে, তা হলে তার সেটা পরিষ্কার করার প্রয়োজন নেই, সে সন্দেহ নিয়েই সালাত আদায় করবে।

তারা বিষয়টাকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করেন,

প্রথমত নাপাকি থেকে বেঁচে থাকা শর্ত নয়, তাই এর নিয়ত করা ওয়াজিব নয়। এটি কেবল একটি প্রতিবন্ধক, যা না থাকাটাই আসল। ওজুর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ওজু তো সালাতের জন্য শর্ত। আর সে ওজুর ব্যাপারেই সন্দেহে পড়েছে। তাই এখানে একটার সাথে আরেকটার কোনো মিল নেই।

দ্বিতীয়ত ওজু করার পূর্বে সে অপবিত্র অবস্থায় ছিল। কাজেই এটিই হলো তাঁর আসল অবস্থা। যদি তার ওজু থাকা নিয়ে সন্দেহ হয়, তা হলে সে তার মূল অবস্থায় ফিরে যাবে। আমরা এত দূর বলি যে, পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ হলে আমরা নাপাকির দিকেই প্রত্যাবর্তন করি (অর্থাৎ ধরে নিই, সেটা নাপাক)। এখানে আমরা তাহারাতের মূলের দিকে ফিরলে সেখানে মূল হিসেবে নাপাকির দিকে ফিরবো।

অন্যরা বলেছেন, নাপাকের অবস্থা পাক হওয়ার নিশ্চয়তার কারণে দূর হয়ে গেছে। ফলে এটাই এখন মুখ্য অবস্থা। যদি পাক হওয়া নিয়ে সন্দেহ থাকে, তা হলে আমরা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এ বিষয়ে ফিরে আসব। এটাকে ওয়াসওয়াসার সাথে কীভাবে শারঈ, বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা জ্ঞানের মাধ্যমে তুলনা করা যেতে পারে?

---

১২৭ আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ৩৬২(৯৯); আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি : ৫৭১।

কাপড়ে নাপাকি লাগার স্থান সম্পর্কে না জানলে কী করণীয়?

যদি কেউ কাপড়ে কোথায় নাপাকি লেগেছে, তা নির্ণয় না করতে পারে, তাকে সম্পূর্ণ কাপড় পরিষ্কার করতে হবে। এটা শয়তানের কুমন্ত্রণার বিষয় নয়। বরং এমন এক বিষয়, যা না করলে ওয়াজিবের ওপর আমল করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সে যদি নাপাকির স্থান নির্দৃষ্ট করতে সক্ষম হয়, তা হলে সে কাপড়ের সেই অংশটুকু পরিষ্কার করবে। আর যদি নাপাকি লাগার স্থান খুঁজে না পায়, তা হলে তাকে পবিত্রতা অর্জনের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য সম্পূর্ণ কাপড় ধুতে হবে।

কাপড় পবিত্র না অপবিত্র—তা নির্ণয়ে সংশয়!

এটি আলিমদের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ একটি বিষয়। ইমাম মালিক ﷺ তাঁর একটি বর্ণনায় এবং ইমাম আহমাদ ﷺ বলেছেন যে, এই অবস্থায় তার কাপড়ের পবিত্রতা নিশ্চিত করার জন্য ভিন্ন কাপড়ে সালাত আদায় করা উচিত। কিন্তু অধিকাংশ আলিম, তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা ﷺ, ইমাম শাফেয়ী ﷺ ও ইমাম মালেক ﷺ—অন্য একটি বর্ণনায় বলেছেন যে, তাকে দুটি কাপড় পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং যেটি পরিষ্কার মনে করবে, সেটি পড়ে সালাত আদায় করবে। ব্যাপারটি কিবলার দিক

অনুসন্ধানের মতোই।

আল-মুযানি ﷺ এবং আবূ সাওর ﷺ বলেছেন যে, (এরকম ব্যক্তির সন্দেহজনক) কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় না করে উলঙ্গ হয়ে সালাত আদায় করা উচিত। কারণ, নাপাক কাপড় পরে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। এজন্য যদি কেউ নিজেকে পবিত্র কাপড় দিয়ে আবৃত করতে না পারে, তা হলে তার ওপর থেকে নিজেকে আবৃত রাখার বাধ্যবাধকতা উঠে যায়। কিন্তু এটা সবচেয়ে দুর্বল অভিমত।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, কাপড় কম বা বেশি থাকুক, তার মধ্যে পরীক্ষা করে যেটা পবিত্র মনে হবে, সেটা পরে সালাত আদায় করবে। এটাই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর পছন্দনীয় অভিমত। ইবনু উকাইল ﷺ বলেছেন, যদি বেশি সংখ্যক কাপড় থাকে, তা হলে তো খুঁজে দেখা বেশ কষ্টকর, তবে অল্প কাপড় হলে নিশ্চিত হয়েই আমল করবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ বলেছেন, অপবিত্রতা এড়ানো প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার, অতএব কেউ যদি তার কাপড়গুলো পরীক্ষা করে একটিকে নিশ্চিতভাবে পবিত্র মনে করে, তা হলে সেটি পরেই সালাত আদায় করবে। তার সন্দেহের কারণে তার সালাত নষ্ট হবে না।

এ ক্ষেত্রে আবূ সাওর ﷺ–র অভিমত সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গণ্য। কারণ, কেউ যদি তার কাপড়ের নাপাকির ব্যাপারে নিশ্চতও হয়, তবুও উলঙ্গ হয়ে মানুষকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে সালাত আদায় করার চেয়ে ঐ কাপড়ে সালাত আদায় করাই আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়।

তাই যে-কোনো অবস্থাতেই, কাপড়ের পবিত্রতার বিষয়ে সন্দেহ করা নিন্দনীয় ওয়াসওয়াসার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ওজুর পাত্রের পবিত্রতা সম্পর্কে সংশয়

ওজুর পাত্রের পবিত্রতার বিষয়ে সন্দেহ করা ওয়াসওয়াসার অন্তর্ভুক্ত নয়। আলিমগণের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য বিদ্যমান।

ইমাম আহমাদ ﵀ বলেছেন, "পবিত্রতার ব্যাপারের সন্দেহ থাকা পাত্রের পানি ওজুর জন্য ব্যবহার করবে না। এরকম অবস্থায় তায়াম্মুম করবে।" অন্য বর্ণনা মতে, "তাকে এই পানি ফেলে দিতে হবে এবং যদি ব্যবহারের মতো পরিষ্কার পানি না থাকে, তা হলে তায়াম্মুম করবে।"

ইমাম আবূ হানীফা ﵀ বলেছেন, "যদি পবিত্র পাত্রের সংখ্যা অপবিত্র পাত্রের চেয়ে বেশি হয়, তখন সে যাচাই করে পাত্র ব্যবহার করবে। আর যদি পবিত্র পাত্রের সংখ্যা কম বা সমান হয়, তা হলে তা হলে যাচাইয়ের দরকার নেই (সে তখন তায়াম্মুম করবে)।" ইমাম আহমাদ ﵀-এর সাথিদের মধ্যে আবূ বাকর ﵀, ইবনু শাকিল্লা ﵀ ও নাজ্জাদ ﵀-এর অভিমত।

শাফেয়ী ও মালিকীদের অনেকের মতে, যে-কোনো অবস্থাতেই সকল পাত্র যাচাই করে দেখতে হবে।

একদল আলিম বলেছেন, যাদের মাঝে আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-ও রয়েছেন, এরকম পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি যে-কোনো একটি পাত্রের পানি দিয়ে ওজু করবে। কারণ, পানি পরিবর্তিত না হলে নাপাক হয় না।

কিবলার দিক নির্ণয়ে সংশয়

আলিমগণ বলেছেন, যদি কেউ কিবলার দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সন্দিহান হয়, তা হলে সে ঐ স্থানে নিজে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে কিবলার দিক নির্ণয় করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে।

যারা ভিন্ন মত দিয়েছে তারা মূলত শায[১২৮] মত দিয়েছেন। তারা বলেছেন, এই অবস্থায় একজন ব্যক্তিকে চারদিকে ফিরে চারবার সালাত আদায় করতে হবে! এটি সুন্নাহ'র বিরোধী শায মত। যদিও এই সিদ্ধান্তপ্রণেতা কাপড়ে নাপাকি লাগার সন্দেহে অনুসরণীয় পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তাঁর মত দিয়েছেন কিন্তু এই মত শায ও অগ্রহণযোগ্য।

১২৮ শায বলতে বিচ্ছিন্ন মতকে বোঝায় তা মূলধারা থেকে বিচ্যুত।

অনির্দিষ্টভাবে এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে যাওয়া

অনির্দিষ্টভাবে এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

প্রথম মত : ইমাম আহমাদ ﷬, ইমাম মালিক ﷬, ইমাম শাফেয়ী ﷬, ইমাম আবূ হানীফা ﷬ এবং ইসহাক ﷬ বলেছেন, (এরকম অবস্থায়) একজন ব্যক্তিকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে। কারণ, তার নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই যে, সে ঠিক কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করেছে?

দ্বিতীয় মত : উক্ত অবস্থায় একজন ব্যক্তি ভুলে যাওয়া সালাতের ক্ষতিপূরণস্বরূপ চার রাকাত সালাত আদায় করবে, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে বৈঠক করবে এবং তাশাহুদ[১২৯] পড়বে। এটা আওযায়ী ﷬, ও হানাফিদের মধ্যে যুফার ইবনুল হুযাইল ﷬ ও মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল ﷬-এর অভিমত।

---

১২৯ আত্তাহিয়াতু বা তাশাহুদ, যা সর্বপ্রকার নামাযের মধ্য বৈঠক এবং শেষ বৈঠকে সিজদা থেকে উঠে বসার পরপরই পাঠ করা ওয়াজিব।–[অনুবাদক]

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

অর্থ : আমাদের সকল সালাম শ্রদ্ধা, আমাদের সব নামায এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। হে নবি, আপনার প্রতি সালাম, আপনার ওপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। আমাদের এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের ওপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া (ইবাদাতের যোগ্য) আর কেউ নেই,আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। [বুখারি : ৭৮৮]

তৃতীয় মত : ভুলে যাওয়া অজ্ঞাত ওয়াক্তের সালাতের ক্ষতিপূরণের নিয়তে একজন ব্যক্তিকে একবার ফজরের সালাত ও একবার মাগরিবের সালাত এবং একবার চার রাকাত আদায় করতে হবে। এটা সুফিয়ান সাওরি এবং মুহাম্মাদ বিন হাসান ﷺ-এর অভিমত।

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ﷺ বলেছেন, "আমি আমার পিতার নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছি যে, 'এক ব্যক্তি কোনো ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে ভুলে গিয়েছিল এবং মনে আসার পরে সে দুই রাকাত সালাত আদায় করে তাশাহুদ পড়ে সালাম না ফিরিয়েই নিয়ত করে যে, এটা ফজরের ক্ষতিপূরণ; এরপরে দাড়িয়ে যায় এবং এক রাকাত আদায় করে আবার বসে তাশাহুদ পড়ে নিয়ত করে যে, এটা মাগরিবের সালাতের ক্ষতিপূরণ; অতঃপর আবার দাঁড়িয়ে যায় এবং চতুর্থ রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করে নিয়ত করে যে এটা যোহর বা আসরের সালাতের ক্ষতিপূরণ।"—এই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কী মত?' আমার পিতা উত্তরে বললেন, 'এতে তার ভুলে যাওয়া সালাতের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।'"

শয়তানের কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির উপস্থাপিত প্রমাণের বাতিলকরণ

যদি কেউ সালাতের মধ্যে সন্দেহে লিপ্ত হয়, তা হলে যতটুকুর ব্যাপারে সে নিশ্চিত, তা গ্রহণ করে নেবে।

কোনো শিকার হওয়া প্রাণীর ক্ষেত্রে তার শিকারীর ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে অর্থাৎ জানা না থাকলে যে, সে আঘাতের কারণে মারা গেল নাকি পানিতে পড়ে, তা হলে সেটা খাওয়া সেরকমই হারাম যেমনটা হারাম ঐ প্রাণী খাওয়া, যা ব্যক্তির নিজের কুকুর শিকার করেছে নাকি অন্য কুকুর শিকার করেছে, সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকে। নবি ﷺ এরকম ক্ষেত্রে খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা প্রাণীটা হালাল হবার কারণ ব্যক্তির কাছে অজ্ঞাত। আর প্রাণীর ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে হারাম হওয়া। কাজেই তা মূলগতভাবে হালাল হলেও বিপরীত দিকে হালাল হওয়ার শর্তে সন্দেহ থাকায় খাওয়া জায়েয হবে না। এর বিপরীতে যদি কোনো বস্তুর মূল অবস্থা হয় হালাল হওয়া, তা হলে হারাম হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হওয়ার সুরতে তা হারাম বলে গণ্য হবে না। যেমন : কেউ পানি, খাবার কিংবা কাপড়ের অবস্থা না জেনেই যদি তা ক্রয় করে, তা হলে তা পান করা বা খাওয়া কিংবা পরিধান করা জায়েয। যদিও মনে এই সন্দেহ থাকতে পারে যে, সেটা নাপাক নাকি পাক।

এমনিভাবে যদি কাউকে কিছু গোশত দেওয়া হয়, কিন্তু এটা কি শারীআতসম্মতভাবে

জবাই করা হয়েছে কি না, সে তা জানে না, তা হলে ঐ মাংস খাওয়া তার জন্য বৈধ। কারণ, এর উৎস খুঁটিয়ে দেখা কঠিন। আয়িশা ﵂ নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, গ্রাম্য লোকে আমাদের জন্য গোশত নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না, তারা আল্লাহর নাম নিয়ে তা জবাই করেছে কি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, سَمُّوا اللهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوا. —"তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তা খাও"।[১৩০]

১৩০ মুয়াত্তা, ইমাম মালিক : ২১৪১, আবূ মুসআব আয যুহরি (রাহ.)-এর রিওয়ায়াত করা নুসখা। ইমাম মালিক (রাহ.) বলেছেন, এটা ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা।

ওজুর ক্ষেত্রে ইবনু উমার ﵄-এর সংশয় ও কুমন্ত্রণা

শয়তানের কুমন্ত্রণায় আক্রান্ত কিছু লোক তর্ক করতে ইবনু উমার ﵄ ও আবূ হুরায়রা ﵁-এর কথা উল্লেখ করে। মূলত তাদের কিছু একক মত ছিল। এবং কোনো সাহাবি ﵃ সেসব বিষয়ে ইবনু উমার ﵄-এর সাথে একমত হননি। ইবনু উমার ﵄ নিজেই বলতেন, "আমি শয়তানের কুমন্ত্রণায় আক্রান্ত, অতএব আমাকে উদাহরণ হিসেবে নেবে না।"

শাফেয়ী ও হাম্বলি মাযহাবের মতে, ওজুর ক্ষেত্রে চোখের ভিতর ধোয়া মুস্তাহাব নয়, যদিও এতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে। কারণ, এটা নবি ﷺ-এর আমল হিসেবে কেউ বর্ণনা করেননি, কেউ এরকম আমলের নির্দেশও দেয়নি। নবি ﷺ-এর ওজুর পদ্ধতি তাঁর অনেক সাহাবি ﵃ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন : উসমান ﵁, আলি ﵁, আব্দুল্লাহ বিন যাইদ ﵁, রুবায়্যি বিনত মুআউয়্যিয ﵂ এবং আরও অনেক; এদের মধ্যে কেউই বলেনি যে, তিনি ﷺ ওজুর সময়ে চোখের ভিতরটা ধুয়ে ওজু করতেন।

জানাবাহ'র[১৩১] গোসলে চোখের ভিতর ধোয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ﵀-এর দুটি মত রয়েছে, যার মধ্যে সঠিক মত হচ্ছে, এটা ওয়াজিব নয়; এটাই অধিকাংশ আলিমদের অভিমত। অতএব, অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতে চোখেরে ভিতরে ধোয়া

---

১৩১ যৌনমিলনের পর মানুষ নাপাক হয়, এ অবস্থায় তার ওপর যে গোসল ফরয হয়।

ওয়াজিব নয়। কারণ, এতে পরিষ্কারের তুলনায় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

শাফেয়ী ও হানাফী ফিকহের[১৩২] দাবি এই যে, চোখের ভিতরে পরিষ্কার করা ওয়াজিব, কেননা এটি নাপাকি দ্বারা কালেভদ্রে আক্রান্ত হয়। অতএব, এটা পরিষ্কার করা কঠিন কিছু নয়।

ইমাম আহমাদ ﷺ—এর সাথি কিছু আলিম আরও বাড়িয়ে বলেছেন যে, ওজুর সময়েও চোখের ভিতরে ধৌত করতে হবে। এই অভিমত উপেক্ষা করা উচিত। যেহেতু সঠিক অভিমত হচ্ছে, চোখের ভিতরে পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলক নয়—চাই তা ওজুর সময়ে হোক কিংবা জানাবাহ’র গোসলের সময় হোক।

আবূ হুরায়রা[১৩৩] ﷺ-এর ক্ষেত্রে বলতে হয় যে, এটা তাঁর স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত ছিল এবং বাকিরা তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তাঁরা এটা অপছন্দ করেছেন। এ ব্যাপারকে বলা হতো আল-গুররাহ’র[১৩৪] পরিবর্ধন, যদিও আল-গুররাহ বিশেষত মুখমণ্ডলের সাথে সম্পর্কিত।

ইমাম আহমাদ ﷺ থেকে এই বিষয়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়,

প্রথম : ওজুতে অঙ্গসমূহ ধোয়ার সময় একটু অতিরিক্ত অংশ ধোয়া মুস্তাহাব। এটা ইমাম আবূ হানীফা ﷺ, ইমাম শাফেয়ী ﷺ, এবং এই মত আবুল বারাকাত ইবনে তাইমিয়্যা ﷺ ও অন্যদেরও পছন্দনীয় মত।

দ্বিতীয় : এটা মুস্তাহাব নয়। এটা মালিকী ফিকহ এবং আমাদের শায়খ আবুল-আব্বাস ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর পছন্দনীয় মত।

যারা অতিরিক্ত অংশ ধোয়াকে উৎসাহিত করেন, তারা আবূ হুরায়রা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের ওপর ভিত্তি করে বলেন। তিনি বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ

---

১৩২ হানাফি মাযহাব মতে গোসলে চোখের ভেতর ধোয়া ওয়াজিব নয়, ইমাম ইবনু কায়্যিম (রাহ.) মাযহাবের মূল মত আনেননি। ফিকহুল ইবাদাত আলা মাযহাবিল হানাফি : ৫১।

১৩৩ তিনি ওজু করার সময় নির্দিষ্ট অংশের চেয়ে একটু বেশি ধুতেন।

১৩৪ ‘আল-গুররাহ’-এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে ঘোড়ার মুখমণ্ডলের সাদা দাগ, যদিও এখানে এই শব্দের অর্থ কিয়ামাতের দিন ওজুর ফলে মু’মিনদের চেহারায় যে নূর চমকাবে, তা।
ইমাম মুসলিম ﷺ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَتَحْجِيلَهُ

"কিয়ামাতের দিন তোমরা পরিপূর্ণ ওজুর কারণে চমকাতে থাকবে। কাজেই তোমাদের মাঝে যে সক্ষম হবে, সে যেন তার শুভ্র ও উজ্জ্বল অংশ বাড়িয়ে নেয়"[১৩৫]

যারা বিপরীত মত পোষণ করেছেন, তাঁরা বলেছেন, "নবি ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا—'আল্লাহ তাআলা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অতএব তা অতিক্রম কোরো না।'[১৩৬] আল্লাহ তাআলা ওজুর সময়ে হাত ও পায়ের যথাক্রমে কনুই ও গোড়ালি পর্যন্ত ধোয়া নির্ধারিত করে দিয়েছে। কারও এর অতিরিক্ত ধোয়া উচিত নয়। এ ছাড়াও নবি ﷺ উক্ত সীমার অতিরিক্ত অংশ ওজুর সময় ধুয়েছেন—এই মর্মে কোনো বর্ণনা নেই। তাই এই অতিরিক্ত করার চিন্তাভাবনা হচ্ছে শয়তানের কুমন্ত্রণা, যা কাউকে আল্লাহর নিকটবর্তী হবার জন্য উৎসাহিত করে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যে, অতিরিক্ত কিছু করার মধ্যে নয়। না কখনো নবি ﷺ ওজুর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু করেছেন, আর না সাহাবাদের কেউ! এবং তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

'হে লোকেরা, তোমরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা থেকে বেঁচে থাকো।"[১৩৭]

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন নুয়াইম আল-মুযমির ﷺ। তিনি বলেছেন, "আমি জানি না যে ওজুর অঙ্গগুলো অতিরিক্ত ধুতে চায়, সে তা করতে পারে—এই কথাটি নবি ﷺ-এর ছিল, নাকি আবূ হুরায়রা ﷺ-এর।"[১৩৮]

অঙ্গসমূহ অলঙ্কৃত হবার হাদীসে ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সৌন্দর্যের জন্য করা অলঙ্করণ নির্দিষ্ট যায়গায় সুন্দর দেখায়। যদি এর জন্য উপযুক্ত জায়গা ব্যতীত অন্য জায়গায় করা হয়, তা হলে তা আর অলঙ্কৃত হয় না।

---

১৩৫ আস সহীহ, ইমাম মুসলিম : ২৪৬ (৩৪)।

১৩৬ আল মুস্তাদরাক, ইমাম হাকিম : ৭১১৪, ইমাম যাহাবি (রাহ.) তাঁর তালখীসে মৌন থেকেছেন।

১৩৭ আস সুনান, ইমাম ইবন মাজাহ : ৩০২৯; আল জামিউস সগীর, ইমাম সুয়ূতী : ২৮৯৪; ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রাহ.) ইমাম মুসলিম (রাহ.)-এর শর্তে সহীহ বলেছেন। ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম : ১/৩২৭।

১৩৮ এটা ইমাম আহমাদ ﷺ তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাদের প্রত্যুত্তর, যারা বলে—কোনো জিনিসকে কবুল হয়েছে না ধরে সন্দেহ করা ভালো!

আপনারা দাবি করেছেন যে, সন্দেহ করা এবং নবি ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার অতিরিক্ত করা অবহেলা ও ব্যাপারগুলোকে গুরুত্বের সাথে না নেওয়া থেকে উত্তম। কিন্তু আপনাদের কাজটি বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি, অত্যধিকতা এবং শিথিলতা, আধিক্য ও ক্ষতির প্রকাশ; এবং আল্লাহ ﷻ এসব বিষয়কে কুরআনে অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন,

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾

"তুমি বদ্ধমুষ্টি হোয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হোয়ো না; হলে তুমি তিরস্কৃত ও অনুতপ্ত (নিঃস্ব) হয়ে পড়বে।"[১৩৯]

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾

"এবং কিছুতেই অপব্যয় কোরো না।"[১৪০]

﴿وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾

---

১৩৯ সূরা আল-ইসরা (১৭): ২৯।

১৪০ সূরা আল-ইসরা (১৭) : ২৬।

“এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।”[১৪১]

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

“খাও ও পান করো এবং অপব্যয় কোরো না।”[১৪২]

আল্লাহ তাআলার দ্বীন হচ্ছে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝখানে। মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তিরাই উত্তম, যারা উদাসীন ব্যক্তির মতো দ্বীনের মধ্যে শিথিলতা কিংবা অতিরঞ্জনকারী ও জালেমের মতো দ্বীনের মধ্যে বাড়াবড়িতে লিপ্ত হয় না। এজন্য আল্লাহ ﷻ মুসলিম উম্মাহকে মধ্যপন্থার ওপর সৃষ্টি করেছেন, যা আল্লাহর পছন্দ। কারণ, মধ্যপন্থা হচ্ছে নিন্দনীয় বিষয় ও ন্যায্য বিষয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা।

বইটি ছিল শয়তানের কৌশল ও উম্মাহ'র ওপর শয়তানের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে, যাতে বিচক্ষণ মুসলিম ইলম ও ঈমানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টি বুঝে আসে।

আল্লাহ ﷻ যাকে চান, তাকে তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে হেদায়েত দান করেন, তাদের মধ্যে থেকে, যারা সত্য অনুসন্ধান করে। কাজেই সফলতা ও হিদায়াত আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আসে।

এটাই এই গ্রন্থের সারমর্ম। অতএব, যা সঠিক, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি আমার কাজটিকে আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা হিসেবে কবুল করুন, আমি তাঁর সন্তুষ্টি পেতে সচেষ্ট। দুআ করি—আমাদের ও আমাদের কাজের মধ্যে শয়তানের প্রভাব থেকে যেন তিনি আমাদের হেফাজত করেন। আমাদের সফলতা দান করুন সেসব আমল করার তৌফিক দান করার মাধ্যমে, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে। তিনি বিশ্বাসী বান্দার নিকটবর্তী ও দুআ কবুলকারী।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি এই বিশ্বজগতের অধিপতি। শান্তি বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

---

১৪১ সূরা আল-ফুরকান (২৫) : ৬৭।
১৪২ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ৩১।

আমার ভাবনা

আমার ভাবনা

সমর্পণ প্রকাশন

এর প্রকাশিত বইসমূহ

অন্ধকার থেকে আলোতে-২ .... মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

অংশু .... হোসাইন শাকিল

ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির মানসাংক .... ডা. শামসুল আরেফিন

অবিশ্বাসী কাঠগড়ায় .... ডা. রাফান আহমেদ

শিশুতোষ সিরিজ .... সংস্কারকবৃন্দ

চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান (ছোটদের নবি কাহিনী) .... আলী আবদুল্লাহ

অসংগতি .... আবদুল্লাহ আল মাসউদ

কারাগারে সুবোধ .... আলী আবদুল্লাহ

ওয়াসওয়াসা : শয়তানের কুমন্ত্রণা .... ইমাম ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহ.)

সমর্পণ প্রকাশন

এর প্রকাশিতব্য বইসমূহ

মানবসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান .... ডা.রাগিব সিরজানী

আশা ও প্রত্যাশা .... শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

তুমি ফিরবে বলে .... জাকারিয়া মাসুদ

শিশুতোষ সিরিজ .... সংস্কারকবৃন্দ

ইসলামে রিযিকের ধারণা .... মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম

জাতীয়তাবাদ

কে তোমার রব?

কে তোমার নবি?

কী তোমার দ্বীন?

বিয়ে

ফেমিনিজম

অনুবাদক পরিচিতি

আমি আশরাফুল আলম। বর্তমানে মেডিক্যাল সাইন্সে পড়াশুনা করছি, পাশাপাশি অনলাইন ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে 'ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ' কোর্সে অধ্যয়নরত আছি। ভালোবাসি সত্যকে খুঁজতে এবং সেটা আলোর ন্যায় ছড়িয়ে দিতে।

অবসর সময়ে বিভিন্ন ইসলামি বই পড়ি এবং গবেষণা করি। আমার প্রথম বই 'অ্যান্টিডোট' যা বইমেলা ২০১৮ এ প্রকাশ হয়েছিলো। আর আলহামদুলিল্লাহ বইমেলা ২০১৯ এ আমার প্রথম অনূদিত বই হিসেবে আসছে ইমাম ইবনু কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ এর 'ওয়াসওয়াসাঃ শয়তানের কুমন্ত্রণা' আল্লাহ তাআলার তৌফিকে সফলও হয়েছি। এখন শুধুমাত্র কবুলিয়্যাতের আশায় আছি...

একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই শয়তান মানব-জাতিকে পথভ্রষ্ট করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার জন্য সে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় চতুর্দিক থেকে। শয়তানের কুমন্ত্রণা গ্রহণ করতে করতে মানুষ এক সময় নিজের আমলের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে যায়। সন্দিহান হয় নিজের পবিত্রতার ব্যাপারে, সালাতের রাকাতের ব্যাপারে, আমলের ধারাবাহিকতার ব্যাপারে... মাঝে মধ্যে তো রাসূল (স.) যা করার অনুমতি দিয়েছেন, অতিরিক্ত সন্দেহে পড়ে মানুষ সেগুলোও উপেক্ষা করে। অথচ প্রকৃত সফলত-াতো রাসূল (স.)- এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার মধ্যেই। সাহাবিগণ ও পূর্ববর্তী নেককার বান্দারা সব আমলেই সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। অতিরিক্ত সতর্কতার নামে বাড়তি কিছু যোগ করতেন না। সুন্নাহর প্রতি এই সীমাহীন ভালোবাসাই ছিল তাদের সফলতার মুক্তো। চলুন না কিছু মুক্তো কুড়িয়ে আসি।